সংক্ষিপ্ত

ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা।

বাঙ্গালা রচনা-পদ্ধতি এবং সংস্কৃত ট্রান্সলেশন্ ও
কম্পোজিশন্ প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা

শ্রীশশধর বিদ্যাভূষণ
ও
শ্রীকুঞ্জবিহারী কাব্যরত্ন-সম্পাদিত।

কলিকাতা
১২ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,—পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
জি, সি, চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

১৯১০।

মূল্য আট আনা মাত্র।

Calcutta:
PRINTED BY ABINASH CHANDRA MANDAL,
AT THE "SIDDHESWAR MACHINE PRESS",
13 Shibnarayan Dass's Lane.
1910.

ভূমিকা।

মধ্য-ইংরাজী, মধ্য-বাঙ্গালা ও উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের নিম্ন-শ্রেণীর উপযোগী সহজে ব্যাকরণ ও রচনা শিক্ষা দিবার পুস্তকের বড়ই অভাব দৃষ্ট হয়। যে সকল পুস্তক প্রচলিত আছে, তাহা সমস্তই সুকুমারমতি বালকবৃন্দের পক্ষে কথঞ্চিৎ দুর্ব্বোধ্য। বিশেষতঃ, ব্যাকরণ দুই একখানি থাকিলেও, রচনা শিক্ষার উপযোগী পুস্তক নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা রচনা পরীক্ষার একটি অঙ্গ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে; কিন্তু নিম্নশ্রেণী হইতে বালকদিগকে অল্পে অল্পে রচনা শিক্ষা না দিলে উচ্চশ্রেণীতে প্রায়ই তাহাদিগের রচনা সম্বন্ধে লেখনী পরিচালনায় সামর্থ্য জন্মে না। এই জন্য "সংক্ষিপ্ত ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা" প্রকাশিত হইল। এই পুস্তকে বর্ণিত বিষয়গুলি যথাসম্ভব সরল ও উপযোগী করিতে আয়াস স্বীকারের কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই; কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহা নিরপেক্ষ সদসদ্বিচারক্ষম সুধীগণের বিচারাধীন। তবে, এইমাত্র আমি বলিতে পারি, "আমার বিশ্বাস, পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগসহকারে আয়ত্ত করিতে পারিলে বালকদিগের রচনা শিক্ষার পথ বেশ সুগম হইতে পারে।" পুস্তকখানির উন্নতিকল্পে যিনি কৃপাপরবশ হইয়া যেরূপই সাহায্য করিবেন, তাহা সাদরে ও কৃতজ্ঞতাসহকারে গৃহীত হইবে।

শ্রীশশধর দেবশর্ম্মা।

সংক্ষিপ্ত

ব্যাকরণ ও রচনা-শিক্ষা।

উপক্রমণিকা।

১। কথাবার্ত্তা বলিয়া কিংবা লিখিয়া যদ্দ্বারা মনের ভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহার নাম ভাষা।

২। অক্ষরশ্রেণী কিংবা ধ্বনিদ্বারা শব্দ গঠিত হয়। মনের ভাব ব্যক্ত করিতে শব্দের প্রয়োজন। চিন্তার প্রতিমূর্ত্তি শব্দ এবং শব্দের প্রতিমূর্ত্তি বর্ণ।

৩। যে বিদ্যায় জ্ঞান থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা শুদ্ধরূপে লিখিতে ও বলিতে পারা যায়, তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বর্ণ-নির্ণয়।

১। শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশগুলির প্রত্যেকটি এক একটি বর্ণ বা অক্ষর। অক্ষর শব্দের সাধারণ অর্থ—যাহার ক্ষরণ নাই, অর্থাৎ যাহা স্থায়ী ও অনশ্বর।

২। বর্ণের সংখ্যা আটচল্লিশ এবং উহা স্বর ও ব্যঞ্জন এই দুই ভাগে বিভক্ত।

৩। যে সমুদায় বর্ণ স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে, তাহাদিগকে স্বরবর্ণ বলে। যথা—অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ।

৪। স্বর দুই প্রকার; হ্রস্ব ও দীর্ঘ। অ, ই, উ, ঋ, ঌ এই পাঁচটি হ্রস্ব স্বর; আর আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ, ঐ, ও, ঔ এই আটটি দীর্ঘ স্বর। বঙ্গভাষায় ৠ ও ঌ কারের প্রয়োগ নাই। হ্রস্বস্বর উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, দীর্ঘস্বর উচ্চারণ করিতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগে।

৫। যে সকল বর্ণ, স্বরবর্ণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং উচ্চারিত হইতে পারে না, তাহাদিগকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করিবার সময় একটি 'অকার' যোগ করিয়া লইতে হয়। যথা—

ক, খ, গ, ঘ, ঙ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ, ব, ভ, ম, য, র, ল, ব, শ, ষ, স, হ, ং, ঁ। *

ড়, ঢ় ও য় ইহারা স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ নহে, যথাক্রমে ড, ঢ ও য এর রূপান্তর মাত্র। 'ঃ' আশ্রয়স্থানভাগী, সুতরাং উহাকে ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে গণ্য করা কর্ত্তব্য নহে। 'ক্ষ' কে সংযুক্ত-বর্ণ মধ্যে ধরা হয়।

৬। ক হইতে ম পর্য্যন্ত বর্ণগুলি জিহ্বার মূল, মধ্য ও অগ্রভাগ দ্বারা তালু, দন্ত প্রভৃতি স্থানকে স্পর্শ করিয়া উচ্চারিত হয় বলিয়া উহাদিগকে স্পর্শ বর্ণ কহে। য, র, ল, ব এই চারিটি বর্ণ স্পর্শ ও উষ্ম বর্ণের মধ্যে অবস্থিতি করে বলিয়া উহাদিগকে অন্তঃস্থ বর্ণ কহে। শ, ষ, স, হ এই চারিটি বর্ণ উচ্চারণ করিতে বায়ুর প্রাধান্য আছে বলিয়া উহাদিগকে উষ্ম বর্ণ কহে।

* ঁ ও ং কে যদিও বঙ্গ-ভাষায় ব্যঞ্জনবর্ণ মধ্যে গণ্য করা হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহারা স্বতন্ত্র বর্ণ নহে।

৭। স্পর্শ বর্ণগুলি পাঁচ বর্গে বিভক্ত। যথা—

ক, খ, গ, ঘ, ঙ ... ... কবর্গ।
চ, ছ, জ, ঝ, ঞ ... ... চবর্গ।
ট, ঠ, ড, ঢ, ণ ... ... টবর্গ।
ত, থ, দ, ধ, ন ... ... তবর্গ।
প, ফ, ব, ভ, ম ... ... পবর্গ।

৮। প্রত্যেক বর্গের প্রথম, তৃতীয় ও পঞ্চম বর্ণকে অল্পপ্রাণ বর্ণ কহে; কেননা, উহাদের উচ্চারণ কোমল। যথা—ক, চ, ট, ত, প ইত্যাদি। দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণের উচ্চারণ কঠিন, এজন্য উহাদিগকে মহাপ্রাণ বর্ণ বলে। যথা—খ, ঝ, ধ, ফ, ভ ইত্যাদি।

৯। ং ও ঃ এর সাধারণ সংজ্ঞা অযোগবাহ। *

উচ্চারণ।

১। ভাষা শিক্ষা করিবার পূর্ব্বে বর্ণোচ্চারণ শিক্ষা বিশেষ প্রয়োজনীয়। শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ করিতে অভ্যাস না করিলে লিখিবার সময় বর্ণাশুদ্ধি ঘটিবার খুব সম্ভাবনা।

২। বর্ণ উচ্চারণ করিতে জিহ্বাই প্রধান উপায়। কণ্ঠ, জিহ্বামূল, তালু, মূর্দ্ধা (মস্তক), দন্ত ও ওষ্ঠ এই কয়টি স্থান হইতে বর্ণ সকল উচ্চারিত হইয়া থাকে। যথা—

---

* বৈয়াকরণেরা ং ও ঃ কে বর্ণ গণনার মধ্যে যোগ (উল্লেখ) করেন নাই বলিয়া উহারা অযোগ এবং ষত্ব ও ণত্ব প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ করে বলিয়া বাহ, সুতরাং অযোগবাহ।

বর্ণ।	উচ্চারণস্থান।	সংজ্ঞা।
অ, আ, হ ...	কণ্ঠ ...	কণ্ঠ্য।
ক, খ, গ, ঘ, ঙ ...	জিহ্বামূল ...	জিহ্বামূলীয়।
ই, ঈ, চ, ছ, জ, ঝ, ঞ, য, শ	তালু ...	তালব্য।
ঋ, ৠ, ট, ঠ, ড, ঢ, ণ, র, ষ	মূৰ্দ্ধা ...	মূৰ্দ্ধণ্য।
ঌ, ত, থ, দ, ধ, ন, ল, স ...	দন্ত ...	দন্ত্য।
উ, ঊ, প, ফ, ব, ভ, ম ...	ওষ্ঠ ...	ওষ্ঠ্য।
এ, ঐ	কণ্ঠতালু ..	কণ্ঠতালব্য।
অন্তঃস্থ ব	দন্ত ও ওষ্ঠ ...	দন্তোষ্ঠ।
ঙ, ঞ, ণ, ন, ম	নাসিকা ...	অনুনাসিক।

৩। বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দের শেষ বর্ণ হসন্ত না হইলেও উচ্চারণ করিবার সময় হসন্তের ন্যায় উচ্চারণ করিতে হয়। যথা—গায়ক—গায়ক্, ধ্যান—ধ্যান্ ইত্যাদি। কিন্তু ক্ত প্রত্যয়ান্ত শব্দ (অভিভূত, চমৎকৃত, গত প্রভৃতি) কখনও হসন্তের ন্যায় উচ্চারিত হয় না।

৪। ক, খ, প, ফ, শ, ষ, স বিসর্গের পর অবস্থিতি করিলে ইহাদের উচ্চারণ দ্বিগুণিত হইয়া থাকে। যথা—দুঃখ—দুঃক্‌খ, দুঃসময়—দুস্‌সময় ইত্যাদি।

৫। ড, ঢ, য যদি শব্দের প্রথমাক্ষর না হয়, কিংবা জ ও ব এই তিন বর্ণের সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাদের উচ্চারণ যথাক্রমে ড়, ঢ় ও য় হয়। যথা—বড়, দৃঢ়, শয়ন ইত্যাদি। কিন্তু কোন কোন স্থলে য, পদের মধ্যে থাকিলেও য়কারের মত উচ্চারিত হয় না। যথা—সংযোগ, অনুযোগ ইত্যাদি।

৬। দুই বা বহু পদ সমাসবদ্ধ হইলে শেষ পদের পূর্ব্ববর্ত্তী

পদ হসন্তের ন্যায় উচ্চারিত হইবে না। যথা—জনগণ। ইহার উচ্চারণ জন্‌গণ্‌ হইবে না। সেইরূপ, লোকসমাগমশূন্য-বনমধ্যে ইহার উচ্চারণ লোকসমাগমশূন্য-বন্‌মধ্যে হইবে না।

৭। 'ং' এর পরবর্ত্তী বর্ণের উচ্চারণ হসন্তের ন্যায় হইবে না। যথা—মাংস, কংশ, অংশ। ইহাদের উচ্চারণ মাংস্‌, কংশ্‌, অংশ্‌ হইবে না।

৮। একারের উচ্চারণস্থান কোন কোন সময় য্যা-বৎ হয়। যথা—এক টাকা, দেখ দেখি=য্যাক্‌ টাকা, ত্যাখ দেখি।

৯। কোন কোন স্থলে ণ, ং, ঙকার, ঞকার, নকার, মকার প্রভৃতি বর্ণ অপভ্রংশ হইয়া ঁ চন্দ্রবিন্দু উৎপন্ন হয়। যথা—ষণ্ড=ষাঁড়, সন্তরণ=সাঁতার, হংস=হাঁস ইত্যাদি।

১০। প্রথম পুরুষে সর্ব্বনামের প্রথমা বিভক্তি ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তিতে সম্ভ্রমার্থ বুঝাইতে ঁ চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করিতে হয়। যথা—তাঁহার, যাঁহার ইত্যাদি।

১১। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ স্পষ্ট হওয়া উচিত। ভূধর স্থলে 'বুদর' উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য নহে।

১২। ব্যঞ্জনবর্ণ পরস্পর সংযুক্ত হইলে কোন কোন স্থলে তাহাদের আকৃতির ও উচ্চারণের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে। যথা—জ-ঞ=জ্ঞ, ক-ষ=ক্ষ, ষ-ণ=ষ্ণ ইত্যাদি।

১৩। ঋ, র ও ন এই তিন বর্ণ যুক্ত হইলে শ ও স এই দুই বর্ণের উচ্চারণ ছকারের মত হইবে। যথা—শ্রবণ=ছ্রবণ, নিঃসৃত=নিঃছৃত ইত্যাদি।

১৪। ত ও থ এই দুই বর্ণের উপরিস্থ সকারের উচ্চারণ চকারের ন্যায় হইবে। যথা—ত্রস্ত=ত্রচ্‌ত, প্রস্থান=প্রচ্‌থান।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন ।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি শুদ্ধ করিয়া উচ্চারণ কর:—

সুশীতল, দৃঢ়, হৃদয়, তাঁহার, ভর্ৎসনা, সন্ধ্যা, প্রকৃতি, ভিখারিণী, হলায়ুধ, প্রৌঢ়া ও জাজ্বল্যমান।

বর্ণ-বিন্যাস ।

১। ব্যঞ্জনবর্ণে স্বর যুক্ত না থাকিলে তাহার নীচে (্) হসন্ত চিহ্ন দিতে হয়। যথা—ষট্, দিক্ ইত্যাদি।

২। ব্যঞ্জনবর্ণে ৯ ভিন্ন অন্য স্বর যুক্ত হইলে অন্যরূপ আকৃতি হয়; কিন্তু অকারের কোনও আকৃতি থাকে না। ক্রমিক উদাহরণ যথা—প্+ই=পি, ক্+অ=ক ইত্যাদি।

৩। দুইটি মহাপ্রাণ বর্ণ একত্র যুক্ত হইলে পূর্ব্বটি অল্পপ্রাণ হয়। যথা—থ্+থ=ত্থ, ছ+ছ=চ্ছ ইত্যাদি।

৪। কোন কোন সময় ব্যঞ্জনবর্ণ রেফাক্রান্ত হইলে দ্বিত্ব হয়। যথা—কার্য্য, সর্ব্ব ইত্যাদি। মূর্খ প্রভৃতি শব্দ দ্বিত্ব হয় না। শ, ষ, স ও হ ইহারা রেফাক্রান্ত হইলে কোন সময়েই দ্বিত্ব হয় না। যথা—স্পর্শ, হর্ষ ইত্যাদি।

৫। হসন্ত রকারের পর ঋ ও ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলে রকার রেফ (´) আকার ধারণ করে এবং পরবর্ণের মস্তকে যায়। যথা—নির্+দয়=নির্দ্দয় ইত্যাদি।

৬। জগৎ শব্দের সহিত বন্ধু ও মোহন শব্দ যুক্ত হইলে জগদ্বন্ধু ও জগন্মোহন হয়; জগবন্ধু ও জগমোহন নহে।

৭। কতকগুলি বর্ণ অন্য বর্ণের সহিত মিলিত হইলে ভিন্ন আকার ধারণ করে। যথা—

বর্ণের সংযোগ।		আকৃতি।		উদাহরণ।
গ্+উ	...	গু	...	নির্গুণ।
ক্+ত	...	ক্ত	...	শক্ত।
ক্+ষ	...	ক্ষ	...	রক্ষা।
শ্+র	...	শ্র	...	শ্রবণ।
শ্+ন	...	শ্ন	...	প্রশ্ন।
ত্+র	...	ত্র	...	কলত্র।
ঙ্+গ	...	ঙ্গ	...	অঙ্গ।
হ্+ম	...	হ্ম	...	ব্রহ্ম।
জ্+ঞ	...	জ্ঞ	...	অজ্ঞ।
ঞ+চ	...	ঞ্চ	...	বঞ্চনা।
স্+ত	...	স্ত	...	ব্যস্ত।
ক্+র্+অ	...	ক্র	...	বক্র।
শ্+উ	...	শু	...	পশু।

—ইত্যাদি।

৮। শব্দের প্রত্যেক বর্ণ পৃথক্ করিয়া দেখাইবার নাম বর্ণবিশ্লেষ। যথা— ষড়ানন=ষ্+অ+ড়্+আ+ন্+অ+ন্+অ।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত শব্দসমূহের বর্ণবিশ্লেষ কর :—

ঔদ্ধত্য, জাজ্বল্যমান, দুরাকাঙ্ক্ষা, অশ্বত্থামা, লঙ্কেশ্বর, স্ত্রী, বিদ্রূপ, অপহ্নুতি, যাজ্ঞিক, অন্বেষণ ও স্বাধীন।

সন্ধি-প্রকরণ।

১। দুইবর্ণ অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে যে মিলন হয়, তাহার নাম সন্ধি। সন্ধি দুইপ্রকার; স্বর ও ব্যঞ্জন। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে সন্ধি, তাহার নাম স্বরসন্ধি ও স্বরে ব্যঞ্জনে, ব্যঞ্জনে স্বরে এবং ব্যঞ্জনে ব্যঞ্জনে যে সন্ধি তাহার নাম ব্যঞ্জনসন্ধি।

২। অবর্ণ = অ, আ; ইবর্ণ = ই, ঈ; উবর্ণ = উ, ঊ।

স্বরসন্ধি।

১। অবর্ণে অবর্ণে আ, ইবর্ণে ইবর্ণে ঈ এবং উবর্ণে উবর্ণে ঊ হইয়া প্রত্যেকেই পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা— অবর্ণ—শশ + অঙ্ক = শশাঙ্ক, হিম + আলয় = হিমালয়, মহা + অর্ণব = মহার্ণব, মহা + আশয় = মহাশয়। ইবর্ণ—গিরি + ইন্দ্র = গিরীন্দ্র, প্রতি + ঈক্ষা = প্রতীক্ষা, মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র, মহী + ঈশ = মহীশ। উবর্ণ—ভানু + উদয় = ভানূদয়, তরু + ঊর্দ্ধ = তরূর্দ্ধ, প্রসূ + উদর = প্রসূদর, ভূ + ঊর্দ্ধ = ভূর্দ্ধ।

২। অবর্ণ ইবর্ণে এ হয়, একার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা— দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র, গণ + ঈশ = গণেশ, যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট, উমা + ঈশ = উমেশ।

৩। অবর্ণ উবর্ণে ও হয়, ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—বোধ + উদয় = বোধোদয়, এক + ঊন = একোন, লতা + উত্থিত = লতোত্থিত, মহা + ঊর্ম্মি = মহোর্ম্মি।

৪। অবর্ণের পর ঋবর্ণ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া অর্ হয়,

অর্ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ পরবর্ণের মস্তকে যায়। যথা—দেব+ঋষি=দেবর্ষি, মহা+ঋষি=মহর্ষি।

৫। ঋকারের পর ঋকার থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দীর্ঘ ৠকার হয়, ৠকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—পিতৃ+ঋণ=পিতৄণ।

৬। অবর্ণের পর এ কিম্বা ঐ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঐকার হয়, ঐকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—জন+এক=জনৈক, মত+ঐক্য=মতৈক্য, বিদ্যা+এষী=বিদ্যৈষী, মহা+ঐরাবত=মহৈরাবত।

৭। অবর্ণের পর ও কিম্বা ঔ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া ঔকার হয়, ঔকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—জল+ওঘ=জলৌঘ, গত+ঔৎসুক্য=গতৌৎসুক্য, মহা+ওষধি=মহৌষধি, মহা+ঔষধ=মহৌষধ।

৮। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য্, উ ঊ স্থানে ব্ ও ঋ স্থানে র্ হয়। উৎপন্ন বর্ণগুলি পরের স্বরবর্ণের সহিত মিলিয়া পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—অতি+অন্ত=অত্যন্ত, নদী+অম্বু=নদ্যম্বু, মহী+আদি=মহ্যাদি, অনু+অয়=অন্বয়, সু+আগত=স্বাগত, উপরি+উপরি=উপর্য্যুপরি, অনু+এষণ=অন্বেষণ, পিতৃ+আলয়=পিত্রালয়।

৯। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এস্থানে অয়্, ও স্থানে অব্, ঐ স্থানে আয়্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। স্বরবর্ণ সকল পূর্ব্ববর্ণে ও পরের স্বর য়কারে বা বকারে যুক্ত হয়। যথা—নে+অন=নয়ন, ভো+অন=ভবন, নৈ+অক=নায়ক, পৌ+অক=পাবক।

১০। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে গো শব্দ স্থানে বিকল্পে গব হয়। যথা—গো+অস্থি=গবাস্থি, গবস্থি ইত্যাদি। কিন্তু ইন্দ্র ও অক্ষ

শব্দ পরে থাকিলে গো শব্দ স্থানে সর্ব্বদা গব হয়। যথা—গো+ইন্দ্র=গবেন্দ্র, গো+অক্ষ=গবাক্ষ।

১১। তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস হইলে অকার কিংবা আকারের পরস্থিত ঋত শব্দের ঋ স্থানে র্ এবং পূর্ব্ব অকার স্থানে আকার হয়। যথা—শীত+ঋত=শীতার্ত্ত, ক্ষুধা+ঋত=ক্ষুধার্ত্ত। তৃতীয়াতৎপুরুষ সমাস না হইলে হয় না। যথা—পরম+ঋত=পরমার্ত্ত।

১২। সমাস হইলে এবং ওষ্ঠ শব্দ পরে থাকিলে বিকল্পে অকার এবং আকারের লোপ হয়। যথা—বিম্ব+ওষ্ঠ=বিম্বোষ্ঠ বা বিম্বৌষ্ঠ।

১৩। ঊহিনী শব্দ পরে থাকিলে অক্ষ শব্দের অন্ত্য অ ও ঊহিনীর ঊ মিলিয়া ঔকার হয়। যথা—অক্ষ+ঊহিনী=অক্ষৌহিণী।

সন্ধি-প্রতিষেধ।

নিম্নলিখিত স্থলে সন্ধি হইবে না :—

১। বাঙ্গালা বাক্যের অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন পদের সন্ধি হয় না। যথা—হরি আশুতোষকে ডাকিতেছে ; এস্থলে হর্য্যাশুতোষকে ডাকিতেছে এরূপ হইবে না।

২। এক ভাষার সহিত অপর ভাষার সন্ধি হয় না। যথা—ঘোড়া+আরোহণ=ঘোড়ারোহণ, গ্যাস+আলোক=গ্যাসালোক, এরূপ সন্ধি হইবে না।

৩। যদি নিতান্ত শ্রুতিকটু হয়, তাহা হইলে অনেক স্থলে

সন্ধি না করাই কর্ত্তব্য। যথা—ধরণী + উপরিভাগে = ধরণ্যুপরি-ভাগে। বস্তুতঃ, বাক্যমধ্যে এরূপ পদ প্রয়োগ করিলে শ্রুতিকটু দোষ হয়।

স্বরসন্ধির সংক্ষিপ্ত সূত্র।

অ + অ, অ + আ, আ + অ, আ + আ = আ

ই + ই, ই + ঈ, ঈ + ই, ঈ + ঈ = ঈ

উ + উ, উ + ঊ, ঊ + ঊ, ঊ + উ = ঊ

অ + ই, অ + ঈ, আ + ই, আ + ঈ = এ

অ + এ, আ + এ, অ + ঐ, আ + ঐ = ঐ

অ + ঋ, আ + ঋ = অর্

অ + উ, অ + ঊ, আ + উ, আ + ঊ = ও

অ + ও, অ + ঔ, আ + ও, আ + ঔ = ঔ

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত পদগুলির সন্ধি বিশ্লেষ কর :—

শুভাগমন, মহালয়, অহীশ, লতোত্থিত, মহেশ, রাজর্ষি, গঙ্গোদক, নায়ক, গবস্থি, দৃশার্ণ, বিম্বোষ্ঠ, ত্রৈপ্রেষ্য।

ব্যঞ্জনসন্ধি।

১। ত্ ও দ্ এর পর চ কিংবা ছ থাকিলে তাহাদের স্থলে চ, জ কিংবা ঝ থাকিলে জ্, ট কিংবা ঠ থাকিলে ট্ এবং ড কিংবা ঢ থাকিলে ড্ হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—উৎ+চারণ= উচ্চারণ, বিপৎ+জাল=বিপজ্জাল, তৎ+টীকা=তট্টীকা, উৎ+ ডীন=উড্ডীন ইত্যাদি।

২। ন্কারের পর জ কিংবা ঝ থাকিলে তাহার স্থলে ঞ হয়। যথা—মহান্+জয়=মহাঞ্জয়।

৩। চ ও জ এর পরস্থিত ন স্থানে ঞ হয়। যথা—যাচ্+ না=যাচ্ঞা, যজ্+ন=যজ্ঞ।

৪। পদের অন্তস্থিত ত কিংবা দকারের পর শ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া চ্ছ ও হ থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দ্ধ হয়। যথা— চলৎ+শক্তি=চলচ্ছক্তি, তৎ+হিত=তদ্ধিত।

৫। ষ কারের পর ত কিংবা থ থাকিলে ত স্থানে ট ও থ স্থানে ঠ হয়। যথা—ষষ্+থ=ষষ্ঠ ইত্যাদি।

৬। ল পরে থাকিলে ত্, দ্ ও ন্ স্থানে ল্ হয়। যথা—উৎ+ লেখ=উল্লেখ।

৭। স্বরবর্ণের পর ছকার থাকিলে ছকারের স্থানে চ্ছ হয়। যথা—তরু+ছায়া=তরুচ্ছায়া, ইক্ষু+ছায়া=ইক্ষুচ্ছায়া।

৮। ম এর পর ত থাকিলে ম স্থানে ন হয়। যথা—সম্+ তাপ=সন্তাপ।

৯। পদের অন্তস্থিত ম্ এর পর অন্তঃস্থ অথবা উষ্মবর্ণ থাকিলে ং হয়। যথা—স্বয়ম্+বর=স্বয়ংবর, প্রিয়ম্+বদা=প্রিয়ংবদা।

স্পর্শবর্ণ পরে থাকিলে কোন কোন সময় যে বর্গ পরে থাকে, তাহার পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা—সম্+গত=সঙ্গত।

১০। স্বরবর্ণ, গ, ঘ, দ, ধ, ব, ভ, য, র ও ব পরে থাকিলে পদের অন্তঃস্থিত ৎ স্থানে দ্ হয়। যথা—জগৎ+অন্ত=জগদন্ত।

১১। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় ও চতুর্থ বর্ণ এবং য, র, ল, ব, হ পরে থাকিলে পদের অন্তঃস্থিত ক্ স্থানে গ্ হয়। যথা—দিক্+অন্ত=দিগন্ত।

১২। ন কিংবা ম পরে থাকিলে পদের অন্তঃস্থিত বর্গীয় প্রথম বর্ণ স্থানে তৃতীয় বর্ণ কিংবা পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা—দিক্+নাগ=দিগ্নাগ বা দিঙ্নাগ। কিন্তু মাত্র ও ময় প্রত্যয় পরে থাকিলে কেবল পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা—বাক্+ময়=বাঙ্ময়।

১৩। উৎ উপসর্গের পরস্থিত স্থান ও স্তম্ভ শব্দের সকারের লোপ হয়। যথা—উৎ+স্থান=উত্থান।

১৪। ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে দিব্ শব্দ স্থানে দ্যু হয়। যথা—দিব্+লোক=দ্যুলোক।

১৫। সম্ ও পরি এই দুই উপসর্গের পর কৃ ধাতু থাকিলে তাহার পূর্ব্বে একটি স হয়। এই স ষত্ববিধির নিয়মানুসারে কোনও সময় ষ হয়। যথা—সম্+কৃত=সংস্কৃত, পরি+কৃত=পরিষ্কৃত।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিশ্লেষ কর :—

আচ্ছায়া, পরিচ্ছন্ন, উত্থিত, উদ্ধার, বিপদ্ধেতু, উন্নীত, অজন্তু, আকৃষ্ট, বিপৎপাত, তল্লেখনী, বঞ্চনা, দ্যুনিবাস, সংশয়।

বিসর্গসন্ধি।

১। বিসর্গের পর চ ছ পরে থাকিলে শ, ট ঠ পরে থাকিলে ষ ও ত থ পরে থাকিলে স হয়। যথা—নিঃ+চিত=নিশ্চিত, ধনুঃ+টঙ্কার=ধনুষ্টঙ্কার, মনঃ+তাপ=মনস্তাপ।

২। অকার, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকার ও তৎপরস্থিত সজাত বিসর্গ উভয়ে মিলিয়া ওকার হয়, ওকার পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা—বয়ঃ+অধিক=বয়োধিক, সরঃ+বর=সরোবর, অধঃ+মুখ=অধোমুখ ইত্যাদি।

৩। অকার ভিন্ন স্বরবর্ণ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত বিসর্গের লোপ হয় এবং লোপের পর আর সন্ধি হয় না। যথা—অতঃ+এব=অতএব ইত্যাদি।

৪। র পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে জাত রকারের লোপ হয় এবং পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা—নিঃ+রস=নীরস, পিতঃ+রাম=পিতারাম।

৫। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম বর্ণ কিংবা য র ল ব হ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত রজাত বিসর্গ স্থানে র্ এবং অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে র ও ভোঃ এই অব্যয়ের বিসর্গের লোপ হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—পুনঃ+আগত=পুনরাগত, নিঃ+অবধি=নিরবধি, ভোঃ+রাজন্=ভো রাজন্।

৬। ক খ প ফ পরে থাকিলে বিসর্গ স্থানে স্ ও অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ষ হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—ভাঃ+কর=ভাস্কর, শ্রেয়ঃ+কর=শ্রেয়স্কর ইত্যাদি।

৭। রাত্রি এবং রূপ শব্দ পরে থাকিলে অহন্ শব্দের বিসর্গ স্থানে র্ হয় না। যথা—অহঃ+রাত্র=অহোরাত্র।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিশ্লেষ কর :—

নিরাকার, পিতারাঘব, পুরোভাগ, গীষ্পতি, মনোহর, শিরশ্ছেদ, নির্ব্বাত, নিষ্ফল, ভো রাঘব, নীরব।

ণত্ব-বিধান। *

১। ঋ, র, ষ এই তিন বর্ণের পরস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য ণ হয়। যথা—ঋণ, রণ, বিষ্ণু। অনুস্বার, স্বরবর্ণ, কবর্গ, পবর্গ, য ব হ এবং অনুস্বার ব্যবধান থাকিলেও মূর্দ্ধন্য ণ হইবার পক্ষে বাধা হয় না। যথা—বৃংহণ, কারণ, হরিণ, তর্পণ, কৃপণ, গ্রহণ, রামায়ণ ইত্যাদি। কিন্তু এতদ্ভিন্ন বর্ণ ব্যবধান থাকিলে মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—অর্চ্চনা, দর্শন ইত্যাদি।

২। বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের অন্তঃস্থিত ও ভিন্ন ভাষাস্থ শব্দের ন ও ত থ দ ধ যুক্ত ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—করেন, জার্ম্মান।

৩। কতকগুলি শব্দে স্বাভাবিক মূর্দ্ধন্য ণ ব্যবহৃত হয়। যথা—

---

* শুদ্ধ করিয়া শব্দ লিখিবার জন্যই ণত্ববিধানের আবশ্যকতা। ণত্ববিধান সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ এ ক্ষুদ্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হইল না।

কঙ্কণ কল্যাণ কাণ কণিকা ক্বণন,
কণাদ কণিশ কোণ নিক্বণ চিক্কণ।
আপণ ফাণিত অণু গণ গুণ মণি,
নিপুণ পণব পণ লবণ বিপণি।
বাণ বেণু বীণা শণ শাণ গোণী ঘুণ,
স্থাণু পাণি পুণ্য বাণী কিণ কণা তূণ।—ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে অশুদ্ধি থাকিলে যুক্তি নির্দ্দেশ পূর্ব্বক সংশোধন কর :—

ব্রন, করুণ্, তর্পন, কোরাণ্, রন্ধন, ভ্রান্ত, ক্রন্দণ, বর্ণনা, বিরাজমাণ, পাষান।

ষত্ব-বিধান।

১। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ, ক্ অথবা র্ ইহাদের পরস্থিত প্রত্যয় ও বিসর্গজাত স প্রায়ই মূর্দ্ধন্য ষ হয়। যথা—ভবিষ্যৎ, শ্রীচরণেষু, শুশ্রূষা, বক্ষ্যমাণ ইত্যাদি। কিন্তু সাৎ প্রত্যয়ের স মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা—ধূলিসাৎ।

২। কতকগুলি শব্দে স্বাভাবিক 'ষ' ব্যবহৃত হয়। যথা—

কষায় পাষাণ গ্রীষ্ম তুষার নিকষ,
ঔষধ বিষাণ ভীষ্ম ভিষক ষোড়শ।
আষাঢ় পরুষ বৃষ যোষিৎ মহিষ,
বৃষভ পুষ্কর বিষ সর্ষপ আমিষ।

উষা তৃষা দ্বেষ দোষ পোষণ বর্ষণ,
বিষয় শিরীষ রোষ পুরীষ ভূষণ।
পাষণ্ড ভূষণ ভাষা তুষ তৃষ হর্ষ,
মেষ স্নুষা ষণ্ড ঈর্ষা উষ্ট্র শ্লেষ্মা বর্ষ।—ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে অশুদ্ধি থাকিলে শুদ্ধ কর :—

বিদুসী, নিসিদ্ধ, সুসুপ্তি, নিসেবিত, পুস্কর, রাষ্ট্র, অভিলাস, শীর্স, অবসাণ, যোসা।

শব্দ-প্রকরণ।

১। যদ্দ্বারা কোন অর্থ বুঝায় এমন বর্ণ, কিংবা বর্ণসমষ্টিকে অথবা যাহা বস্তুবাচক, কিংবা বস্তুর বিশেষণবাচক, তাহাকে শব্দ কহে। যথা—অ, নর, জল প্রভৃতি।

২। শব্দ ও ধাতুকে প্রকৃতি কহে। যথা—সূর্য্য, গো, মনুষ্য, ভূ, গম্, করা, খাওয়া ইত্যাদি।

৩। প্রকৃতির উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে যাহা ব্যবহৃত হয়, তাহাকে প্রত্যয় বলে। প্রত্যয় চারি প্রকার। যথা—বিভক্তি, স্ত্রীপ্রত্যয়, কৃৎপ্রত্যয় ও তদ্ধিতপ্রত্যয়।

৪। শব্দের উত্তর বিভক্তি যুক্ত হইলে পদ হয়; কিন্তু অব্যয়ের উত্তর যদিও কোন বিভক্তি যুক্ত হয় না, তথাপি উহাকে পদ বলিয়া গণ্য করা হয়।

৫। পদ সমুদায় পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) বিশেষ্য, (খ) বিশেষণ, (গ) সর্ব্বনাম, (ঘ) অব্যয় ও (ঙ) ক্রিয়া।

(ক)—বিশেষ্য।

১। যদ্দ্বারা জাতি, দ্রব্য, গুণ, ব্যক্তি বা স্থান ও ক্রিয়া বুঝায়, তাহাকে বিশেষ্য কহে। বিশেষ্য পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—

(ক) জাতিবাচক—মনুষ্য, গো, অশ্ব ইত্যাদি।

(খ) দ্রব্যবাচক—অগ্নি, জল, বায়ু ইত্যাদি।

(গ) গুণবাচক—মহত্ত্ব, লঘুত্ব, গুরুত্ব ইত্যাদি। *

(ঘ) ব্যক্তি বা স্থানবাচক—রাম, শ্যাম, বারাণসী ইত্যাদি।

(ঙ) ক্রিয়াবাচক—শয়ন, ভোজন, গমন ইত্যাদি।

২। বিশেষ্য পদের লিঙ্গ, বচন, পুরুষ, বিভক্তি ও কারক আছে। নিম্নে ভিন্ন ভিন্ন বিভাগে তাহা বিবৃত হইল।

---

* গুণবাচক বিশেষ্য পদ প্রায়ই বিশেষণ হইতে উৎপন্ন। উহাদের বহুবচন প্রয়োগ নাই।

লিঙ্গ।

১। বাঙ্গালা-ভাষায় দুই প্রকার লিঙ্গের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যথা—পুংলিঙ্গ ও স্ত্রীলিঙ্গ। সংস্কৃত-ভাষায় যাহারা ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া ব্যবহৃত আছে, বাঙ্গালা-ভাষায় তাহাদিগকেও পুংলিঙ্গের মধ্যে গণ্য করা হয়। কোন্ কোন্ শব্দগুলি স্ত্রীলিঙ্গ, তাহা জানিতে পারিলে অবশিষ্টগুলিকে পুংলিঙ্গের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। এই জন্য নিম্নে ছয়টি প্রকরণে স্ত্রীলিঙ্গ নির্ণয়ের সঙ্কেত প্রদত্ত হইল।

২। যাহারা স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতি, তাহারা প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ *। যথা—জননী, ভগ্নী, কন্যা, ভার্য্যা প্রভৃতি।

৩। যে শব্দ দ্বারা ভূমি, বিদ্যুৎ, রাত্রি, লতা, বীণা, পৃথিবী, তৃষ্ণা, নদী, লজ্জা, শ্রেণী, শোভা, প্রভা, জ্যোৎস্না, সেনা, তিথি, বুদ্ধি, ইচ্ছা প্রভৃতি বুঝায়, তাহারা প্রায়ই স্ত্রীলিঙ্গ।

৪। হরীতকী, মক্ষিকা, পিপীলিকা, পুত্তিকা, বড়বা প্রভৃতি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ। উহাদের পুংলিঙ্গ রূপ নাই।

৫। ণিজন্ত ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় করিয়া যে সমুদায় পদ গঠিত হয়, তাহারা স্ত্রীলিঙ্গ। যথা—সম্ভাবনা, সম্বর্দ্ধনা ইত্যাদি।

৬। স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ; কিন্তু শ্রুতিকটু-দোষ পরিহারের জন্য উহাদের বিশেষণে কোন কোন স্থলে পুংলিঙ্গ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—রামের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ ছিল। এস্থলে 'তীক্ষ্ণা' পদ প্রয়োগ করিলে শ্রুতিকটু-দোষ হয়।

---

* সংস্কৃত-ভাষায় দার ও কলত্র শব্দের যথাক্রমে পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গবৎ রূপ হইলেও বাঙ্গালা-ভাষায় কেবল পুংলিঙ্গবৎ রূপ ব্যবহৃত হয়।

স্ত্রী-প্রত্যয়।

১। স্ত্রী-প্রত্যয় সাধারণতঃ চারিটি। যথা—আপ্, ঈপ্, উপ্ ও আনী। প্ ইৎ যায়। *

২। অকারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ প্রত্যয় হয়। যথা—বৃদ্ধ—বৃদ্ধা, দুর্ব্বল—দুর্ব্বলা ; কিন্তু জাতিবাচক অকারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা—ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণী, হংস—হংসী ইত্যাদি। অঙ্গবাচক অকারান্ত ও দুই-এর অধিক স্বরবিশিষ্ট অঙ্গবাচক শব্দের মধ্যে † নাসিকা ও উদর শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ও ঈপ্ হয়। যথা—সুকেশ—সুকেশা, সুকেশী ; কৃশোদর—কৃশোদরা, কৃশোদরী ইত্যাদি।

৩। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় এই তিন পূরণবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ হয়। যথা—প্রথম—প্রথমা, দ্বিতীয়—দ্বিতীয়া ইত্যাদি। কিন্তু অন্য পুরণবাচক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হইবে। যথা—চতুর্থ—চতুর্থী ইত্যাদি।

৪। ব্রহ্মন্, রুদ্র, ভব, সর্ব্ব, মৃড়, ইন্দ্র ও বরুণ শব্দের উত্তর পত্নী অর্থে আনী প্রত্যয় হয় এবং ব্রহ্মন্ শব্দের নকারের লোপ হয়। যথা—ব্রহ্মাণী, ভবানী ইত্যাদি।

৫। উপাধ্যায়, ক্ষত্রিয়, আচার্য্য, সূর্য্য প্রভৃতি শব্দের পত্নী প্রভৃতি অর্থে আনী, আপ্ ও ঈপ্ প্রত্যয় হয়। যথা—উপাধ্যায়—উপাধ্যায়ানী, উপধ্যায়া, উপাধ্যায়ী ইত্যাদি।

---

* যে সমস্ত বর্ণ প্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত আইসে, কিন্তু কার্য্যকালে থাকে না, তাহাদিগকে ইৎ কহে।

† দুই-এর অধিক স্বরবিশিষ্ট অঙ্গবাচক শব্দের উত্তর কেবল আপ্ হয়। যথা—মৃগনয়না ইত্যাদি।

৬। নদ, তরুণ, পুত্র, পিতামহ, তট, পট, নট্, কুমার, কিশোর, সুন্দর, পুর প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা—নদ—নদী ইত্যাদি। কিন্তু শোণ, চণ্ড, কৃপণ, কল্যাণ, সহায়, উদার, সাধারণ প্রভৃতি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে আপ্ ও ঈপ্ দুই-ই হয়। যথা—শোন—শোনা, শোনী ইত্যাদি।

৭। অচ্-ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা—প্রাচ্—প্রাচী। বস্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা—বিদ্বস্—বিদুষী।

৮। দাতৃ, কর্ত্তৃ, বিধাতৃ ও ভোক্তৃ প্রভৃতি ঋকারান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা—দাতা—দাত্রী, কর্ত্তা—কর্ত্রী ইত্যাদি।

৯। অৎভাগান্ত, ইন্‌ভাগান্ত ও অন্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা—বুদ্ধিমৎ—বুদ্ধিমতী, স্থায়িন্—স্থায়িনী, রাজন্—রাজ্ঞী।

১০। ঈয়স্ প্রত্যয়ান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ হয়। যথা—গরীয়স্—গরীয়সী, ভূয়স্—ভূয়সী ইত্যাদি।

১১। তনু প্রভৃতি কতিপয় শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে বিকল্পে ঊপ্ হয়। যথা—তনু—তনূ, তনু ইত্যাদি।

বাঙ্গালা স্ত্রী-প্রত্যয়।

১। জাতিবোধক বাঙ্গালা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নী প্রত্যয় হয়। যথা—ধোপা—ধোপানী ইত্যাদি। নী প্রত্যয় করিলে কতকগুলি অকারান্ত শব্দ ইকারান্ত ও কতকগুলি আকারান্ত হসন্ত হয়। যথা—চণ্ডাল—চণ্ডালিনী, সাপ—সাপিনী, ঠাকুর—ঠাকুরাণী, চাকর—চাকরাণী ইত্যাদি।

২। আকারান্ত বাঙ্গালা শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে প্রায় ঈ হয়। যথা—কাকা—কাকী, ভেড়া—ভেড়ী ইত্যাদি।

৩। স্ত্রীলিঙ্গ বুঝাইতে কতকগুলি শব্দের পূর্ব্বে স্ত্রী-বোধক শব্দ যোগ করিতে হয়। যথা—মেদী হাঁস, মেয়ে মানুষ।

নিম্নে কতকগুলি শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ রূপ প্রদর্শিত হইল :—

পুংলিঙ্গ।		স্ত্রীলিঙ্গ।	পুংলিঙ্গ।		স্ত্রীলিঙ্গ।
বালক	...	বালিকা।	প্রেয়ান্	...	প্রেয়সী।
মূষিক	...	মূষিকা।	গুরু	...	গুর্ব্বী।
ত্রিনেত্র	...	ত্রিনেত্রা।	ভয়ঙ্কর	...	ভয়ঙ্করী।
সম্রাজ্	...	সম্রাজ্ঞী।	গুণময়	..	গুণময়ী।
শূদ্র	...	শূদ্রী।	সাধু	...	সাধ্বী।
সৎ	...	সতী।	মৎস্য	...	মৎস্যী।
দেব	...	দেবী।	ময়ূর	...	ময়ূরী।
যুবা	...	যুবতী।	ভগবান্	...	ভগবতী।
শ্বশুর	...	শ্বশ্রূ।	বৃক্ষ	...	লতা।
ইন্দ্র	...	ইন্দ্রাণী।	ছেলে	...	মেয়ে।
ভব	...	ভবানী।	ঘোড়া	...	ঘুড়ী।
হয়	...	হয়ী।	বৈদ্য	...	বৈদ্যানী।
ক্ষত্রিয়...ক্ষত্রিয়া, ক্ষত্রিয়াণী।			মেসো	...	মাসী।
বিশালা...বিশালী, বিশালা।			নাপিত	...	নাপিতী।
সুকেশ...সুকেশী, সুকেশা।			মেছুয়া	...	মেছুনী।
বাপ	...	মা।	পিসে	...	পিসী।
পিতা	...	মাতা।	পুরুষ	...	স্ত্রী।
বাঘ	...	বাঘিনী।	সাহেব	...	বিবি, মেম

পুংলিঙ্গ।		স্ত্রীলিঙ্গ।	পুংলিঙ্গ।		স্ত্রীলিঙ্গ।
দাদা	...	দিদি।	চন্দ্র	...	রোহিণী।
মালী	...	মালিনী।	হিম	...	হিমানী।
মুসলমান	...	মুসলমানী।	অরণ্য	...	অরণ্যানী।
বামন	...	বামনী।	যবন	...	যবনানী।
গোয়ালা	...	গোয়ালিনী।	নর	...	নারী।
বর	...	কন্যা।	মনু	...	মনাবী।
ষাঁড়, বলদ	...	গাই।	পতি	...	পত্নী।
শুক	...	শারী, শারিকা।	ভ্রাতা	..	ভ্রাতৃজায়া।
বৃষ	...	ধেনু।	পাঁটা	...	পাঁটী।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বল :—

কিঙ্কর, গাথক, মাদৃশ, চতুর্দ্দশ, সর্ব্ব, যশস্বী, বুদ্ধিমান্, অর্থকর, শাখী, বক্তা, উপদেষ্টা, বনচর, বরুণ ও বিশালাক্ষ।

নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের পুংলিঙ্গ বল :—

লঘীয়সী, ষোড়শী, ইন্দ্রাণী, জ্ঞানবতী, খেচরী, নায়িকা, যূনী, সাধিকা, লোভবতী, স্থলী, সাধারণী, ব্যাখ্যাত্রী ও ছাগী।

বচন।

১। যদ্দ্বারা শব্দের একত্ব ও বহুত্ব নির্ণীত হয়, তাহাকে বচন বলে। বঙ্গভাষায় মাত্র দুইটি বচন প্রচলিত,—একবচন ও

বহুবচন। একবচন দ্বারা একটি বস্তু ও বহুবচন দ্বারা একাধিক বস্তু বুঝায়। যথা—লোক বলিলে একটি লোককে বুঝায়, আর লোকেরা বলিলে একাধিক বুঝায়।

২। একবচনে শব্দের উত্তর কোন বিভক্তির চিহ্ন থাকে না; কিন্তু শব্দবিশেষে টি বা টা যুক্ত হইলে একবচন বুঝিতে হইবে। বহুবচনের চিহ্ন—রা, গণ, গুলা, সকল, সমূহ, দিগ, প্রভৃতি, এরা ইত্যাদি। সংখ্যাবাচক শব্দে সকল বচনেই টি কিংবা টা যুক্ত হইয়া থাকে। যথা—একটি, দুইটি, চারিটা ইত্যাদি। টি ও টা দ্বারা যথাক্রমে আদর ও অনাদর অর্থ বুঝাইয়া থাকে।

৩। 'রা' এই বহুত্ববোধক শব্দটি প্রায়ই প্রাণিবাচক পদার্থে প্রযুক্ত হয়। সমূহ, সকল, রাশি ইত্যাদি অপ্রাণিবাচক পদার্থের বহুত্ব বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়। 'এরা' এই বহুবচনবোধক শব্দটি অকারান্ত ও কতকগুলি হসন্ত শব্দের উত্তর ব্যবহৃত হয়। যথা—মনুষ্যেরা, ধনবানেরা।

৪। যদি জাতি বুঝায়, তাহা হইলে বহুবচনবোধক শব্দ যোগ না করিলেও বহুবচন বুঝাইবে। যথা—এ গ্রামের লোক ধনবান্; বটবৃক্ষ বড় উচ্চ হইয়া থাকে। এই দুই স্থলে গ্রামের লোকেরা ও বটবৃক্ষ সকল এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে।

৫। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে বিশেষ্যের উত্তর আর বহুত্ববোধক শব্দের প্রয়োগ করিতে হয় না। যথা—পঞ্চাশ জন লোকেরা; এরূপ প্রয়োগ হয় না।

পুরুষ।

১। যে সমস্ত পদে কারক থাকে, তাহাদের নাম পুরুষ। পুরুষ তিন প্রকার;—উত্তম, মধ্যম ও প্রথম। আমি—উত্তম পুরুষ। তুমি—মধ্যম পুরুষ। আমি ও তুমি ভিন্ন সমস্তই প্রথম পুরুষ।

২। যদি উত্তম পুরুষ নিকৃষ্ট ও মধ্যম পুরুষ সম্ভ্রান্তরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে 'আমি' এই পদের স্থানে অধীন, গোলাম, দাস এবং 'তুমি' এই পদের স্থানে আপনি, মহাশয়, হুজুর প্রভৃতি পদ ব্যবহৃত হয় এবং উহারা প্রথম পুরুষ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

বিভক্তি।

১। যদ্দ্বারা সংখ্যা, কারক, পুরুষ ও কালের সূচনা হয়, তাহাকে বিভক্তি কহে। বিভক্তি দ্বিবিধ;—শব্দ বিভক্তি ও ক্রিয়া বিভক্তি। এস্থলে শব্দ বিভক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে।

২। শব্দ বিভক্তি সাত প্রকার। যথা—প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী।

বিভক্তির আকৃতি।

প্রথমা	...	০
দ্বিতীয়া	...	কে, রে, য়।
তৃতীয়া	...	দ্বারা, দিয়া, কর্তৃক।
চতুর্থী	....	কে।

পঞ্চমী	...	হইতে, থেকে।
ষষ্ঠী	...	র।
সপ্তমী	...	তে, এ, য়।

৩। বঙ্গভাষায় বচনভেদে বিভক্তির ভেদ হয় না। শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না বলিয়া ঐ স্থলে শূন্য দেওয়া হইল। একবচনেও যে বিভক্তি, বহুবচনেও সেই বিভক্তি। এই জন্য বহুবচনের স্বতন্ত্র রূপ প্রদর্শিত হইল না। যে কোন শব্দেরই রূপ করা আবশ্যক; শব্দের উত্তর উল্লিখিত বিভক্তিগুলি যোগ করিলে সেই শব্দের রূপ নির্ণীত হইবে। এই জন্য অনাবশ্যক বোধে কোন শব্দবিশেষের স্বতন্ত্র রূপ প্রদর্শিত হইল না। তবে অকারান্ত ও হসন্ত শব্দের উত্তর র ও ত বিভক্তি যোগ করিলে উহারা একারান্ত হয় এবং একার পরে থাকিলে অকারান্ত শব্দের অকারের লোপ হয়। যথা—মানব+র= মানবের; বৃক্ষ+তে=বৃক্ষেতে; নর+এ=নরে।

কারক।

১। ক্রিয়ার সহিত যাহার অন্বয় হয়, তাহাকে কারক বলে; সুতরাং ক্রিয়াহীন পদের কিংবা পদসমষ্টির কোন কারক নাই। 'গোপাল' এই শব্দটির উত্তর কোন ক্রিয়া না থাকায়, ইহার কারক নাই।

২। কারক ছয় প্রকার;—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

৩। ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় না বলিয়া সম্বোধন পদ কারক নহে।

কর্ত্তা।

১। যে ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাহাকে কর্ত্তা বলে। যথা—রাম পড়িতেছে। এস্থলে 'পড়া' ক্রিয়াটি রাম সম্পন্ন করিতেছে বলিয়া রাম কর্ত্তা। যদিও 'বৃক্ষ পড়িতেছে' এই বাক্যটির মধ্যে বৃক্ষের 'পড়া' ক্রিয়াটি অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা সাধিত হইতেছে, তথাপি লোকদৃষ্টিতে 'পড়া' ক্রিয়াটি যেন বৃক্ষই সম্পন্ন করিতেছে, এরূপ বোধ হওয়ায়, ইহা কর্ত্তা বলিয়া গণ্য হইল।

২। কর্ত্তৃবাচ্য-প্রয়োগে কর্ত্তায় প্রথমা বিভক্তি হয়; কিন্তু প্রথমা বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা—হরি যাইতেছে। এস্থলে 'হরি' এই পদটিতে প্রথমা বিভক্তির কোন চিহ্ন না থাকিলেও প্রথমা বুঝিতে হইবে।

৩। প্রথমা ভিন্ন আর যে যে স্থলে কর্ত্তৃকারকে অন্যান্য বিভক্তি প্রযুক্ত হয়, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

স্থল।	বিভক্তি।	উদাহরণ।
ক্রিয়া দ্বারা নিত্যতা বা সম্ভাবনা বুঝাইলে—	সপ্তমী	লোকে বলে।
যদি হওয়া ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বে তে যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে—	দ্বিতীয়া বা ষষ্ঠী	তাহাকে বা তাহার যাইতে হইবে।
যদি না পূর্ব্বক লে যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার পর 'নয়' এই সমাপিকা ক্রিয়া থাকে—		গোপালকে বা গোপালের না গেলে নয়।

স্থল।	বিভক্তি।	উদাহরণ।
ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যে—	ষষ্ঠী	তাহার যাওয়া হইবে না।
যখন কর্ম্মপদ কর্ত্তৃপদের অন্তর্ভূক্ত থাকে, তখন—	দ্বিতীয়া	তাঁহাকে কৃশ দেখাইতেছে। এস্থলে তিনি আপনাকে কৃশ দেখাইতেছেন, এরূপ অর্থ বুঝাইবে; সুতরাং এ স্থলে 'আপনাকে' এই কর্ম্মপদটি 'তাঁহাকে' এই কর্ত্তৃপদটির অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে।
কর্ম্মবাচ্যের ত, তব্য প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে—	ষষ্ঠী বা তৃতীয়া	তাহার বা তাহা কর্ত্তৃক কৃত।
উভয় প্রভৃতি শব্দের অপ্রয়োগে পরস্পর এক জাতীয় ক্রিয়াকরণ স্থলে—	সপ্তমী	স্বামী-স্ত্রীতে কলহ করিতেছে।

কর্ম্ম।

১। যে বস্তু অবলম্বন করিয়া ক্রিয়াটি সাধিত হয়, তাহার নাম কর্ম্ম। যথা—তিনি চন্দ্র দেখিতেছেন। এস্থলে 'দেখা' এই

ক্রিয়াটি 'চন্দ্র'কে অবলম্বন করিয়া সাধিত হইতেছে বলিয়া 'চন্দ্র' কর্ম্মকারক।

২। কর্তৃবাচ্য-প্রয়োগে কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—তিনি তাহাকে ডাকিতেছেন। এস্থলে 'তাহাকে' কর্ম্মকারক; কিন্তু প্রাণিবাচক শব্দ কর্ম্ম হইলে বিকল্পে ও অপ্রাণিবাচক শব্দ কর্ম্ম হইলে প্রায়ই দ্বিতীয়া বিভক্তির লোপ হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—তিনি সর্প বা সর্পকে দেখিয়া ভয় পান; আমি পুস্তক পড়িতেছি। এস্থলে 'পুস্তককে পড়িতেছি' এরূপ প্রয়োগ হয় না।

৩। জিজ্ঞাসা প্রভৃতি কতকগুলি ক্রিয়ার ও সকর্ম্মক ধাতু ণিজন্ত হইলে তাহাদের দুইটি কর্ম্ম থাকে। এই দুইটি কর্ম্মের নাম—মুখ্য ও গৌণ। গৌণকর্ম্মে বিভক্তি থাকে; কিন্তু মুখ্যকর্ম্মে কোন বিভক্তি থাকে না। যথা—তিনি তোমাকে চারিটি পয়সা দিবেন। এস্থলে 'তোমাকে' গৌণকর্ম্ম ও 'পয়সা' মুখ্যকর্ম্ম। ণিজন্ত স্থলে উদাহরণ যথা—আমি শ্যামকে একটি পাখী দেখাইব।

৪। কর্ম্মের বিধেয়কেও কর্ম্মকারকরূপে গণ্য করিতে হইবে। যথা—শিক্ষককে দেবতা জ্ঞান করিবে। এস্থলে কর্ম্মের বিধেয় দেবতা; সুতরাং ইহাও কর্ম্মকারক বলিয়া পরিগণিত হইবে; কিন্তু ইহাতে বিভক্তি থাকিবে না।

৫। যদি কোন বাক্যে একটি সকর্ম্মক সমাপিকা ও একটি অসমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে যাহা অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা, তাহা সকর্ম্মক সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইবে। যথা—আমি তাহাকে নাচিতে বলিয়াছি। এস্থলে 'তাহাকে' এই পদটি 'নাচিতে' এই অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা ও

'বলিয়াছি' এই সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্ম; সুতরাং ইহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইল।

৬। কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া ভি আর যে যে স্থলে যে যে বিভক্তি হয়, উদাহরণসহ তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

স্থল।	বিভক্তি।	উদাহরণ।
বিশেষ্য-ভাবাপন্ন ক্রিয়ার কর্ম্মে—	ষষ্ঠী	বন্ধুর দর্শন।
তৃ, অক প্রভৃতি প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদের কর্ম্মে—	”	রাজা প্রজাগণের নিয়ন্তা, রক্ষক ও পালক।
বিশেষ্য-ভাবাপন্ন ক্রিয়ার কর্ম্মে—	”	তাহার ধর্ম্ম আলোচনা হইল না।
চলিত-ভাষায় কোন কোন সমাপিকা ক্রিয়ার ক্রিয়া-বাচক কর্ম্মে—	”	রামকে এমন মার মারিয়াছে।

করণ।

১। ক্রিয়া নির্ব্বাহের যাহা উপায়স্বরূপ, তাহার নাম করণ। যথা—তিনি কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছেন। এস্থলে 'ছেদন করিতেছেন' এই ক্রিয়া সাধনের উপায় কুঠার; সুতরাং ইহা করণ কারক হইল।

২। করণ কারকে সাধারণতঃ তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—তিনি যষ্টি দ্বারা প্রহার করিতেছেন। দ্বারা, দিয়া প্রভৃতি তৃতীয়া বিভক্তির জ্ঞাপক; কিন্তু ইহাদের যোগে কোন কোন সময়

শব্দের পর 'র' ও 'কে' যুক্ত হয়। যথা—আমার দ্বারা এ কার্য্য হইবে না; শ্যামকে দিয়া তোমার অপমান করাইব ইত্যাদি।

৩। কখন কখন করণ কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—শ্যাম হইতে কি হয়, অর্থাৎ শ্যাম দ্বারা কি হয়।

৪। ক্রীড়ার্থ ধাতুর যোগে ক্রীড়ার উপকরণ করণ কারকে কোন বিভক্তি থাকে না। যথা—তিনি তাস খেলিতেছেন।

সম্প্রদান।

১। স্বত্ব ত্যাগ করিয়া যাহাকে কোন বস্তু দান করা যায়, তাহাকে সম্প্রদান কহে। সম্প্রদান কারকে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—ক্ষুধিতকে অন্ন দান কর; কিন্তু স্বত্ব ত্যাগ না করিলে সম্প্রদান কারক হইবে না। * যথা—রজককে বস্ত্র দেও।

অপাদান।

১। যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তি চলিত, ভীত, গৃহীত, উৎপন্ন, পরাজিত, বিরত, অন্তর্হিত, রক্ষিত ও নিবারিত হয়, তাহাকে অপাদান কারক কহে। অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় ইত্যাদি।

---

* বাঙ্গালা ব্যাকরণে, কর্ম্ম ও সম্প্রদান কারকে একই বিভক্তি বলিয়া কেহ কেহ সম্প্রদান কারকের প্রযোগ স্বীকার করেন না; কিন্তু যখন 'ক্ষুধিতকে অন্ন দাও' ও 'রজককে বস্ত্র দেও' এই বাক্যদ্বয়ে অর্থগত পার্থক্য আছে ও দানীয় প্রভৃতি শব্দগুলি সম্প্রদানবাচ্যে সাধিত হইয়াছে, তখন এই ব্যাকরণে সম্প্রদান কারক প্রদর্শিত হইল।

অধিকরণ।

১। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ বলে। অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—তিনি আলয়ে যাইতেছেন।

২। অধিকরণ ত্রিবিধ। যথা—কালাধিকরণ, ভাবাধিকরণ ও আধারাধিকরণ। যে কালে ক্রিয়াটি নিষ্পন্ন হয়, তাহাকে কালাধিকরণ, লে সংযুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তা উহ্য থাকিলে ভাবাধিকরণ ও যে স্থানে কার্য্যটি ঘটে, তাহাকে আধারাধিকরণ বলে। ক্রমিক উদাহরণ যথা—প্রভাতে সূর্য্য উদিত হয়; সূর্য্যোদয়ে পৃথিবী আলোকিত হয়; অর্থাৎ সূর্য্য উদয় হইলে ইত্যাদি; মেঘে জল নাই।

৩। আধারাধিকরণ চতুর্ব্বিধ। যথা—সামীপ্য, একদেশ, বিষয় ও ব্যাপ্তি। ক্রমিক উদাহরণ যথা—গঙ্গায় ঘোষ বাস করে= গঙ্গার সমীপে ইত্যাদি; বনে ব্যাঘ্র বাস করে=বনের একদেশে ইত্যাদি; তাহার ধনে স্পৃহা নাই=তাহার ধনবিষয়ে ইত্যাদি; তিলে তৈল আছে=তিলের সকল শরীর ব্যাপিয়া ইত্যাদি।

৪। দিন, দিবস প্রভৃতি সময়বাচক এবং বাটী প্রভৃতি স্থান-বাচক অধিকরণের উত্তর প্রায় বিভক্তি থাকে না। যথা—পূর্ব্ব-দিন আমি তাহাকে দেখিয়াছি; সে বাটী গিয়াছে। এই দুই স্থলে বিভক্তি দিলে শ্রুতিকটু-দোষ হয়।

বিভক্তি প্রয়োগের বিশেষ বিধি।

১। ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় না বলিয়া সম্বোধন কারক নহে। সম্বোধনে প্রথমা বিভক্তি হয়।

২। বাঙ্গালা ভাষায় সচরাচর কথোপকথনে সম্বোধনের প্রয়োগে কোন বিশেষ নিয়ম দৃষ্ট হয় না। তবে সাধুভাষা প্রয়োগে কতক নিয়ম রক্ষিত হয়। নিম্নে কয়েকটি নিয়ম প্রদত্ত হইল ঃ—

শব্দ।	সম্বোধনের পদ।	নিয়ম।
নর	নর	অকারান্ত শব্দের কোন পরিবর্ত্তন নাই।
দেবতা	দেবতে	আকারান্ত শব্দের আকার স্থানে একার হয়।
মুনি	মুনে	ইকারান্ত „ ইকার „ „ „
নদী	নদি	ঈকারান্ত „ ঈকার „ ই „
মধু	মধো	উকারান্ত „ উকার „ ও „
বধূ	বধু	ঊকারান্ত „ ঊকার „ উ „
ভ্রাতৃ	ভ্রাতঃ	ঋকারান্ত „ ঋকার „ অস্ „
বুদ্ধিমৎ	বুদ্ধিমন্	মৎভাগান্ত „ মৎ „ মন্ „
বিদ্বস্	বিদ্বন্	বস্ ভাগান্ত „ বস্ „ বন্ „

৩। সম্বোধনের বহুবচন কর্ত্তৃকারকের বহুবচনের অনুরূপ। যথা—হে শিশুরা।

৪। হে, ভো, অয়ি, অরে প্রভৃতি সম্বোধনবোধক পদগুলি প্রায়ই সম্বোধনের পূর্ব্বে বসে। যথা—রে বালক ইত্যাদি।

৫। বিনা-অর্থবাচক শব্দের যোগে কোন স্থলে সপ্তমী বিভক্তি ও কোন স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—বিনা যত্নে বিদ্যালাভ কোথা হয় কার; যত্ন বিনা কোন কার্য্য সিদ্ধ হয় না।

৬। ক্রিয়ার বিশেষণে কোন কোন স্থলে সপ্তমী বিভক্তি ও কোন কোন স্থলে বিভক্তির লোপ হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—তিনি সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিলেন; সে শীঘ্র যাইতেছে।

৭। ধিক্ শব্দের যোগে কোন স্থলে দ্বিতীয়া ও কোন স্থলে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—তোমাকে ধিক্; তাহার জীবনে ধিক্।

৮। ব্যাপ্তি অর্থ বুঝাইলে বিভক্তির কোন চিহ্ন থাকে না। যথা—আমি দুই ঘণ্টা তোমাকে অনুসন্ধান করিয়াছি।

৯। অকর্ম্মক ধাতুর প্রয়োগে পরিমাণবাচক ও পথবাচক শব্দের কোন বিভক্তি থাকে না। যথা—তিনি দুই ক্রোশ যান; সে দিবারাত্র পরিশ্রম করে; আমি অনেক পথ হাঁটিয়াছি।

১০। বিশিষ্ট অর্থে নাম প্রভৃতি শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা—দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন।

১১। নির্দ্ধারে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—স্বর্গ হইতে মাতা শ্রেষ্ঠ; কবির মধ্যে কালিদাস শ্রেষ্ঠ। অপেক্ষা শব্দের যোগে কোন কোন স্থলে নির্দ্ধারে ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয়। যথা—ধন অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ্ঠ।

১২। হেতু, নিমিত্ত, জন্য, কারণ, প্রযুক্ত, বশতঃ, তরে প্রভৃতি হেতু পদের যোগে কোন কোন স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—আমার জন্য ইহা কর ইত্যাদি।

১৩। নমস্ শব্দের যোগে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা—তাঁহাকে নমস্কার। কোন কোন স্থলে সপ্তমী হয়। যথা—তাহার খুরে দণ্ডবৎ।

১৪। বসিয়া, উঠিলে, চড়িয়া প্রভৃতি অসমাপিকা ক্রিয়া

লোপ হইলে উহার অধিকরণে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—গাছ হইতে দেখিলাম=গাছে চড়িয়া দেখিলাম ইত্যাদি।

১৫। নিকট, দূর এবং ক্রোশাদি পরিমাণবাচক শব্দের যোগে প্রথম সীমাবাচক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা—দিল্লী হইতে মান্দ্রাজ অনেক দূর ইত্যাদি।

১৬। যে বিশেষ্য পদের সহিত অন্য পদ সম্বদ্ধ হয়, তাহাকে সম্বন্ধ পদ বলে। ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হয় না বলিয়া উহা কারক নহে। সম্বন্ধ ছয় প্রকার। যথা—স্বত্ব-স্বামিত্ব, জন্য-জনকত্ব, বিশিষ্ট-বৈশিষ্ট, আধারাধেয় ভাব, কার্য্যকারণ ও অবয়াবয়িত্ব। ক্রমিক উদাহরণ যথা—রামের পুস্তক, এস্থলে 'রাম' স্বামী ও 'পুস্তক' স্বত্ব; গোপালের পুত্র, এ স্থলে 'গোপাল' জনক ও 'পুত্র' জন্য; গুণের ভাই, এস্থলে 'গুণের' বিশিষ্ট ও 'ভাই' বৈশিষ্ট; দোয়াতের কালী, এস্থলে 'দোয়াতের' আধার ও 'কালী' আধেয়; কাঠের নৌকা, এস্থলে 'কাঠের' কার্য্য ও 'নৌকা' কারণ; বৃক্ষের পত্র, এস্থলে 'বৃক্ষের' 'অবয়ব' ও 'পত্র' অবয়াবিত্ব।

১৭। সহার্থ, তুল্যার্থ, সঙ্গ, সমভিব্যাহারে, প্রতি, নিকট, মধ্য, সাক্ষী, দিগ্বাচক শব্দ ও পূরণার্থে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—তোমার সহ; গোপালের তুল্য; সাধুর সঙ্গ; তাহার সমভিব্যাহারে; দরিদ্রের প্রতি; তোমার নিকট; তাহাদের মধ্যে; ইহার সাক্ষী; কাশীর উত্তর; পাঁচের ভাগ অর্থাৎ পঞ্চতম ভাগ।

১৮। দুইটি বিশেষ্যের অভেদ কল্পনা হইলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—ধর্ম্মের জ্যোতি; এস্থলে ধর্ম্ম ও জ্যোতি অভেদরূপে কল্পিত হইয়াছে।

১৯। অসমাপিকা ক্রিয়ার যোগে সপ্তমী এবং নিমিত্তার্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী দুই-ই হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—হাতে করিয়া দিলেন; রন্ধনের কাষ্ঠ; তাহার অনুসন্ধানে যাও।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

১। প্রত্যেক কারকের উদাহরণসহ লক্ষণ লিখ। যে যে স্থলে পঞ্চমী ও ষষ্ঠী বিভক্তি হয়, উদাহরণসহ তাহা দেখাইয়া দাও।

২। নিম্নলিখিত বাক্য কয়েকটির মধ্যে নিম্নরেখ স্থলের কারক নির্ণয় কর :—

তিনি বৃদ্ধ হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাকে যুবা দেখায়। অযোধ্যায় রামের প্রত্যাগমনে সকলের সন্তোষ জন্মিয়াছে। শ্যামকে মনে পড়ে না। বিদ্যাহীন নর মনুষ্যের অধম। তিনি ভয়ে কাঁপিতেছেন। তোমাকে এক ঘণ্টা অনুসন্ধান করিয়াছি।

৩। বিনা যোগে নিমিত্তার্থে ও নির্দ্ধারে যে বিভক্তি হয়, উদাহরণসহ উল্লেখ কর।

৪। কর্ত্তৃকারকে সপ্তমী বিভক্তি হইয়াছে, এইরূপ তিনটি উদাহরণ দাও।

(খ)—বিশেষণ।

১। যদ্দ্বারা কোন ব্যক্তির বা পদার্থের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ পায়, তাহার নাম বিশেষণ। যথা—দয়ালু মানব; শুভ্র বস্ত্র; এই দুই স্থলে 'দয়ালু' ও 'শুভ্র' বিশেষণ। বিশেষণ তিন প্রকার;—বিশেষ্যের বিশেষণ, বিশেষণের বিশেষণ ও ক্রিয়ার বিশেষণ।

২। যে পদ দ্বারা বিশেষ্যের গুণ প্রকাশ পায়, তাহার নাম বিশেষ্যের বিশেষণ। যথা—ভয়ানক সর্প। এস্থলে 'ভয়ানক' বিশেষ্যের বিশেষণ।

৩। যে পদ দ্বারা বিশেষণের অবস্থাদি ব্যক্ত হয়, তাহার নাম বিশেষণের বিশেষণ। যথা—অতিশয় শীতল জল। এস্থলে 'অতিশয়' শীতল এই বিশেষণের বিশেষণ।

৪। যে পদের দ্বারা ক্রিয়ার গুণ প্রকাশ পায়, তাহাকে ক্রিয়ার বিশেষণ কহে। যথা—আমি তোমাকে ভালরূপ চিনিতে পারি নাই। এস্থলে 'ভালরূপ' ক্রিয়ার বিশেষণ।

৫। বাক্যমধ্যে বিধেয় থাকিলে তাহা বিধেয়-বিশেষণ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যথা—তুমি বংশের প্রদীপ। এস্থলে 'প্রদীপ' বিধেয়-বিশেষণ।

৬। কোন কোন স্থলে বিশেষ্যের উল্লেখ না থাকিলে বিশেষণই বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হয়। যথা—ধার্ম্মিকরাই সুখী। এস্থলে 'ধার্ম্মিকরাই' বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হইয়াছে।

৭। উদয়, বৃদ্ধি, ভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ্য বিশেষণের মত ব্যবহৃত হয়। যথা—চন্দ্র উদয় হইতেছে; ব্যারাম বৃদ্ধি হইতেছে; যাত্রা ভঙ্গ হইয়াছে।

৮। বিশেষ্যের মত বিশেষণের লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও কারক নাই; কিন্তু বিশেষণ বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হইলে; উহার লিঙ্গাদি সকলই থাকে। যথা—বিদ্বানের রীতি; অধার্ম্মিককে বিশ্বাস করিও না।

৯। আনন্দে, নির্ভয়ে, কৃপাপূর্ব্বক, আস্তে আস্তে, ধীরে ধীরে, ক্রমশঃ, সমভিব্যাহারে প্রভৃতি পদগুলি ক্রিয়া-বিশেষণ।

১০। বিশেষ্যের বিশেষণ তিন প্রকার। যথা—গুণবাচক, সংখ্যাবাচক ও অবস্থাবাচক। ক্রমিক উদাহরণ। যথা—দয়ালু মানব ; দুইটি ঘোড়া ; মন্দ সময়।

১১। ক্রিয়া-বিশেষণ চারি প্রকার। যথা—কালবাচক—ইতঃপূর্ব্বে, অধুনা, প্রত্যহ, দৈবাৎ, সর্ব্বদা ইত্যাদি। স্থান-বাচক—তথায়, এখানে, সম্মুখে ইত্যাদি। প্রকারবাচক—এই-রূপে, বিনয়পূর্ব্বক ইত্যাদি। অবধারণবাচক—বাস্তবিক, নিশ্চয়ই, বস্তুতঃ ইত্যাদি।

১২। লিঙ্গভেদে বিশেষণপদের পরিবর্ত্তন হয়। যথা—পুংলিঙ্গে—সুশীল, স্ত্রীলিঙ্গে—সুশীলা ; কিন্তু শ্রুতিকটু-দোষ সম্ভাবনা থাকিলে অনেক স্থলে বিশেষণের লিঙ্গ পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—দ্রৌপদী পতি-ব্যসনে অত্যন্ত কাতর হইলেন। এস্থলে 'কাতরা' প্রয়োগ করিলে শ্রুতি-কটু-দোষ হয়। যদিও কোন কোন স্থলে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পুংলিঙ্গ হয়, কিন্তু কখনও পুংলিঙ্গের বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ হয় না। 'শস্যশালিনী বঙ্গদেশ' এরূপ প্রয়োগ হয় না।

১৩। বিশেষণপদ সাধারণতঃ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে, কিন্তু অনেক স্থলে পরেও বসিয়া থাকে। যথা—রাম অতিশয় ধার্ম্মিক।

১৪। বিশেষণপদে সর্ব্বদা প্রথমার একবচন থাকে। 'সুশী-লেরা বালকেরা', 'সুশীলকে বালককে' এরূপ প্রয়োগ হয় না।

১৫। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি ক্রিয়াবাচক শব্দ বিশেষ্য ও বিশেষণ উভয়ই হয়। বিশেষ্য যথা—ভাত রান্ধা ; মাছ ধরা ; কাপড় পরা। বিশেষণ যথা—রান্ধা ভাত, ধরা মাছ, পরা কাপড়।

১৬। মৎ, বৎ, শালী, ল, শ, ষ্য, ষ্ণিক্‌, ইন্‌, বিন্‌, প্রভৃতি

তদ্ধিত প্রত্যয়যোগে বিশেষ্যপদ বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা—বুদ্ধি—বুদ্ধিমান্ ইত্যাদি।

১৭। ভাব ভিন্ন অন্য বাচ্যে তৃন্, অন্, ক্ত, ক্তবতু, তব্য, অনীয়, য, শতৃ, আলু, ণিন্ প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয়যোগে ধাতু হইতে বিশেষণ শব্দ গঠিত হয়। যথা—দা—দাতা ; ভী—ভীষণ ; গম্—গত ইত্যাদি।

১৮। ষ্ণ, ষ্ণি, ইমন্, তা ও ত্ব প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগে বিশেষণপদ বিশেষ্যে পরিণত হয়। যথা—লঘু—লাঘব, সাধু—সাধুতা ইত্যাদি।

১৯। অনট্, অল্, ঘঞ্, ক্তি প্রভৃতি কৃৎ প্রত্যয়যোগে ধাতু হইতে বিশেষ্যপদ রচিত হয়। যথা—গম্—গমন ; ভী—ভয় ইত্যাদি।

২০। ছাত্রগণের সুবিধার জন্য কয়েকটি বিশেষ্যপদ হইতে নিষ্পন্ন বিশেষণ পদ প্রদত্ত হইল :—

বিশেষ্য।		বিশেষণ।	বিশেষ্য।		বিশেষণ।
পশু	...	পাশব।	পুরাণ	...	পৌরাণিক।
অহঙ্কার	...	অহঙ্কৃত।	সন্ধ্যা	...	সান্ধ্য।
ধর্ম্ম	...	ধার্ম্মিক।	বল	...	বলবান্।
আশ্বাস	...	আশ্বস্ত।	নীতি	...	নীত।
প্রসব	...	প্রসূত।	সাহস	...	সাহসী।
গমন	...	গত।	নিষেধ	·	নিষিদ্ধ।
বিস্তার	...	বিস্তীর্ণ।	বিপর্য্যয়	...	বিপরীত।
দেশ	...	দেশীয়।	ইতিহাস	...	ঐতিহাসিক
পৃথিবী	...	পার্থিব।	বিয়োগ	...	বিযুক্ত।

বিশেষ্য।		বিশেষণ।	বিশেষ্য।		বিশেষণ।
সময়	...	সাময়িক।	স্ব	...	স্বীয়।
অনুরাগ	...	অনুরক্ত।	প্রথম	...	প্রাথমিক।
সুখ	...	সুখী।	সম্মিলন	...	সম্মিলিত।
বিদ্যা	...	বিদ্বান্।	অবস্থান	...	অবস্থিত।
বিধান	...	বিধেয়।	হরণ	...	হৃত।
জ্ঞান	...	জ্ঞানী।	স্থান	...	স্থানীয়।
রচনা	...	রচিত।	অনুমান	...	অনুমেয়।
নয়ন	...	নীত।	পোষণ	...	পুষ্ট।
রস	...	রসিক।	বঞ্চনা	...	বঞ্চিত।
ভয়	...	ভয়ানক।	শোক	...	শোচনীয়।
পান	...	পানীয়।	পরিশ্রম	...	পরিশ্রান্ত।
দয়া	...	দয়ালু।	স্নান	...	স্নাত।
পিতা	...	পৈত্রিক।	স্নেহ	...	স্নিগ্ধ।
মধু	...	মধুর।	লাভ	...	লব্ধ।
মৃত্যু	...	মৃত।	ঈশ্বর	...	ঐশ্বরিক।
বিস্ময়	...	বিস্মিত।	অগ্নি	...	আগ্নেয়।
প্রেরণ	...	প্রেরিত।	যুবা	...	যৌবন।
দেহ	...	দৈহিক।	লোম	...	লোমশ।
পরাজয়	...	পরাজিত।	দিন	...	দৈনিক।

'২১। বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বিশেষণ প্রয়োগে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। অনুচিত বিশেষণ প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য নহে। শস্য-শ্যামল-বারিধি এরূপ প্রয়োগ অযৌক্তিক।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

১। নিম্নলিখিত পদগুলির মধ্যে কোন্‌টি বিশেষ্য ও কোন্‌টি বিশেষণ নির্ণয় কর :—

যৌক্তিক, প্রলয়, হাস্য, বিলম্ব, জলজ, দরিদ্র, ধনশালী, নির্ম্মম, স্বাস্থ্য, লঘুত্ব, পটু, কোমল, কমল, নিত্য, প্রাচীন, বাঙ্গালী, সান্ধ্য।

২। বামদিকস্থ বিশেষণগুলি দক্ষিণদিকস্থ বিশেষ্যের সহিত যথাযোগ্যভাবে যোজনা কর।

বিশেষ্য।	বিশেষণ।
ভয়ানক, কমনীয়, আজানু-লম্বিত, শস্য-শ্যামল, দুরারোহ, শিশির-সিক্ত, খনিজ, বিস্তীর্ণ, ঐতিহাসিক, স্নেহময়ী, সাগর-সঙ্গতা, মূল্যবান্, সুললিত, বলবতী, প্রাত্যাহিক, পৌরাণিক, দৈনিক, প্রগাঢ়, ভৈরব, নৈশ।	তৃণ, জননী, বিবরণ, পর্ব্বত, সঙ্গীত, পিপাসা, সংবাদপত্র, পরিশ্রম, পাণ্ডিত্য, কান্তি, ভোজন, নদী, পদার্থ, প্রান্তর, রব, বাহু, বৃত্তান্ত, শকট, দৃশ্য, ভোজন।

৩। পৃথিবী, বারিধি, কান্তি, বালক, নদী—এই পাঁচটি বিশেষ্যের প্রত্যেকটির ছয়টি করিয়া উপযুক্ত বিশেষণের উল্লেখ কর।

(গ)—সর্ব্বনাম।

১। সকল নামের পরিবর্ত্তে যে পদের প্রয়োগ হয়, তাহাকে সর্ব্বনাম বলে। যথা—রাম পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, তিনি

কদাচ পর-পীড়ন করিতেন না। এস্থলে 'তিনি' এই পদটি 'রাম' এই নামটির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া ইহা সর্ব্বনাম।

২। বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নলিখিত কয়েকটি সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা—সর্ব্ব, বিশ্ব, পর, উভয়, এক, একতর, উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, অন্য, ভবৎ, অন্যতর, ইতর, অপর, অস্মদ্, যুষ্মদ্, যদ্, তদ্, এতৎ, ইদম্, অদস্, কিম্। এই কয়টির মধ্যে শেষোক্ত আটটির বিভক্তি যোগে ভিন্ন রূপ হয়। নিম্নে উহাদের রূপ প্রদর্শিত হইল :—

প্রথমা বিভক্তিতে—			অন্যান্য বিভক্তিতে—	
শব্দ।	সম্ভ্রমার্থে।	তুচ্ছার্থে।	সম্ভ্রমার্থে।	তুচ্ছার্থে।
অস্মদ্ ...	আমি ...	মুই।	আমা ...	মো।
যুষ্মদ্ ...	তুমি ...	তুই।	তোমা ...	তো।
যদ্ ...	যাহা, যিনি ...	যে।	যাহা ...	যা।
তদ্ ...	তাহা, তা, তিনি ...	সে।	তাহা ...	তা।
এতদ্, ইদম্ ...	এই, ইনি ...	এ।	ইহা ..	এ।
অদস্ ...	ঐ, উহা, উনি ...	ও।	উহা ...	ও।
কিম্ ...	কে, কা ...	কে, কি।	কাহা ...	কা।

'অন্যান্য বিভক্তিতে' শীর্ষক সারিতে যে যে পদগুলি প্রদত্ত হইল, উহাদের উত্তর বিভক্তি যোগ করিলেই সমস্ত রূপ পাওয়া যাইবে।

৩। অনেক সর্ব্বনাম কখন বিশেষ্য এবং কখন বিশেষণ হইয়া থাকে। বিশেষ্য যথা—তিনি বড় দয়ালু; এস্থলে 'তিনি' বিশেষ্য। সে লোক অতি ধূর্ত্ত। এস্থলে 'সে' বিশেষণ।

৪। যাহার পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম বসে, তাহার যে লিঙ্গ, যে

বচন, সর্ব্বনাম পদেরও সেই লিঙ্গ, সেই বচন হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—বিক্রমাদিত্য অতি গুণগ্রাহী ছিলেন; কারণ, তিনি, নিজে গুণবান্ ছিলেন। তৈমুরলঙ্গ অতি পাপিষ্ঠ; কারণ, সে সর্ব্বদা নরহত্যায় লিপ্ত থাকিত।

৫। সর্ব্বনাম পদের লিঙ্গগত আকারভেদ হয় না। সিংহগণ অতি বলিষ্ঠ, তাহারা কোনও প্রাণীকে ভয় করে না। সিংহীরা সিংহ অপেক্ষা অতি ভীষণ, তাহারা ক্রুদ্ধ হইলে কাহাকেও ছাড়ে না। এই দুই স্থলে একই সর্ব্বনাম 'তাহারা' 'সিংহগণ ও সিংহীরা' এই দুই পদের পরিবর্ত্তেই বসিয়াছে।

৬। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে যে যে সর্ব্বনামের উল্লেখ করা হইল, উহাদিগকে চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—(১) ব্যক্তিবাচক সর্ব্বনাম (অস্মদ ও যুষ্মদ্ শব্দের সমস্ত বিভক্তির পদগুলি); (২) নির্দ্দেশসূচক সর্ব্বনাম (তিনি, সে, তাহা, ইনি, এ, ইহা, উনি, ও, উহা); (৩) সম্বন্ধীয় সর্ব্বনাম (যিনি, যে, যাহা, যা, তিনি, সে, তাহা, তা ইত্যাদি); (৪) প্রশ্নবোধক সর্ব্বনাম (কে, কি, কোন্ ইত্যাদি)।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

১। কি জন্য সর্ব্বনাম ব্যবহৃত হয়? সর্ব্বনামের লিঙ্গ ও বচন কিরূপে নির্ণীত হয়? যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের রূপ কর। কয়েকটি সম্বন্ধীয় সর্ব্বনামের উল্লেখ কর। কোন্ কোন্ সর্ব্বনাম বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হয়?

(ঘ)—অব্যয়। *

১। যাহার ব্যয় নাই, অর্থাৎ বিভক্তি-যোগে কি অন্য কোন উপায়ে যাহার রূপান্তর ঘটে না, তাহাকে অব্যয় বলে। বাঙ্গালা ভাষায় যে সমস্ত অব্যয়ের প্রয়োগ হয়, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল :—

অব্যয়ের নাম।	প্রকার।	উদাহরণ।
(ক) এবং, আর, অপি, ও, যথা, তথা, পুনশ্চ প্রভৃতি—	সমুচ্চয়	রাম এবং শ্যাম যাইবে।
(খ) কিন্তু, পরন্তু প্রভৃতি—	সঙ্কোচক	তুমি যাও, কিন্তু শীঘ্র আসিও।
(গ) কিংবা, অথবা, বা, কি, নচেৎ, কেবল প্রভৃতি—	বিয়োজক	সে আসুক, কিংবা রাম যাউক।
(ঘ) অতএব, সুতরাং, কারণ, কেননা, যেহেতু ইত্যাদি—	হেতুবাচক	রাম দশরথের জ্যেষ্ঠ পুত্র, সুতরাং অযোধ্যার সিংহাসন তাঁহারই প্রাপ্য।
(ঙ) যখন, তখন, এখন, অধুনা, সম্প্রতি, কদাচিৎ, পূর্ব্বে, পরে, হঠাৎ, অকস্মাৎ, অচিরাৎ ইত্যাদি—	কালবাচক	অকস্মাৎ বজ্রনির্ঘোষের ন্যায় শব্দ শ্রুত হইল।

*অব্যয় সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত বাঙ্গালা রচনা-পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য।

অব্যয়ের নাম।	প্রকার।	উদাহরণ।
(চ) উঃ, ইস্, বাঃ, মরিমরি, আমরি, একি, ওমা ইত্যাদি—	বিস্ময়সূচক	উঃ, আজ কি গরম!
(ছ) ছিঃ, আই, ধিক্, ফুঃ—	ঘৃণাসূচক	ছিঃ, এমন কাজও মানুষে করে!
(জ) হে, ওহে, ওগো, আর, রে, গো, লো, হাঁগো, হাঁলো—	সম্বোধনসূচক	ওহে রাম! তুমি কোথায় যাও?
(ঝ) যেন, এইরূপ, যে, এক প্রকার, রে ইত্যাদি—	উদ্দেশ্যসূচক	এইরূপ ভাবে যাও, যেন কেহ না দেখিতে পায়।
(ঞ) কি, ত, কেন ইত্যাদি—	প্রশ্নবোধক	আর্য্যপুত্রের কুশল ত?
(ট) উঃ, আহা, হায়, মরি, কি, হাঃ, আঃ ইত্যাদি—	খেদসূচক	হায়! আমি কেনই বা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মিয়াছিলাম।
(ঠ) দ্রুত, শীঘ্র, পশ্চাৎ, আশু, শীঘ্র, সহসা ইত্যাদি—	ক্রিয়-বিশেষণ	শীঘ্র আইস।
(ড) যেমন, তেমন, যেরূপ, যথা, তথা, ইত্যাদি—	উপমাবাচক	তাহার যেমন আকৃতি, তেমনই প্রকৃতি।

অব্যয়ের নাম।	প্রকার।	উদাহরণ।
(ঢ) ই—	বিস্ময়ার্থক, কেবলার্থক, অবশ্যকরণ অর্থ, পরবর্ত্তী অর্থে	জন্মিলেই মরিতে হয়। বালক, তুমিই ধন্য! ইত্যাদি।
(ণ) দ্বারা, বিনা, প্রতি, হইতে, চেয়ে, সব, ভিন্ন ইত্যাদি—	বিভক্তি-প্রতিপাদক	তোমাদ্বারা এ কার্য্য হইবে না।
(ত) ভাল, বটে, তা, ত ইত্যাদি—	বাক্যালঙ্কার	তাইত বটে।
(থ) তথাচ, তথাপি, অপি, তবু, কেবল ইত্যাদি—	প্রতিরোধক	তোমাকে বারবার নিষেধ করিতেছি, তথাপি তুমি শুনিতেছ না।
(দ) আহা, বাহবা, বেশ, কি, বহুৎ-আচ্ছা ইত্যাদি—	হর্ষসূচক	আহা! সে স্থানের অপূর্ব্ব শোভা।
(ধ) যদি, যদ্যপি, তবে, তা, যদিও, পাছে ইত্যাদি—	কার্য্যান্তর-সাপেক্ষ	যদি তুমি যাও, তাহা হইলে তিনি আসিবেন

উল্লিখিত অব্যয় ভিন্ন আরও কুড়িটি অব্যয় আছে, তাহাদিগকে উপসর্গ বলে। যথা—প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব,

অনু, নির্, দূর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ। এই সমস্ত উপসর্গ যোগে ধাতুর অর্থ অনেক স্থলে ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে।

অনুশীনার্থ প্রশ্ন।

১। অব্যয় কাহাকে বলে? কতকগুলি সংস্কৃত অব্যয়ের নাম কর। উপসর্গ শব্দের অর্থ কি? উপসর্গযোগে বিপরীতার্থ-বোধক দশটি শব্দের উল্লেখ কর।

২। নিম্নলিখিতগুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ প্রকারের অব্যয় দেখাও :—যাবৎ, যদি, তথাপি, বাহাবা, বটে, অপি, যেমন, ই, ইতি, কিন্তু।

(ঙ)—ক্রিয়া।

১। ধাতুর অর্থকে অর্থাৎ হওয়া, যাওয়া, করা, প্রভৃতিকে ক্রিয়া কহে। ক্রিয়া প্রধানতঃ দুই প্রকার—অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক। যে ক্রিয়া দ্বারা কর্ত্তার কোন অবস্থামাত্র প্রকাশ পায় এবং যাহা কেবল কর্ত্তাতেই সম্বন্ধ থাকে, অথবা সহজ কথায়, যাহার কর্ম্ম নাই, তাহাকে অকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। যথা—শিশু খেলিতেছে; এস্থলে 'খেলিতেছে' অকর্ম্মক ক্রিয়া।

২। উদ্বেগ, উৎপত্তি, দর্প, লজ্জা, ক্রীড়া, ভয়,
প্রমোদ, জীবন, স্থিতি, শয়ন, উদয়,
মজ্জন, ভ্রমণ, দীপ্তি, সংশয়, রোদন,
আকাশ-গমন, চেষ্টা, ধাবন, মরণ,

পলায়ন, শুদ্ধি, যুদ্ধ, নৃত্য, জাগরণ,
বক্রগতি, কম্প, মোহ, নিবাস, পতন,
যতন, নিমেষ, হাস, অব্যক্ত, বিরতি,
গ্লানি, ক্রোধ, জরা, বৃদ্ধি, শব্দ, বক্রগতি,
আরাব, দহন, সিদ্ধি, শব্দ, উপদেশ,
এই কয় অর্থে অকর্ম্মকের নির্দ্দেশ।

প্রকৃতপক্ষে অমুক অর্থে অমুক ক্রিয়া অকর্ম্মক, এইরূপ বুঝিতে হইবে। স্থিতি অর্থে যদিও ক্রিয়া অকর্ম্মক, কিন্তু অনু পূর্ব্বক স্থা ধাতু সকর্ম্মক হইয়া থাকে। আবার, ক্রিয়া ও কর্ম্মের অর্থ একরূপ হইলে অকর্ম্মক ক্রিয়াও সকর্ম্মক হইয়া থাকে। যথা—সে মিষ্ট-হাসি হাসিতেছে; সে মরা-কান্না কাঁদিতেছে ইত্যাদি।

৩। যাহার কার্য্য কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া ঘটে, অথবা সহজ কথায়, যাহার কর্ম্ম আছে, তাহাকে সকর্ম্মক ক্রিয়া বলে। যথা—সে পুস্তক পড়িতেছে; এস্থলে 'পড়িতেছে' সকর্ম্মক ক্রিয়া।

৪। যাহার দুইটি কর্ম্ম থাকে, তাহাকে দ্বি-কর্ম্মক ক্রিয়া কহে। যথা—বলা, চাহা, যাচা প্রভৃতি। উদাহরণ—ছাত্রকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর; এস্থলে 'ছাত্রকে' ও 'প্রশ্ন' দুইটি কর্ম্ম।

৫। অনেক স্থলে সকর্ম্মক ধাতুও প্রয়োগের গুণে অকর্ম্মকত্ব প্রাপ্ত হয়। যথা—আমি দেখিতেছি; তিনি লইতেছেন। এই দুই স্থলে প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম অনুক্ত রহিয়াছে।

যাচ্‌ঞার্থ, দুহ্‌, চি, প্রচ্ছ্‌, রুধ্‌, ব্রু, শাস্‌, জি, নী, বহ্‌, হৃ, দণ্ডি, গ্রহ্‌, কৃষ্‌, মন্থ্‌, মুষ্‌, পচাদি; এই সকল ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়া দ্বিকর্ম্মক।

৬। যদি অকর্ম্মক ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যের পর কোন সকর্ম্মক ক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে এই বিশেষ্য ও সকর্ম্মক ক্রিয়া মিলিত হইয়া অকর্ম্মক ক্রিয়ারূপে পরিণত হয়; কিন্তু বিশেষ্য যদি সকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সম্মিলিত ক্রিয়া সকর্ম্মক হইবে। ক্রমিক উদাহরণ যথা—তিনি শয়ন করিয়াছেন; আমি বস্ত্র পরিধান করিতেছি। প্রথম উদাহরণে 'শয়ন' এই ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যটি অকর্ম্মক বলিয়া 'শয়ন করিয়াছেন' ক্রিয়াটি অকর্ম্মক হইল। দ্বিতীয় উদাহরণে 'পরিধান' পদটি সকর্ম্মক ক্রিয়া হইতে উৎপন্ন বলিয়া 'পরিধান করিতেছি' ক্রিয়াটি সকর্ম্মক।

৭। দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার দুইটি কর্ম্মের মধ্যে একটি প্রধান কর্ম্ম অপরটি অপ্রধান কর্ম্ম। 'আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছি' এই বাক্যটির মধ্যে 'যাহা' প্রধান ও 'তোমাকে' অপ্রধান কর্ম্ম।

৮। ণিজন্ত করিলে অকর্ম্মক ক্রিয়াও সকর্ম্মক হইয়া থাকে। 'সে হাসিতেছে' এই বাক্যটিকে ণিজন্ত আকারে পরিবর্ত্তিত করিলে 'আমি তাহাকে হাসাইতেছি' এইরূপ হয় এবং 'সে' পদটি অণিজন্ত অবস্থায় কর্ত্তা হইলেও ণিজন্ত অবস্থায় কর্ম্ম হইল।

৯। সকর্ম্মক ও অকর্ম্মক ক্রিয়া আবার দুই প্রকার,—সমাপিকা ও অসমাপিকা। যে ক্রিয়া দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি হয়, তাহাকে সমাপিকা ও যদ্দ্বারা বাক্যের সমাপ্তি হয় না, তাহাকে অসমাপিকা ক্রিয়া কহে। ক্রমিক উদাহরণ যথা—তিনি যাইতেছেন; আমি তথায় যাইয়া। শেষোক্ত উদাহরণে বাক্যটি শেষ করিতে অন্য একটি ক্রিয়ার আবশ্যক।

১০। কাল, পুরুষ ও বাক্যভেদে সমাপিকা ক্রিয়ার রূপান্তর ঘটিয়া থাকে; কিন্তু বচনভেদে কোন রূপান্তর ঘটে না। অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপান্তর নাই।

১১। বাঙ্গালা ভাষায় অনেকগুলি ধাতু সংস্কৃত ও প্রাকৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালা ভাষায় ক্রিয়াপদ প্রস্তুত করিতে হইলে এই সমস্ত ধাতুর উত্তর ক্রিয়া বিভক্তি যোগ করিতে হয়। নিম্নে এইরূপ শ্রেণীর কতকগুলি ধাতু প্রদত্ত হইল:—

মূল ধাতু।		বাঙ্গালা ধাতু।	মূল ধাতু।		বাঙ্গালা ধাতু।
অস্	...	আছ্।	গম্	...	গি।
অঙ্ক্	...	আঁক্।	গৈ	...	গা।
অর্প্	...	(সম্ পূর্ব্বক) সঁপ্।	আ-গম	...	আস্।
আপ্	...	পা।	ঘৃষ্	...	ঘষ্।
কম্প্	...	কাঁপ্।	ঘূর্ণ	...	ঘুর্।
কথ্	...	কহ্।	চর্ব্ব	...	চিব্।
কৃ	...	কর্।	ছদ্	...	ছা।
ক্রন্দ্	...	কাঁদ্।	ছিদ্	...	ছিঁড়্।
কৃৎ	...	কাট্।	জন্	...	জন্ম।
ক্রী	...	কিন্।	বাদ্	...	বাজ্।
বি-ক্রী	....	বেচ্।	বেষ্ট্	...	বেড়্।
খাদ্	...	খা।	বুধ্	...	বুঝ্।
খন্	...	খুঁড়্।	ভন্জ্	...	ভাঙ্গ্।
গঠ্	...	গড়্।	প্র-ভা	...	পোহা।
গ্রন্থ্	...	গাঁথ্।	ভ্রস্জ্	...	ভাজ্।

মূল ধাতু।		বাঙ্গালা ধাতু।	মূল ধাতু।		বাঙ্গালা ধাতু।
ভূ	...	হ।	পঠ্	..	পড়্।
ভৃ	...	ভর্।	পৎ	...	পড়্।
মস্জ্	...	মজ্।	পূ	...	পূর্।
মিশ্র্	...	মিশ্।	ফুল্	...	ঝল্ বা ফাঁপ্
মৃ	...	মর্।	বন্ধ্	..	বাঁধ্।
যুধ্	...	যুঝ্।	বদ্	...	বল্।
রুহ্	..	রু।	বে	...	বুন্।
রক্ষ্	...	রাখ্।	প্র-বিশ্	...	পশ্।
বচ্	...	বল্।	বণ্ট্	...	বাঁট্।
জি	...	জিৎ বা জিন্।	ব্যধ্	...	বিধ্।
জাগৃ	..	জাগ্।	শপ্	...	শাপ্।
জ্ঞা	...	জান্।	শী	...	শু।
উৎ-ডী	...	উড়্।	শিক্ষ্	...	শিখ্।
তৄ	...	তর্।	শ্রু	...	শুন।
দা	...	দি।	স্পৃশ্	...	পর্শ্।
দৃশ্	...	দেখ্।	স্থা	...	থাক্।
পরি-ধা	...	পর্।	উৎ-স্থা	...	উঠ্।
ধৃ	...	ধর্।	স্ফুট্	...	ফুট্।
নম্	.	নাম্।	হস্	...	হাস্।
আ-নী	...	আন্।	হন্	...	হান্।
নৃৎ	...	নাচ্।	হৃ	...	হর্।'

—ইত্যাদি।

১২। উল্লিখিত সংস্কৃত ধাতু হইতে উৎপন্ন ধাতু ভিন্ন আরং

অনেক- গুলি ধাতু আছে, ইহারা দেশীয় ভাষার প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রাকৃত ধাতু বলিয়া গণ্য হইয়াছে। যথা—ঝুল্, ভুল্, হাঁক্, ডাক্, দৌড়্, খাট্, ঠেল্ ইত্যাদি।

১৩। আর এক প্রকার ধাতু আছে ; উহারা শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া উহাদিগকে নাম-ধাতু বলে। কতকগুলি নাম-ধাতু-নিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ যথা—চেতাইতেছে, কীলাইতেছে, চড়াইতেছে, ঠেঙ্গাইতেছে, ঘুষাইতেছে ইত্যাদি।

ক্রিয়া-বিভক্তি।

১। ধাতুর উত্তর যে সমস্ত বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়া ক্রিয়াপদ রচিত হয়, তাহাকে ক্রিয়া বিভক্তি বলে। ক্রিয়া-বিভক্তি নয় ভাগে বিভক্ত। যথা—বর্ত্তমানা, নিত্যপ্রবৃত্তা, আদেশিনী, অদ্যতনী, হ্যস্তনী, পরোক্ষা, পুরানিত্যবৃত্তা, অসম্পন্না ও ভবিষ্যতী। ক্রিয়া-বিভক্তি পুরুষ, কাল ও বাচ্য এই তিনটি অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে। পুরুষভেদে ক্রিয়া-বিভক্তির আকার সাতাশটি।

ক্রিয়া-বিভক্তির আকৃতি।

বিভক্তির নাম।	প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।
বর্ত্তমানা	ইতেছে	ইতেছ	ইতেছি।
নিত্যপ্রবৃত্তা	এ	অ	ই।
আদেশিনী	উক	অ	ই।
অদ্যতনী	ইল	ইলে	ইলাম।

বিভক্তির নাম।	প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।
হ্যস্তনী	ইয়াছে	ইয়াছ	ইয়াছি।
পরোক্ষা	ইয়াছিল	ইয়াছিলে	ইয়াছিলাম।
পুরানিত্যবৃত্তা	ইত	ইতে	ইতাম।
অসম্পন্না	ইতেছিল	ইতেছিলে	ইতেছিলাম।
ভবিষ্যতী	ইবে	ইব	ইব।

২। সম্ভ্রমার্থে প্রথম পুরুষের ইল, ইয়াছিল, ইতেছিল, এই তিন বিভক্তির উত্তর এন ও অন্যান্য বিভক্তিতে প্রথম পুরুষে ন আদেশ হয়। এন আদেশ হইলে বিভক্তির অন্ত্য অকারের এবং ন হইলে উক বিভক্তির ককারের লোপ হয়। যথা—ইলেন, ইয়াছিলেন, ইতেছিলেন ইত্যাদি। পদ্যে অনেক সময় ইল, ইলেন ও ইলে স্থানে ইলা ও ইতাম স্থানে ইনু আদেশ হয়। যথা—আজ্ঞা দিলা কৃষ্ণচন্দ্র ধরণী-ঈশ্বর।

৩। তুচ্ছার্থে বর্ত্তমানা ও হ্যস্তনী বিভক্তির মধ্যম পুরুষে ইস্, পরোক্ষা ও ভবিষ্যতী বিভক্তির মধ্যম পুরুষে ই ও আদেশিনী বিভক্তির মধ্যম পুরুষে বিভক্তির লোপ হয়। ইস্ ও ই পরে থাকিলে বিভক্তির অন্ত্য অকারের ও ইবে বিভক্তির একারের লোপ হয়। যথা—করিতেছিস্, করিয়াছিস্, করিয়াছিলি ইত্যাদি।

কর্ত্তৃবাচ্য।

১। যে স্থলে কর্ত্তা ক্রিয়ার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে অন্বিত হইয়া প্রধানভাবে প্রকাশ পায়, তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্য বলে। কর্ত্তৃ-বাচ্যে সাধারণতঃ প্রথমা বিভক্তি এবং বাক্যে কর্ম্ম থাকিলে

তাহাতে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। কর্ত্তৃবাচ্যে ক্রিয়ার পুরুষ, কর্ত্তার পুরুষের অনুরূপ। যথা—আমি তাহাকে ডাকিতেছি।

কর্ম্মবাচ্য।

১। কর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে ক্রিয়ার সহিত অন্বিত হইয়া প্রধান-ভাবে প্রতীত হইলে কর্ম্মবাচ্য হয়। কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তায় তৃতীয়া ও কর্ম্মে প্রথমা এবং ক্রিয়া কর্ম্মের অনুযায়ী হইবে। যথা—তাহা কর্ত্তৃক এই কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে।

ভাববাচ্য।

১। বাক্যমধ্যে ক্রিয়ার অর্থ প্রধানভাবে প্রতীত হইলে বাক্যটি ভাববাচ্যের হইবে। ভাববাচ্যে কর্ত্তায় প্রায়ই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—আমার যাওয়া হইবে না। ভাববাচ্যে যখন ক্রিয়াই প্রধান, তখন কর্ত্তা যে পুরুষেরই হউক, ক্রিয়াটি সকল সময় প্রথম পুরুষের হইবে। ভাববাচ্যে কখন কখন দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা—তাহাকে যাইতে হইবে। ভাববাচ্যে কর্ম্ম থাকে না।

কর্ম্ম-কর্ত্তৃবাচ্য।

১। যে স্থলে ক্রিয়াটি কোন মানুষের শক্তি দ্বারা নিষ্পন্ন না হইয়া প্রকৃতির নিয়মানুসারে নিষ্পন্ন হয়, তথায় কর্ম্ম কর্ত্তৃবাচ্য হয়। যথা—মেঘ করিয়াছে ; এস্থলে 'মেঘ' প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

আদর্শ ধাতুরূপ

কর্ ধাতু।—(কর্ত্তৃবাচ্য)।

বিভক্তির নাম।	প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।
বর্ত্তমানা	করিতেছে	করিতেছ	করিতেছি।
নিত্যপ্রবৃত্তা	করে	কর	করি।
আদেশিনী	করুক	কর	করি।
অদ্যতনী	করিল	করিলে	করিলাম।
হ্যস্তনী	করিয়াছে	করিয়াছ	করিয়াছিলাম।
পরোক্ষা	করিয়াছিল	করিয়াছিলে	করিয়াছিলাম।
পুরানিত্যবৃত্তা	করিত	করিতে	করিতাম।
অসম্পন্না	করিতেছিল	করিতেছিলে	করিতেছিলাম।
ভবিষ্যতী	করিবে	করিবে	করিব।

কর্ ধাতু।—(কর্ম্মবাচ্য)।

বিভক্তির নাম।	প্রথম পুরুষ।	মধ্যম পুরুষ।	উত্তম পুরুষ।
বর্ত্তমানা	করা হইতেছে	করা হইতেছে	করা হইতেছি।
নিত্যপ্রবৃত্তা	করা হয়	করা হও	করা হই।
আদেশিনী	করা হউক	করা হও	করা হই।
অদ্যতনী	করা হইল	করা হইলে	করা হইলাম।
হ্যস্তনী	করা হইয়াছে	করা হইয়াছ	করা হইয়াছি।
পরোক্ষ	করা হইয়াছিল	করা হইয়াছিলে	করা হইয়াছিলাম।
পুরানিত্যবৃত্তা	করা হইত	করা হইতে	করা হইতাম।
অসম্পন্না	করা হইতেছিল	করা হইতেছিলে	করা হইতেছিলাম
ভবিষ্যতী	করা হইবে	করা হইবে	করা হইব।

বিভক্তির কাল ও বিশেষ বিশেষ অর্থ।

১। ক্রিয়ার সময়কে কাল বলে। কাল প্রধানতঃ তিন প্রকার। যথা—বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

বর্ত্তমান

১। বর্ত্তমান কাল তিন ভাগে বিভক্ত। যথা—(ক) বিশুদ্ধ বর্ত্তমান, (খ) নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান ও (গ) ভূতাসন্ন বা ভবিষ্যদাসন্ন বর্ত্তমান।

(ক) আরব্ধ ক্রিয়ার পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যে কাল, তাহাকে বিশুদ্ধ বর্ত্তমান বলে; ইহাতে বর্ত্তমানা বিভক্তি হয়। যথা—মেঘ ডাকিতেছে।

(খ) প্রয়োগকালে ক্রিয়াটি দৃষ্ট হইতেছে না, অথচ ক্রিয়াটি স্বভাবতঃই ঘটিয়া থাকে, এরূপ ক্রিয়ার কালকে নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান কহে; ইহাতে নিত্যপ্রবৃত্তা বিভক্তি হয়। যথা—বর্ষাকালে বৃষ্টি হয় ইত্যাদি। অনেকস্থলে অতীতকালেও নিত্যপ্রবৃত্তা বিভক্তি হয়। যথা—আকবর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন ইত্যাদি।

(গ) বর্ত্তমানে ক্রিয়াটির প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে, অথচ ইহা অতীত হইয়াছে, নয় ভবিষ্যতে ঘটিবে, এরূপ ক্রিয়ার কালকে যথাক্রমে ভূতাসন্ন ও ভবিষ্যদাসন্ন বর্ত্তমান কহে। ক্রমিক উদাহরণ যথা—রাম উত্তর করিলেন, আমরা চিত্রকূট পর্ব্বত হইতে আসিতেছি। এস্থলে 'আসা' ক্রিয়াটি অতীত হইয়াছে, অথচ

বর্ত্তমানের ন্যায় প্রয়োগ দৃষ্ট হইতেছে বলিয়া ইহা ভূতাসন্ন বর্ত্তমান। দ্বিতীয়তঃ—তুমি কখন যাইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে 'এই যাইতেছি' বলিলে ভবিষ্যদাসন্ন বর্ত্তমান হইবে। কারণ, এস্থলে ক্রিয়াটি ভবিষ্যৎ কালে ঘটিবে।

অতীত কাল।

১। যে ক্রিয়াটি শেষ হইয়াছে, তাহার কালকে **অতীত** কাল কহে। অতীত কাল চারি প্রকার। যথা—(ক) অদ্যতন, (খ) অনদ্যতন, (গ) পরোক্ষ ও (ঘ) পুরানিত্যবৃত্ত।

(ক) যে ক্রিয়া অব্যবহিত পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহার কালকে অদ্যতন অতীত কহে; ইহাতে অদ্যতনী বিভক্তি হয়। যথা—বৃষ্টি হইল; আমি চলিলাম ইত্যাদি। কোন ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বর্ণনাস্থলেও অদ্যতনী বিভক্তি হয়। যথা—পুরাকালে পাণ্ডু নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পাচটি পুত্র জন্মিল। যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। তিনি গুণেও শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিলেন ইত্যাদি।

(খ) কিঞ্চিদধিক পূর্ব্বতন কালকে অনদ্যতন অতীত কহে; ইহাতে হ্যস্তনী বিভক্তি হয়। যথা—বৃষ্টি হইয়াছে। ক্রিয়াটি অনেক দিন পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, কিন্তু ফল অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে, এরূপ স্থলেও হ্যস্তনী বিভক্তি হয়। যথা—ব্যাসদেব মহাভারত রচনা করিয়াছেন। এস্থলে মহাভারত অনেক দিন পূর্ব্বে রচিত হইলেও তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

(গ) সর্ব্বাপেক্ষা পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়ার কালকে পরোক্ষ অতীত

কহে ; ইহাতে পরোক্ষা বিভক্তি হয়। যথা—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে অনেক লোকক্ষয় হইয়াছিল। ক্রিয়াজন্য ফল বিদ্যমান না থাকিলেও পরোক্ষা বিভক্তি হয়। যথা—বাল্যকালে মুগ্ধবোধ পড়িয়াছিলাম ; অর্থাৎ এখন উহা মনে নাই।

(ঘ) যে ক্রিয়াটি পূর্ব্বকালে সর্ব্বদা হইত, সে ক্রিয়ার কালকে পুরানিত্যবৃত্ত অতীত কহে ; ইহাতে পুরানিত্যবৃত্তা বিভক্তি হয়। যথা—তিনি তথায় যাতায়াত করিতেন।

ভবিষ্যৎ কাল।

১। যাহা পরবর্ত্তী কালে ঘটিবে, এরূপ ক্রিয়ার কালকে ভবিষ্যৎ কাল কহে ; ইহাতে ভবিষ্যন্তী বিভক্তি হয়। যথা—তিনি আসিবেন।

বিশেষ বিশেষ অর্থে ক্রিয়া-বিভক্তির প্রয়োগ।

১। অনুজ্ঞা বুঝাইলে আদেশিনী বিভক্তি হয়। যথা—তুমি যাও ; সে আসুক ইত্যাদি।

২। ক্রিয়ার সমাপ্তি না বুঝাইলে অসম্পন্না বিভক্তি হয়। যথা—আমি যাইতেছিলাম, এমন সময় সে ডাকিল ; এস্থলে আমার যাওয়া ক্রিয়াটি শেষ না হইতেই সে আমাকে ডাকিল।

৩। বিধি অর্থে ভবিষ্যন্তী বিভক্তি হয়। যথা—সর্ব্বদা হিতানুষ্ঠান করিবে। কাহাকেও পরুষ বচন বলিবে না।

৪। জিজ্ঞাসা অর্থ বুঝাইলে আদেশিনী ও ভবিষ্যন্তী বিভক্তি

হয়। যথা—তুমি কি যাইবে? আমি কি করি? প্রার্থনা অর্থেও ধাতুর উত্তর আদেশিনী বিভক্তি হয়। যথা—আমাকে যাইতে দিউন।

৫। যদি ও পাছে প্রভৃতি শব্দের যোগে নিত্যপ্রবৃত্তা কিম্বা পরোক্ষা বিভক্তি হয়। যথা—তিনি যান বা যাইতেন, তাহা হইলে আমি যাই কিংবা যাইতাম।

৬। বাধ্যতা কিংবা অবশ্যকরণ বুঝাইলে 'হওয়া' এই ক্রিয়ার পূর্ব্বে তে যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার প্রয়োগ হয়। যথা—তোমাকে যাইতে হইবে।

৭। যদি ক্রিয়ার ব্যাপ্তি কিংবা অবিচ্ছেদ বুঝায়, তাহা হইলে তিন কালেই থাকা কিংবা লাগা ক্রিয়া সহকারী থাকে। যথা—আমি বলিতে থাকি, তুমি বলিতে থাক, তিনি বলিতে লাগিলেন।

৮। আছ্ ধাতুর কেবল বর্ত্তমানে ও অদ্যতন অতীত কালে ধাতু রূপ করা যায়। অন্যান্য কালে তাহার রূপ থাক্ ধাতুর মত হইবে। যথা—আছে, ছিল, ছিলাম, থাকিব ইত্যাদি। গম্ ধাতুর রূপ অদ্যতন, অনদ্যতন ও পরোক্ষা ভিন্ন অন্যান্য বিভক্তিতে যা ধাতুর মত হইবে। যথা—যাইতেছে, যাইব ইত্যাদি।

বাচ্যান্তর প্রকরণ।

১। ক্রিয়া সকর্ম্মক হইলে (ক) কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ম্মবাচ্যে ও (খ) কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্যে এবং ক্রিয়া অকর্ম্মক হইলে (গ) কর্ত্তৃবাচ্যের প্রয়োগকে ভাববাচ্যে ও (ঘ) ভাববাচ্যের প্রয়োগকে কর্ত্তৃবাচ্যে প্রয়োগ করার নাম বাচ্যান্তর।

নিয়ম।	মূল্য বাক্য।	পরিবর্ত্তিত বাক্য।
(ক) কর্ত্তায় তৃতীয়া, কর্ম্মে প্রথমা আর মুখ্য ক্রিয়ার পুরুষ কর্ম্মের পুরুষের অনুরূপ।	আমি চন্দ্র দেখিয়াছি	আমা কর্ত্তৃক চন্দ্র দৃষ্ট হইয়াছে।
(খ) কর্ম্মবাচ্যের প্রয়োগে তৃতীয়ান্ত বা ষষ্ঠ্যন্ত কর্ত্তৃপদে প্রথমা এবং প্রথমান্ত কর্ম্মপদে দ্বিতীয়া হয়। আর মুখ্য ক্রিয়ার পুরুষ কর্ত্তৃপদের পুরুষের অনুরূপ হয়।	আমা কর্ত্তৃক রামায়ণ পড়া হইতেছে	আমি রামায়ণ পড়িতেছি।
(গ) কর্ত্তৃবাচ্যের প্রথমান্ত কর্ত্তৃপদে প্রায়ই ষষ্ঠী ও কদাচিৎ তৃতীয়া এবং ক্রিয়াটি সর্ব্বদা প্রথম পুরুষের হয়।	আমি যাইব না	আমার যাওয়া হইবে না।
(ঘ) ভাববাচ্যের ষষ্ঠ্যন্ত কর্ত্তৃপদে প্রথমা ও ক্রিয়াটির পুরুষ কর্ত্তার পুরুষের অনুরূপ হইবে।	আমার শোওয়া হইল	আমি শুইলাম।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

১। কাল কাহাকে বলে? উহা কয় প্রকার? প্রত্যেক কালের এক একটি উদাহরণ দাও।

২। ভূত-সামীপ্য ও ভবিষ্যৎ-সামীপ্য-বর্ত্তমান এই দুই-এর মধ্যে কি পার্থক্য আছে, উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দাও।

৩। ক্রিয়া-বিভক্তি কয় প্রকার ও কি কি? কোন্ কোন্ কালে কোন্ কোন্ বিভক্তি প্রযুক্ত হইতে পারে দেখাও।

৪। কর্ত্তৃবাচ্যকে কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে পরিবর্ত্তিত করিবার সাধারণ নিয়ম কি? প্রত্যেক প্রকারের এক একটি উদাহরণ দাও।

কৃৎ প্রকরণ। *

১। ধাতুর উত্তর যে সমস্ত প্রত্যয় হইয়া শব্দ রচিত হয়, তাহাকে কৃৎ প্রত্যয় বলে। কৃৎ প্রত্যয় দুই প্রকার—সংস্কৃত ও বাঙ্গালা। তব্য, অনীয়, য প্রভৃতি প্রত্যয়কে সংস্কৃত এবং ইয়া, ওয়া, তে প্রভৃতি প্রত্যয়কে বাঙ্গালা কৃৎ বলে।

২। কৃৎ প্রত্যয় দ্বারা ক্রিয়াবাচক শব্দ (যথা—করা, খাওয়া ইত্যাদি); অসমাপিকা ক্রিয়া (যথা—করিয়া, খাইতে ইত্যাদি); বিশেষণ (যথা—কারক, গামী প্রভৃতি); দ্রব্য ও ব্যক্তিবাচক বিশেষ্য (যথা—বস্তু, রাম ইত্যাদি) রচিত হয়।

---

* এই ক্ষুদ্র পুস্তকে কৃৎ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করা অসম্ভব। যাহা কোমল মস্তিষ্ক বালকবৃন্দের পক্ষে সহজবোধ্য, তাহাই মাত্র প্রদত্ত হইল।

৩। যে বর্ণ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত কল্পিত হয়, কিন্তু কার্য্যকালে যাহার অস্তিত্ব থাকে না, তাহাকে ইৎ বলে। যথা—আকার=আ–কৃ+ঘঞ্। এস্থলে ঘ ও ঞ এই দুইটি বর্ণ কার্য্য-সিদ্ধির জন্য কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু 'আকার' এই পদটিতে ইহা-দের চিহ্নও দৃষ্ট হইল না; সুতরাং ঘ্ ও ঞ্ ইৎ বলিয়া গণ্য হইল।

৪। অন্ত্যবর্ণের পূর্ব্ববর্ণকে উপধা কহে। যথা—গম্ এই ধাতুর অন্ত্যবর্ণ ম্; সুতরাং 'গ্' এর সহিত যে 'অকার' অদৃশ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই এস্থলে উপধা।

৫। অন্ত্যস্বর অবধি সমুদায় বর্ণকে টি কহে। যথা—জল–জন্+ড=জলজ। এস্থলে 'জন্' এই ধাতুর অন্ত্যস্বর 'জ্' এর পরবর্ত্তী অ; সুতরাং এস্থলে টি অন্।

৬। ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও, ঋ ৠ স্থানে অর্ ও ৯ স্থানে অল্ হওয়াকে গুণ বলে। যথা—কৃ+অল=কর; এস্থলে 'কৃ' ধাতুর ঋকারের গুণ হইয়া অর্ হইয়াছে।

৭। অ স্থানে আ, ই ঈ স্থানে ঐ, উ ঊ স্থানে ঔ, ঋ ৠ স্থানে আর হওয়াকে বৃদ্ধি কহে। যথা—কৃ+ণ্যৎ=কার্য্য; এস্থলে কৃ ধাতুর ঋকারের বৃদ্ধি হইয়া আর্ হইয়াছে।

৮। যে সমস্ত প্রত্যয়ের ক্ এবং ঙ্ ইৎ না যায়, এরূপ প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্ত্যস্বর ও উপধা লঘু স্বরের গুণ হয়। যথা—শী+অনট্=শয়ন।

৯। যাহার ঞ্ ও ণ্ ইৎ যায়, এরূপ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপধা অকারের বৃদ্ধি হয়। যথা—আ–কৃ+ঘঞ্=আকার। অকারান্ত ধাতুর উত্তর ষ ও হন্ স্থানে ঘাত্ হয়। যথা—আ–হন্+ঘঞ্=আঘাত।

১০। ঘ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য চ্ স্থানে ক্ ও জ্ স্থানে গ্ হয়। যথা—বচ্+ণ্যৎ=বাক্য ; ভজ্+ঘঞ্=ভাগ।

১১। ড ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর টির লোপ হয়। যথা—জল–জন্+ড=জলজ।

১২। খ ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর পূর্ব্বপদের অন্তের ম্ স্থানে ং হয়। যথা—বশ–বদ্+খ=বশংবদ।

১৩। প ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে হ্রস্ব-স্বরান্ত ধাতুর উত্তর ৎ হয়। যথা—ভৃ+ক্যপ্=ভৃত্য।

১৪। ত ও স পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য দ স্থানে ৎ হয়। যথা—পদ্+ক্তি=পত্তি।

১৫। ভকারের পরস্থিত কৃৎ প্রত্যয়ের ৎ স্থানে ধ্ হয়। যথা—লভ্+ক্ত=লব্ধ।

১৬। ত পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য ছ ও শ স্থানে ষ হয়। যথা—প্রচ্ছ্+ক্ত=পৃষ্ট ; প্র–বিশ্+ক্ত=প্রবিষ্ট।

১৭। ধকারের পর ত থাকিলে উভয়ে মিলিয়া দ্ধ হয়। যথা—যুধ্+ক্ত=যুদ্ধ।

১৮। দ আদিতে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য হ্ ও প্রত্যয়ের ত মিলিয়া গ্ধ হয়। যথা—দুহ্+ক্ত=দুগ্ধ।

১৯। ক ইৎ ভিন্ন প্রত্যয়ের ব্যঞ্জনবর্ণ পরে থাকিলে দৃশ্ ও সৃজ্ প্রভৃতি ধাতুর ঋকারের স্থানে র হয়।

২০। কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ণিচ প্রত্যয়ের লোপ হয় ; কিন্তু আলু ও ইষ্ণু প্রভৃতি প্রত্যয় পরে থাকিলেও ই ব্যবধানে লোপ হয় না। যথা—স্থাপি+ণক্=স্থাপক।

২১। কৃৎ প্রত্যয়ের য পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্য ও স্থানে

অব্ এবং ঔ স্থানে আব্ হয়। যথা—ভো+য=ভব্য ; ভৌ+য=ভাব্য।

বাঙ্গালা কৃৎ।

১। অনন্তর অর্থে ধাতুর উত্তর ইয়া প্রত্যয় হয়। যথা—যা+ইয়া=যাইয়া (গমনানন্তর) ইত্যাদি।

২। নিমিত্ত অর্থে ধাতুর উত্তর ইতে প্রত্যয় হয়। যথা—কর্+ইতে=করিতে (করিবার নিমিত্ত) ইত্যাদি। আরম্ভার্থক, পারণার্থক, আদেশার্থক, ইচ্ছার্থক ও আছ্ ধাতুর যোগেও ইতে প্রত্যয় হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—খাইতে লাগিল, অর্থাৎ আরম্ভ করিল ; লিখিতে পটু, অর্থাৎ পারে ; তাহাকে করিতে দাও, অর্থাৎ আজ্ঞা কর ; লিখিতে ইচ্ছা নাই ; করিতে আছে। অনেক স্থলে বিধি ও আবশ্যকতা বুঝাইতে ধাতুর উত্তর ইতে প্রত্যয় হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—মিথ্যা কথা বলিতে নাই, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলা অবিধেয় ; আমাকে যাইতে হইবে, অর্থাৎ আমার যাওয়া আবশ্যক।

৩। এক কর্ত্তার ক্রিয়ার পর, অন্য কর্ত্তার ক্রিয়া প্রযুক্ত হইলে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়া প্রস্তুত করিতে ধাতুর উত্তর ইলে প্রত্যয় হয়। যথা—তিনি বাটী গমন করিলে আমি যাইব। এস্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী ক্রিয়া 'করিলে' প্রস্তুত করিতে কর্ ধাতুর উত্তর ইলে প্রত্যয় হইয়াছে।

৪। অনন্তর অর্থে হ, কর্ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয় হয়। ত প্রত্যয় হইলে হ স্থানে হও এবং কর্ স্থানে কর হয়। যথা—হ+ত=হওত ; কর্+ত=করত ইত্যাদি।

৫। ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃ, কর্ম্ম ও করণ এবং ভাববাচ্যে আ প্রত্যয় হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—চোর্+আ=চোরা; লেখ্+অ=লেখা (পুস্তক); মানুষ-মার্+আ=মানুষ মারা (কল); দেখ্+আ=দেখা।

৬। বাঙ্গালা স্বরান্ত ধাতুর উত্তর কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ওয়া প্রত্যয় হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—দে+ওয়া=দেওয়া (টাকা); শো+ওয়া=শোওয়া ইত্যাদি।

৭। এ্যান্ত ধাতুর উত্তর ভাব ও কর্ম্মবাচ্যে ন প্রত্যয় হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—খাওয়া+ন=খাওয়ান; দেখা+ন=দেখান (পুস্তক) ইত্যাদি।

৮। কর্ত্তৃবাচ্যে বর্ত্তমানকালে কয়েকটি বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর অন্ত প্রত্যয় হয়। যথা—ঘুম্+অন্ত=ঘুমন্ত (বালক); সেইরূপ ফুরন্ত; জাগন্ত; ফুটন্ত ইত্যাদি। কর্ম্মবাচ্যেও হয়। যথা—ভরন্ত; পূরন্ত ইত্যাদি।

৯। ভাববাচ্যে কয়েকটি ধাতুর উত্তর অনী প্রত্যয় হয়। যথা—শুন্+অনী=শুননী; গাঁথ্+অনী=গাঁথনী ইত্যাদি।

১০। ভাববাচ্যে কয়েকটি ধাতুর উত্তর অন প্রত্যয় হয়। যথা—শিখ্+অন=শিখন; সেইরূপ কহন; লিখন; মিলন ইত্যাদি।

সংস্কৃত কৃৎ।

(ক)—তব্য ও অনীয়।

১। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ধাতুর উত্তর তব্য ও অনীয় প্রত্যয় হয়। দা, শ্রু, ভূ, বচ্, দৃশ্, লভ্, হস্, বহ্, দুহ্, ধৃ প্রভৃতি ধাতুর উত্তর তব্য ও অনীয় প্রত্যয় করিলে যথাক্রমে—দাতব্য (দানীয়); শ্রোতব্য (শ্রবণীয়); ভবিতব্য (ভবনীয়); বক্তব্য (বচনীয়); দ্রষ্টব্য (দর্শনীয়); লব্ধব্য (লভনীয়); হসিতব্য (হসনীয়); বোঢ়ব্য (বহনীয়); দোগ্ধব্য (দোহনীয়); ধর্ত্তব্য, (ধরণীয়) প্রভৃতি পদ হয়।

পদ সাধিবার প্রণালী।—যেমন—দোগ্ধব্য;—দুহ্+তব্য= দোগ্ধব্য। এস্থলে '৬২' পৃষ্ঠার ৮ম সূত্র অনুসারে 'দুহ্' এই ধাতুর উপধাস্থিত লঘুস্বর 'উকারের' গুণ হইয়া 'ওকার' হইল। তাহার পর '৬১' পৃষ্ঠার ১৮শ সূত্রানুসারে হ ও ত মিলিয়া 'গ্ধ' হইল। এইরূপে 'দোগ্ধব্য' পদ সিদ্ধ হইল।

ণ্যৎ।

২। কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে ঋকারান্ত এবং ব্যঞ্জনান্ত ধাতুর উত্তর ণ্যৎ প্রত্যয় হয়। ণ্ ইৎ যায় ও য থাকে। যথা—কৃ+ণ্যৎ=কার্য্য। এইরূপ ধার্য্য, পরিহার্য্য, আর্য্য, বাচ্য, ত্যাজ্য, মান্য, ভক্ষ্য, হাস্য, বাহ্য, বাক্য, ভোগ্য, যোগ্য, নিয়োগ্য, অমাবস্যা প্রভৃতি পদ ণ্যৎ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

পদ সাধিবার প্রণালী।—যেমন—ধার্য্য=ধৃ+ণ্যৎ। '৬২' পৃষ্ঠার ৯ম সূত্রানুসারে ধৃ ধাতুর ঋকারের বৃদ্ধি আর্ হইল;

সুতরাং উক্ত পদটি এখন দাঁড়াইল—ধ্+আর্+য। আ 'ধ' তে মিলিত হইয়া 'ধা' ও র 'য'র সহিত মিলিত হইয়া দ্বিত্ব হইল; সুতরাং সমস্ত পদ 'ধার্য্য' হইল।

য।

কর্ম্ম ও ভাববাচ্যে স্বরান্ত ধাতুর উত্তর য হয়। য পরে আকারান্ত ধাতুর অন্ত্য আকার স্থানে এ হয়। যথা—গণ+য=গণ্য। এইরূপ জ্ঞেয়, দেয়, অনুমেয়, হেয়, বিধেয়, শ্রব্য, ভব্য, শক্য, সহ্য, লভ্য, রম্য, মন্ত্র, গন্ত্র, বিচার্য্য ইত্যাদি।

পদ সাধিবার প্রণালী।—যেমন—দেয়=দা+য। য প্রত্যয় পরে দা ধাতুর আকার স্থানে একার হইল; সুতরাং 'দা' 'দে' তে পরিণত হইল। পরে য স্থানে য় হইয়া সমস্ত পদ 'দেয়' হইল।

ক্যপ্।

কর্ম্মবাচ্যে ও ভাববাচ্যে শাস্, ভৃ, বৃ, স্তু প্রভৃতি ধাতুর উত্তর ক্যপ্ প্রত্যয় হয়। ক্ প্ ইৎ ও য থাকে। শাস্ ধাতুর আ স্থানে ই ও স স্থানে ষ হয়। যথা—শাস্+ক্যপ=শিষ্য। এইরূপ ভৃত্য, স্তুত্য, কৃত্য, হত্যা, বৃর্য্য প্রভৃতি ক্যপ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

পদ সাধিবার প্রণালী।—যেমন—ভৃত্য=ভৃ+ক্যপ্। এস্থলে প্ ইৎ প্রত্যয় পরে আছে বলিয়া 'ভৃ'র পর একটি ত্ হইল। তাহার পর ক্ প্ ইৎ গেলে বাকি থাকিল য। এই য 'ত্'-এ যুক্ত হইয়া সমস্ত পদ 'ভৃত্য' হইল।

ক্ত।

১। ধাতুর উত্তর অতীত কালে ক্ত প্রত্যয় হয়। ক্ ইৎ ত থাকে। যথা—ক্রী+ক্ত=ক্রীত। সেইরূপ বিখ্যাত, হৃত, স্মৃত,

শক্ত, রিক্ত, ভক্ত, তৃপ্ত, লব্ধ, আবিষ্ট, নিষ্পিষ্ট, দগ্ধ, আরূঢ়, লীঢ় প্রভৃতি পদ ক্ত প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

২। কতকগুলি ধাতুর উত্তর ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে ই আগম হয়। যথা—লিখিত=লিখ্+ক্ত। সেইরূপ চর্ব্বিত, বাঞ্ছিত, কুপিত, গর্ব্বিত, মণ্ডিত, ফলিত, খাদিত, ব্যথিত, পতিত, স্ফরিত, ভৎর্সিত, কাঙ্ক্ষিত, বিরাজিত, লুণ্ঠিত, ঘূর্ণিত ইত্যাদি।

৩। ক্ত প্রত্যয় যোগে অনেক ধাতুর অনেকরূপ পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। সমস্ত সূত্র প্রথম শিক্ষার্থিগণের পক্ষে আয়ত্ত করা কঠিন বিবেচিত হওয়ায়, নিম্নে মাত্র কতকগুলি ক্ত-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ প্রদত্ত হইল:—*

পালিত, ক্ষালিত, রোপিত, স্থাপিত, জনিত, শয়িত, যুত, পূত, বৃত্ত, দীপ্ত, ত্রস্ত, পৃক্ত, ঘৃত, অত্যদ্ভুত, আক্রান্ত, ক্লান্ত, ক্ষান্ত, শান্ত, শ্রান্ত, গত, নত, ক্ষত, জাত, দষ্ট, অনুরক্ত, আসক্ত, বদ্ধ, স্তব্ধ, ভ্রষ্ট, বিশ্রব্ধ, ধ্বস্ত, স্রস্ত, গ্রথিত, মথিত, ক্ষুণ্ণ, খিন্ন, প্রসন্ন, মত্ত, রুগ্ন, উদ্বিগ্ন, ভগ্ন, দীন, উড্ডীন, মগ্ন, পরিপূর্ণ, আকীর্ণ, উৎগীর্ণ, জীর্ণ, উত্তীর্ণ, বিস্তীর্ণ, ম্লান, ঘ্রাণ, ত্রাণ, বিত্ত, ক্লিষ্ট, হৃষ্ট, রুষ্ট, আশ্বস্ত, আচ্ছন্ন, স্ফীত, পীন, স্থিত, অনুমিত, পর্য্যবসিত, দত্ত, অভিহিত, ইষ্ট, বিদ্ধ, গৃহীত, পৃষ্ট, ভৃষ্ট, আহুত, ক্ষুধিত, প্রোষিত, উক্ত, উপ্ত, উঢ়, সুপ্ত, পীত, হীন, গীত, শুষ্ক, পক।

পদ সাধিবার প্রণালী।—যেমন—শয়িত=শী+ক্ত। এস্থলে ক্ত প্রত্যয় পরে আছে বলিয়া শী ধাতু স্থানে শয়্ হইল। পরে

* এই সমস্ত পদগুলি কোন্ কোন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, শিক্ষক মহাশয়গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক ছাত্রগণকে বলিয়া দিবেন।

ই আগম হওয়ায় শয়ি হইল। তাহার পর ত যোগ করাতে 'শয়িত' পদ সিদ্ধ হইল।

ক্তি।

ভাববাচ্যে ও কর্ত্তৃভিন্ন কারকবাচ্যে ধাতুর উত্তর ক্তি হয়। ক্ত প্রত্যয় পরে থাকিলে যে সকল কার্য্য হয়, ক্তি প্রত্যয় স্থলেও সেইরূপ কার্য্য হয়। যথা—খ্যাতি=খ্যা+ক্তি। গীতি, অনুমিতি, ইতি, শ্রুতি, স্তুতি, শক্তি, যুক্তি, ভিত্তি, বৃদ্ধি, ক্ষতি, সুষুপ্তি, প্রণতি, ক্লান্তি, গতি, দৃষ্টি, সন্তুষ্টি, উক্তি, গ্লানি, কৃতি, শ্রুতি, হানি প্রভৃতি শব্দ ক্তি প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

পদ সাধিবার প্রণালী।—যেমন—শ্রুতি=শ্রু+ক্তি। ক, ইৎ গেলে থাকে 'তি'। 'শ্রু' ধাতুর সহিত 'তি' যোগ করিলে 'শ্রুতি' পদ সিদ্ধ হয়। এস্থলে ক ইৎ যাওয়ায় গুণ হইল না এবং ঞ এবং ণ ইৎ না যাওয়ায় বৃদ্ধিও হইল না।

ণক।

ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে ণক প্রত্যয় হয়। ণ ইৎ, অক থাকে। যথা—নায়ক=নী+ণক। পাবক, কারক, পাচক, স্মারক, সেচক, দায়ক, গায়ক, জনক প্রভৃতি পদ ণক-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

পদ সাধিবার প্রণালী।—যেমন—পাবক=পূ+ণক। এস্থলে ণ ইৎ যাওয়ায় 'পূ' এই ধাতুর ঊকারের বৃদ্ধি হইয়া ঔকার হইল। তাহার পর অকের অ পরে থাকায়, ঔকার স্থানে আব্ হইয়া আ 'প' তে যুক্ত হইল এবং অকের 'অ' 'ব্' তে যুক্ত হইয়া সমস্ত পদ 'পাবক' হইল।

তৃণ্।

শীল ও সম্যক্‌করণ অর্থে কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর তৃণ্ প্রত্যয় হয়। ণ্ ইৎ তৃ থাকে। যথা—দাতা = দা + তৃণ্ (দান করিতে শীল এই অর্থে)। যোদ্ধা, বোদ্ধা, বেত্তা, পাতা, জেতা, সবিতা, ভবিতা, জনয়িতা, স্থাপয়িতা প্রভৃতি পদ তৃণ্-প্রত্যয়-নিষ্পন্ন।

পদ সাধিবার প্রণালী।—যেমন—পাতা = পা + তৃণ্। এস্থলে পা ধাতুর উত্তর তৃ যোগ করিয়া পাতৃ ও তাহার প্রথমার একবচনে 'পাতা' হইল।

ট।

কর্ম্ম উপপদ থাকিলে কৃ ধাতুর উত্তর এবং পুরঃ ও অগ্র উপপদ থাকিলে সৃ ধাতুর উত্তর ট প্রত্যয় হয়। ট ইৎ অ থাকে। ক্রমিক উদাহরণ যথা—অর্থকর = অর্থ—কৃ + ট; পুরঃসর = পুরঃ—সৃ + ট। বলকর, স্বাস্থ্যকর, দিবাকর, বিভাকর, প্রভাকর, নিশাকর, কিঙ্কর, চিত্রকর, লিপিকর, অগ্রসর প্রভৃতি ট-প্রত্যয় নিষ্পন্ন।

পদ সাধিবার প্রণালী।—যেমন—বলকর = বল—কৃ + ট। এস্থলে কৃ এবং ঙ্ ইৎ না যাওয়ায় কৃ ধাতুর ঋকারের গুণ হইয়া অর্ হইল। অর্-এর 'অ' 'ক'তে ও টকারের 'অ' 'র্' তে যুক্ত হইয়া 'বলকর' পদ সিদ্ধ হইল।

এইরূপ কৃৎ প্রত্যয় অনেকগুলি। সমস্ত প্রত্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ এই ক্ষুদ্র পুস্তকে দেওয়া অসম্ভব। এইজন্য মাত্র প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদগুলি নিম্নে প্রদত্ত হইল:—

(১) টক্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—জলচর, স্থলচর, ভূচর,

খেচর, পার্শ্বচর, বনেচর বা বনচর, সহচর, কৃতঘ্ন, শত্রুঘ্ন, গোঘ্ন প্রভৃতি।

(২) অচ্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—সর্প, দেব, ক্লেশহর, নিন্দার্হ, ধন্যবাদার্হ, সৎকারার্হ প্রভৃতি।

(৩) ণ প্রত্যয় নিষ্পন্ন পদ যথা—ব্যাধ, শ্বাস ইত্যাদি।

(৪) ড প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—বরাহ, অনুজ, প্রজা, জলজ, আত্মজ, সরোজ, মনোজ, পারগ, ভুজগ, নগ, গিরিশ, অভিজ্ঞ, রসজ্ঞ, ব্যাঘ্র, ধনদ, ভূপ, মধুপ, আতপ, গৃহস্থ, তুরগ, বিহগ ইত্যাদি।

(৫) ক প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—প্রিয়, কামদুঘা ইত্যাদি।

(৬) শ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—গোবিন্দ, অরবিন্দ, কর্ম্মধারয় ইত্যাদি।

(৭) ণিন্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—বাদী, প্রবাসী, বিদ্বেষী, অধিকারী, প্রিয়বাদী, সত্যবাদী, অনুজীবী, মনোহারী, হৃদয়গ্রাহী, মিথ্যাবাদী, কলহকারী, মিত্রদ্রোহী, পাপকারী, পিতৃঘাতী, মিত্রঘাতী, ভাবী, আগামী, প্রতিরোধী ইত্যাদি।

(৮) ঘিন্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—যোগী, ত্যাগী, বিবেকী, অনুরাগী ইত্যাদি।

(৯) ইন্ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—মাংসবিক্রয়ী, সংযমী, শ্রমী, ক্ষয়ী ইত্যাদি।

(১০) খ প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—অসূর্য্যম্পশ্যা, প্রিয়ংবদা, স্বয়ংবরা, পতিংবরা, বসুন্ধরা, বিশ্বম্ভরা ইত্যাদি।

(১১) ক্বিপ্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—বিজ্ঞানবিৎ, ভূ-তত্ত্ববিৎ, ইন্দ্রজিৎ, রণজিৎ, সম্রাট্, সেনানী, অগ্রণী, বৃত্রহা, ব্রহ্মহা ইত্যাদি।

(১২) টক্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—ঈদৃশ, যাদৃশ, তাদৃশ, এতাদৃশ, অস্মাদৃশ ইত্যাদি।

(১৩) ইষ্ণু প্রত্যয়ান্ত পদ যথা- সহিষ্ণু, চরিষ্ণু, বর্দ্ধিষ্ণু ইত্যাদি।

(১৪) স্নুক্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—জিষ্ণু ইত্যাদি।

(১৫) আলু প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—দয়ালু, নিদ্রালু, শ্রদ্ধালু, স্পৃহালু ইত্যাদি।

(১৬) র প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—নম্র, হিংস্র, অজস্র ইত্যাদি।

(১৭) উ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—ইচ্ছু, ভিক্ষু, জিজ্ঞাসু, পিপাসু, চিকীর্ষু ইত্যাদি।

(১৮) উক প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—জাগরূক, বাবদূক ইত্যাদি।

(১৯) অন প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—নন্দন, মদন, সাধন, শোভন, সহন, তপন, দমন ইত্যাদি। ভীষণ, নাশন, সৃজন, রমণ, কোপন, দহন, বর্দ্ধন ইত্যাদি।

(২০) ডু প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—স্বয়ম্ভূ, শম্ভু, বিভু, প্রভু ইত্যাদি।

(২১) ত্র প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—স্তোত্র, শস্ত্র, দংষ্ট্রা, দাত্র, ইত্যাদি।

(২২) ইত্র প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—পবিত্র, চরিত্র, বহিত্র, খনিত্র ইত্যাদি।

(২৩) কি প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—বারিধি, পয়োধি, জলনিধি, বিধি, সন্ধি, নিধি, আধি ইত্যাদি।

(২৪) ঘঞ্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—পাক, ত্যাগ, নাশ, ভঙ্গ, সঙ্গ, রাগ, আহার, বিহার, সংহার, রাম, ঘাস, পাদ, রোগ ইত্যাদি।

(২৫) অল্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—জয়, ভয়, আশ্রয়, ভেদ, বধ, বর্ষ, পদ, মুখ, সংশয়, কর, সঞ্চয়, পরাজয় ইত্যাদি।

(২৬) অ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—লজ্জা, খেলা, হিংসা, চিন্তা, পূজা, কথা, চর্চ্চা, স্পৃহা, দোলা, শোভা, জরা, ব্যথা, ত্বরা, ভিক্ষা ইত্যাদি।

(২৭) অনট্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—ভোজন, গমন, শ্রবণ, সেচন, চরণ, নয়ন, ভূষণ, ঈক্ষণ, শয়ন, স্থান ইত্যাদি।

(২৮) নঙ্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—যজ্ঞ, যত্ন, স্বপ্ন, যাচ্ঞা, তৃষ্ণা ইত্যাদি।

(২৯) যক্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—পরিচর্য্যা, বিদ্যা, শয্যা, ক্রিয়া ইত্যাদি।

(৩০) যঙন্ত পদ যথা—জাজ্বল্যমান, রোরুদ্যমান, দেদীপ্যমান, দোদুল্যমান, জঙ্গম, চঞ্চল, সরীসৃপ ইত্যাদি।

(৩১) নাম ধাতু হইতে উৎপন্ন পদ যথা—শব্দায়মান, দুঃখায়মান, বাষ্পায়মান, ধূমায়মান ইত্যাদি।

(৩২ সনন্ত পদ যথা—চিকিৎসা, তিতিক্ষা, জুগুপ্সা, মীমাংসা, জিগীষা, চিকীর্ষা, পিপাসা, শুশ্রূষা, লিপ্সা, বিবক্ষা, জিঘাংসা, দিদৃক্ষা ইত্যাদি।

(৩৩) উণাদি প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ যথা—দারু, কারু, সাধু, স্বাদু, বায়ু, চারু, মরু, তরু, তনু, বন্ধু, সিন্ধু, বিধু, মাতা, পিতা, দুহিতা, পতি, পাপ, হরি, ভীম, ঋষি, ভূমি, যবন, নিদাঘ, গুরু, ধর্ম্ম, বহ্নি, জায়া, নিশীথ, পুণ্য ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির ধাতু ও প্রত্যয় নির্ণয় কর :—

কুবের, ধর্ম্ম, অত্যাচার, তক্, সন্তান, রঞ্জক, পাপঘ্ন, ভাস্কর, মনোহর, ধনঞ্জয়, বিজয়ী, পাচক, পতঙ্গ, মর্ম্মন্তুদ, বৃত্রহা, ঘাতুক শক্র, বিদ্বান্, আসীন, ম্লান, প্রাবৃট্, কৃত্য, নেত্র, আঘাত, সঙ্কল্প বদন, যজ্ঞ, পয়োধি, গ্লানি, পিপাসা, শ্রদ্ধা, ঢস্তব ইত্যাদি।

তদ্ধিত প্রত্যয়।

সাধারণ সূত্র।

১। শব্দের উত্তর যে সমস্ত প্রত্যয় হইয়া পদ রচিত হয়, তাহাদের নাম তদ্ধিত। তদ্ধিত দুই প্রকার—বাঙ্গালা ও সংস্কৃত।

২। ণকারেৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়।

৩। দ্বিবর্ষ ও ত্রিবর্ষ প্রভৃতি শব্দের অন্তগত দ্বিতীয় পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়।

৪। অধিদেব, সুভগ, পঞ্চভূত, পরলোক, সর্ব্বলোক, সুহৃৎ প্রভৃতি শব্দের উভয় পদের আদ্যস্বরের বৃদ্ধি হয়।

৫। ণ ইৎ প্রত্যয়ের বৃদ্ধিরূপ কার্য্য সর্ব্বত্র হয় না।

৬। তদ্ধিত প্রত্যয়ের য ও স্বরবর্ণ পরে থাকিলে শব্দের অন্তেস্থিত অবর্ণের ও ইবর্ণের লোপ হয় এবং অন্তেস্থিত উবর্ণের গুণ হয়।

৭। ডকারেৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের টির লোপ হয়।

৮। ণকারেৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে অন্তেস্থিত আন্তস্বর-স্থান-জাত য স্থানে ইয়্ ও ব স্থানে উব্ হয় এবং দ্বার্, স্বর, শ্বন্ প্রভৃতি শব্দের আদ্য ব ও য স্থানে ইয়্ হয়।

তদ্ধিত প্রত্যয়-নিষ্পন্ন পদ।

১। ষ্ণ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—শিব+ষ্ণ=শৈব। সেইরূপ কাশ্যপ, ভার্গব, রাবণ, দৈত্য, চাণক্য, জামদগ্ন্য, মনুষ্য, বৈধ, পার্থিব, তৈল, ভাগবত, পৌষ, মাগধ, নৈষধ, গৌরব, সৌষ্ঠব, সৌহার্দ্দ, সাহায্য, ঠাকুর, পান্থ বাক্স, বাহ্মণ ইত্যাদি।

২। ষ্ণ্য প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—গাণপত্য=গণপতি+ষ্ণ্য। সেইরূপ আদ্য, বাহ্য, সাম্রাজ্য, সৌভাগ্য, ঔদার্য্য, আধিক্য, চাপল্য, আনুকূল্য ইত্যাদি।

৩। ষ্ণিক প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—বার্ষিক=বর্ষ+ষ্ণিক। সেইরূপ ভৌতিক, লৌকিক, পৈত্রিক, যৌগিক, রৈবতিক, বৈয়াকরণিক নৈয়ায়িক, পৌরাণিক, আলঙ্কারিক, মানসিক, কায়িক, শারীরিক, বাচনিক, আধ্যাত্মিক, আকস্মিক, সামাজিক, মাসিক, বাৎসরিক, তৈলিক, ঔৎপাতিক, হালিক, ব্যবহারিক, দৌবারিক।

৪। ষ্ণেয় প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—গার্গেয়=গর্গ+ষ্ণেয়। সেইরূপ গাঙ্গেয়, বার্ষ্ণেয়, আত্রেয়, বৈমাত্রেয়, সৌমাত্রেয়, সারমেয় ইত্যাদি।

৫। ষ্ণি প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—সৌমিত্রি=সুমিত্রা+ষ্ণি। সেইরূপ দাশরথি ইত্যাদি।

৬। ঈয় প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—তদীয়=তদ্+ঈয়। সেইরূপ মদীয়, ভবদীয়, অস্মদীয়, ত্বদীয় প্রভৃতি।

৭। য প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—দণ্ড্য=দণ্ড+য। সেইরূপ অর্ঘ্য, বধ্য, গব্য, সভ্য, কণ্ঠ্য, প্রাচ্য, বর্গ্য ইত্যাদি।

৮। ত্ব প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—ঘটত্ব=ঘট+ত্ব। সেইরূপ লঘুত্ব, গুরুত্ব, পটুত্ব, সুন্দরত্ব প্রভৃতি।

৯। ইমন্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—মহিমা=মহৎ+ইমন্। সেইরূপ লঘিমা, গরিমা ইত্যাদি।

১০। বতু প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—এতাবৎ=এতৎ+বতু। সেইরূপ কিয়ৎ, ইয়ৎ ইত্যাদি।

১১। তম প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—বিংশতিতম=বিংশতি+তম। সেইরূপ শততম, অযুততম ইত্যাদি।

১২। বতুপ্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—দয়াবান্=দয়া+বতুপ্। সেইরূপ লক্ষীবান্, জ্ঞানবান্ ইত্যাদি।

১৩। মতুপ্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—বুদ্ধিমান্=বুদ্ধি+মতুপ্। সেইরূপ ধীমান্, শ্রীমান্, মতিমান্ ইত্যাদি।

১৪। ইতচ্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—পুষ্পিত=পুষ্প+জাতার্থে ইতচ্। সেইরূপ পল্লবিত, তৃষিত, লজ্জিত ইত্যাদি।

১৫। বিন্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—মেধাবী=মেধা+বিন্। সেইরূপ মায়াবী, তপস্বী, যশস্বী ইত্যাদি।

১৬। র প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—মধুর=মধু+র। সেইরূপ মুখর, নগর, ময়ুর ইত্যাদি।

১৭। ডামহ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—পিতামহ=পিতৃ+ডামহ। সেইরূপ মাতামহ, পিতামহী, মাতামহী ইত্যাদি।

১৮। তর প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—লঘুতর=লঘু+তর। সেইরূপ গুরুতর, শ্রেষ্ঠতর ইত্যাদি।

১৯। ইষ্ঠ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—জ্যেষ্ঠ=বৃদ্ধ+ইষ্ঠ। সেইরূপ কনিষ্ঠ, অল্পিষ্ঠ, যবিষ্ঠ, বরিষ্ঠ, ভূয়িষ্ঠ ইত্যাদি।

২০। ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—মৃণ্ময়=মৃৎ+ময়। সেইরূপ দারুময়, জলময়, ধূমময়, পাপময়, করুণাময় ইত্যাদি।

২১। দা প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—একদা=এক+দা। সেইরূপ সর্ব্বদা, কদা, যদা, তদা ইত্যাদি।

২২। ত্র প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—অন্যত্র=অন্য+ত্র। সেইরূপ সর্ব্বত্র, পরত্র, একত্র ইত্যাদি।

২৩। চ্বি প্রত্যয়ান্ত পদ যথা—বশীভূত=বশ-চ্বি+ভূত। সেইরূপ দৃঢ়ীকৃত, অঙ্গীকৃত, সজ্জীভূত ইত্যাদি।

বাঙ্গালা তদ্ধিত।

১। ভাব অর্থে শব্দের উত্তর যথাসম্ভব আই, আমি, আলি, গিরি, পণা, আনী, আনা প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—শক্তাই, দুষ্টামি, ঘটকালী, কেরাণীগিরি, গুণপণা, হিন্দু-আনী, বিবি-আনা ইত্যাদি।

২। অল্পতা বুঝাইতে দ্রব্যবাচক শব্দের উত্তর টুকি ও টুকু প্রত্যয় হয়। যথা—ভূমিটুকি, জলটুকু ইত্যাদি।

৩। পূরণ অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর যথাসম্ভব ই এবং এ প্রত্যয় হয়। যথা—পাঁচই, ছয়ই, উনিশে, বিশে ইত্যাদি।

৪। কিঞ্চিৎ আদর প্রকাশ স্থলে টি, খানি ও অবজ্ঞা এবং

অনাদর বুঝাইতে টা, খানা, গুলা প্রভৃতি প্রত্যয় হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—ছেলেটি, বইখানি, ঘটিটা, পুস্তকখানা, ছেলেগুলা ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত শব্দগুলির প্রকৃতি-প্রত্যয় স্থির কর :—

বৈয়াকরণ, মাহাত্ম্য, আসুরিক, মৌলিকত্ব, তেজস্বী, কালিমা, স্বাস্থ্য, তেজীয়ান্, ঔদ্ধত্য, নবতিতম, ঐক্য, পণ্ডিত, সরস্বতী, পাতিব্রত্য, পারলৌকিক, পৌষ, মার্গশীর্ষ, নিদ্রিত, বৈদেহী, ঐতিহাসিক, ভস্মীভূত, বিটপী।

সমাস।

১। মিলনের সম্ভাবনা থাকিলে দুই বা বহু পদের যে একপদীভাব তাহাকে সমাস বলে। মিলনের সম্ভাবনা না থাকিলে সমাস হইতে পারে না। বস্ত্র রামের এই বাক্যে 'বস্ত্ররাম' এরূপ সমাস হইতে পারে না।

২। যে সকল পদে সমাস হয়, তাহাদের বিভক্তির লোপ হয়।

৩। যে যে পদে সমাস হয়, তাহাদের প্রত্যেককে সমস্যমান ও সমাসবদ্ধ পদকে সমস্তপদ বলে। সমাসের অর্থ প্রকাশ করিতে যে পদসমষ্টির প্রয়োগ হয়, তাহাকে সমাসবাক্য, ব্যাসবাক্য বা বিগ্রহবাক্য কহে।

৪। সমাস প্রধানতঃ চারি প্রকার।—দ্বন্দ্ব, অব্যয়ীভাব, তৎপুরুষ ও বহুব্রীহি। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক প্রকার সমাস আছে। এ ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহাদের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। কর্ম্মধারয় ও দ্বিগু সমাস তৎপুরুষের অন্তর্গত।

দ্বন্দ্ব।

১। যে স্থলে উভয় পদেরই অর্থ প্রধানরূপে প্রতীত হয়, তথায় দ্বন্দ্ব সমাস হয়। যথা—পাপ এবং পুণ্য = পাপপুণ্য ইত্যাদি।

২। দ্বন্দ্ব সমাসে অপেক্ষাকৃত অল্পস্বরযুক্ত পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা—স্ত্রীপুরুষ, কাককোকিল। যে স্থলে স্বরের সমতা থাকে, তথায় স্বরাদি অকারান্ত পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা—অশ্বগজ, ইন্দ্রবহ্নি ইত্যাদি।

৩। স্বরসাম্যস্থলে ইকারান্ত ও উকারান্ত পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা—হরিহর, দধিক্ষীর ইত্যাদি। পূজ্য ও জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃবোধক পদের পূর্ব্বনিপাত হয়। যথা—মাতাপিতা, * ভীমার্জ্জুন; কিন্তু অনেকস্থলে ব্যভিচারও লক্ষিত হয়। যথা—পিতামাতা, কৃষ্ণবলরাম।

৪। ঋতুবাচক, নক্ষত্রবাচক ও ব্রাহ্মণাদিবাচক শব্দের আনুপূর্ব্ব্য অনুসারে পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়ম। যথা—শীতবসন্ত, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ।

অব্যয়ীভাব।

১। সমাসে পূর্ব্বপদের অর্থ প্রধানভাবে প্রতীত হইলে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। অব্যয়ীভাব সমাসের একটি পদ অব্যয় হয় ও তাহা পূর্ব্বে বসে। যথা—উপবন।

২। সামীপ্যাদি অর্থে অব্যয়ীভাব সমাস হয়। যথা—

* গর্ভধারণপোষাভ্যাং পিতুর্মাতা গরীয়সী।

(ক) সামীপ্য—কূলের সমীপে উপকূল।

(খ) অভাব—ভিক্ষার অভাব দুর্ভিক্ষ।

(গ) বীপ্সা—দিন দিন প্রতিদিন।

(ঘ) পর্য্যন্ত—জানু পর্য্যন্ত আজানু।

(ঙ) সদৃশ—সাগরের সদৃশ উপসাগর।

(চ) যোগ্যতা—রূপের যোগ্য অনুরূপ।

(ছ) পশ্চাৎ—গমনের পশ্চাৎ অনুগমন।

(জ) অনতিক্রম—বিধিকে অতিক্রম না করিয়া যথাবিধি।

তৎপুরুষ।

১। সমাসে পর পদের অর্থ প্রধানভাবে প্রতীত হইলে তৎপুরুষ সমাস হয়। তৎপুরুষ সমাস প্রধানতঃ ছয় প্রকার। যথা—দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎপুরুষ।

(ক) দ্বিতীয়া তৎপুরুষ যথা—বিস্ময়কে আপন্ন = বিস্ময়াপন্ন।

(খ) তৃতীয়া „ „ অস্ত্রদ্বারা আহত = অস্ত্রাহত।

(গ) চতুর্থী „ „ দেবকে দত্ত = দেবদত্ত।

(ঘ) পঞ্চমী „ „ বৃক্ষ হইতে চ্যুত = বৃক্ষচ্যুত।

(ঙ) ষষ্ঠী „ „ রাজার ধন = রাজধন।

(চ) সপ্তমী „ „ অরণ্যে বাস = অরণ্যবাস।

২। আশ্রিতাদি শব্দের যোগে এবং পূর্ব্বপদ ক্রিয়া-বিশেষণ হইলে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—পিতৃকে আশ্রিত = পিত্রাশ্রিত। ব্যাপ্তি অর্থ বুঝাইলেও দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়।

যথা—চিরকাল ব্যাপিয়া সুখ=চিরসুখ। 'চিরসুখ' প্রভৃতি পদগুলিকে কেহ কেহ নিত্য সমাস বলিয়া থাকেন।

৩। যুক্তার্থ, ঊনার্থ এবং কর্তৃ ও করণবাচ্য-বিহিত ক্ত প্রত্যয়ের যোগে তৃতীয়া তৎপুরুষ সমাস হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—বিদ্যা দ্বারা যুক্ত=বিদ্যাযুক্ত, জ্ঞান দ্বারা শূন্য=জ্ঞানশূন্য, ব্যাঘ্র কর্তৃক হত=ব্যাঘ্রহত, লোক দ্বারা আকীর্ণ=লোকাকীর্ণ।

৪। নিমিত্তার্থক ও দত্ত প্রভৃতি শব্দের যোগে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—জ্ঞানের নিমিত্ত উন্মত্ত=জ্ঞানোন্মত্ত, ব্রাহ্মণকে দত্ত=ব্রাহ্মণদত্ত।

৫। মুক্ত প্রভৃতি পদের যোগে পঞ্চমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—মেঘ হইতে মুক্ত=মেঘমুক্ত, ব্যাঘ্র হইতে ভীত=ব্যাঘ্রভীত।

৬। তুল্য, সমূহ ও সম্বন্ধবিহিত শব্দের যোগে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—পিতার তুল্য=পিতৃতুল্য, বালকের গণ=বালকগণ, রাজার ধন=রাজধন।

৭। প্রবীণ প্রভৃতি শব্দের যোগে সপ্তমী তৎপুরুষ সমাস হয়। যথা—শাস্ত্রে প্রবীণ=শাস্ত্রপ্রবীণ, রণে পণ্ডিত=রণপণ্ডিত।

৮। শেষ পদের অর্থ প্রধান থাকিয়া নঞ্ অব্যয়ের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে নঞ্ তৎপুরুষ সমাস কহে। যথা—অব্রাহ্মণ।

ছয়টি বিভিন্ন অর্থে নঞ্ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা—

(ক) তৎসাদৃশ্য ... ব্রাহ্মণের সদৃশ = অব্রাহ্মণ।
(খ) অভাব ... ক্ষয়ের অভাব = অক্ষয়।
(গ) তদন্যত্ব ... লৌকিক ভিন্ন = অলৌকিক।

(ঘ)	তদল্পতা	...	অল্প কেশযুক্তা	= অকেশী।
(ঙ)	অপ্রাশস্ত্য	...	অপ্রশস্ত কাল	= অকাল।
(চ)	বিরোধ	..	মিত্র বিরোধী	= অমিত্র।

৯। তৎপুরুষ সমাসে বিভক্তি লোপ না হইলে ও দুই পদ সমস্ত পদের মত প্রযুক্ত হইলে অলুক্ সমাস হয়। যথা—খেচর, সরসিজ।

১০। তৎপুরুষ সমাসের মধ্যে যেগুলি উপপদের সহিত সমাস হয়, তাহাদিগকে উপপদ তৎপুরুষ কহে। যথা—পঙ্কে জন্মে যে = পঙ্কজ ইত্যাদি।

(ক)—কর্ম্মধারয়।

১। যে তৎপুরুষ সমাসে সমস্যমান পদ বিশেষ্য বিশেষণ-ভাবাপন্ন, তাহাকে কর্ম্মধারয় সমাস বলে। বিশেষণ পদ প্রায়ই পূর্ব্বে বসে। যথা—মহাবীর।

২। বিশেষণ পদের সহিত বিশেষণ পদের সমাস হইলেও কর্ম্মধারয় সমাস হইবে। যথা—হৃষ্ট যাহা পুষ্ট ও তাহা = হৃষ্টপুষ্ট (কলেবর)।

৩। কর্ম্মধারয় সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ পদ প্রায়ই পুংলিঙ্গ হয়। যথা—সতী প্রবৃত্তি = সৎপ্রবৃত্তি ইত্যাদি।

৪। কখন কখন কর্ম্মধারয় সমাসে বিশেষণ পদ পরে থাকে এবং অন্য শব্দের স্থানে 'অন্তর' আদেশ হয়। যথা—অন্য রূপ = রূপান্তর, বৃদ্ধ তাপস = তাপসবৃদ্ধ।

৫। পুরুষ ও কু শব্দ থাকিলে কুস্থানে কা আদেশ হয়।

যথা—কু (কুৎসিৎ) পুরুষ=কাপুরুষ। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে কু স্থানে কৎ আদেশ হয়। যথা—কু অন্ন=কদন্ন।

৬। সমাস হইলে অনেক স্থলে মধ্য পদের লোপ হয়। উহাকে মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস কহে। যথা—ঘৃত মিশ্রিত অন্ন=ঘৃতান্ন।

(খ)—দ্বিগু সমাস।

১। সংখ্যাবাচক শব্দ পূর্ব্বে থাকিলে যদি এককালে অনেক বস্তু বুঝায়, তাহাকে দ্বিগু সমাস কহে। এই সমাসে অনেক স্থলে অকারান্ত পদ ঈকারান্ত হয়। যথা—তিন লোকের সমাহার= ত্রিলোকী ইত্যাদি।

বহুব্রীহি।

১। সমস্যমান পদ সকলের অর্থ না বুঝাইয়া যে স্থলে অন্য পদের অর্থ প্রধানরূপে প্রতীয়মান হয়, উহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে। বহুব্রীহি সমাসের বাক্যে একটি যদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা—পীত হইয়াছে অম্বর যার=পীতাম্বর ইত্যাদি।

২। বহুব্রীহি সমাসে বিশেষণ পদ পূর্ব্বে বসে। যথা—দীর্ঘ বাহু যার=দীর্ঘবাহু।

৩। কর্ম্মধারয়ের ন্যায় বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ বিশেষণ পদ প্রায়ই পুংলিঙ্গ হয়। যথা—মহতী মতি যার=মহামতি ইত্যাদি।

৪। কতকগুলি বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন পদের উত্তর বিকল্পে ক হয়। যথা—অল্পবয়স্ক, উন্মনস্ক ইত্যাদি।

৫। নিম্নে কতকগুলি ব্যাসবাক্যসহ বহুব্রীহি সমাসের উদাহরণ প্রদত্ত হইল। যথা—

পদ।	ব্যাসবাক্য।
নির্লজ্জ	নাই লজ্জা যাহার।
অজ্ঞান	নাই জ্ঞান যাহার।
সুগন্ধি	শোভন গন্ধ যাহার।
সবান্ধব	বান্ধবের সহিত বর্ত্তমান যে।
শূলপাণি	শূল পাণিতে যাহার।
অনন্ত	নাই অন্ত যাহার।
অল্পবয়স্ক	অল্প বয়স যাহার।
স্থিরপ্রতিজ্ঞ	স্থিরা প্রতিজ্ঞা যাহার।
অল্পমেধাঃ	অল্প মেধা যাহার।
ঊর্ণনাভ	ঊর্ণা নাভিতে যাহার।
নির্দ্দয়	নাই দয়া যাহার।
সপত্নী	সমান পতি যাহার।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস উল্লেখ কর:—

দুঃখাভ্যস্ত, যথাশাস্ত্র, পরোক্ষ, দলবদ্ধ, দেবভোগ্য, অর্দ্ধচন্দ্র, অসুর, মহারাজ্ঞী, চতুষ্পদী, চক্রপাণি, দম্পতি এবং দিবারাত্রি।

২। নিম্নলিখিত গুলির জন্য এক একটি পদ উল্লেখ কর।

(ক) নদী মাতা যার। (খ) সুখ উচিত যাহার। (গ) প্রিয়া ভার্য্যা যার। (ঘ) পুষ্প ধনু যার। (ঙ) সীতা জায়া যার। (চ) পদ্মের ন্যায় অক্ষি যার। (ছ) সু (শোভন)

হৃদয় যাহার। (জ) যুবতী জায়া যার। (ঝ) মৃতা পত্নী যার। (ঞ) সমান উদর যার।

পরিশিষ্ট।

(ক)—সান্বয়-পদ-নির্ব্বাচন।

বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক পদের পরিচয় দান ও পরস্পরের সহিত পরস্পরের সম্বন্ধ নির্ণয় করার নাম সান্বয়-পদ-নির্ব্বাচন। প্রতি বাক্যে প্রধানতঃ চারি প্রকার পদ থাকে। যথা—বিশেষ্য, বিশেষণ, অব্যয় ও ক্রিয়া। সান্বয়-পদ-নির্ব্বাচন করিতে হইলে উক্ত চারি প্রকার পদের সম্যক্ পরিচয় প্রদান ও কোন্ পদের সহিত কোন্ পদের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা প্রদর্শন করিতে হয়।

(ক) বিশেষ্য পদের পরিচয় স্থলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখ করিতে হয়। যথা—(১) কি প্রকারের বিশেষ্য। (২) লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও কারক।

(খ) বিশেষণ স্থলে—কি প্রকারের বিশেষণ ও কাহার বিশেষণ। সর্ব্বনাম স্থলে 'সর্ব্বনাম বিশেষণ' একথা উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ) ক্রিয়া পদ স্থলে—(১) সমাপিকা কি অসমাপিকা, সকর্ম্মক, দ্বিকর্ম্মক বা অকর্ম্মক, কিংবা মুখ্য কি গৌণ। (২) কোন্ পুরুষের, কোন্ বচনের, কোন্ কালের ও কোন্ বাচ্যের। (৩) উহার কর্ত্তা কে এবং সকর্ম্মক স্থলে কর্ম্মই বা কি।

(ঘ) অব্যয় স্থলে—অব্যয়ের প্রকারভেদ এবং উহা ক্রিয়া বিশেষণ হইলে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

নিম্নে একটি বাক্যের সান্বয়-পদ-নির্ব্বাচন করিয়া দেওয়া হইল—

১ ২ ৩ ৪ ৫
"মহাকবি কালিদাস পৌরাণিক বৃত্তান্ত অবলম্বন করিয়া
৬ ৭ ৮ ৯
অতি সুন্দর মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন।

(১) মহাকবি—'কালিদাসের' বিশেষণ।

(২) কালিদাস—নামবাচক বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, এক বচন, প্রথম পুরুষ, কর্ত্তৃকারক, 'অবলম্বন করিয়া' ও 'রচনা করিয়াছেন' এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

(৩) পৌরাণিক—'বৃত্তান্ত' এই পদের বিশেষণ।

(৪) বৃত্তান্ত—বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, এক বচন, প্রথম পুরুষ, কর্ম্মকারক, 'অবলম্বন করিয়া' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম।

(৫) অবলম্বন করিয়া—অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক, 'কালিদাস' ইহার কর্ত্তা ও 'বৃত্তান্ত' কর্ম্ম।

(৬) অতি—'সুন্দর' এই বিশেষণের বিশেষণ।

(৭) মহাকাব্য—দ্রব্যবাচক বিশেষ্য, দ্বিতীয়ার একবচন। বাঙ্গালা ভাষায় ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার না থাকায় পুংলিঙ্গ, কর্ম্মকারক, 'রচনা করিয়াছেন' এই ক্রিয়ার কর্ম্ম।

(৮) রচনা করিয়াছেন—সমাপিকা, সকর্ম্মক, পরোক্ষ অতীত, 'মহাকাব্য' কর্ম্ম ও 'কালিদাস' কর্ত্তা।

(খ)—বিপরীতার্থ শব্দ।

মূল শব্দ।		বিপরীতার্থ শব্দ।	মূল শব্দ।		বিপরীতার্থ শব্দ।
ধর্ম্ম	...	অধর্ম্ম।	শুভ	...	অশুভ।
শান্তি	...	অশান্তি।	আকর্ষণ	...	বিকর্ষণ।
মহৎ	...	ক্ষুদ্র।	নিরত	..	বিরত।
ধনী	...	নির্ধন।	আচ্ছাদিত	...	অনাচ্ছাদিত।
শান্ত	...	দুরন্ত।	উন্মীলন	...	নিমীলন।
সহযোগী	...	প্রতিযোগী।	প্রবীণ	...	অর্ব্বাচীন।
উন্নতি	..	অবনতি।	জাগ্রৎ	...	নিদ্রিত।
সংযোগ	...	বিয়োগ।	আবাহন	...	বিসর্জ্জন।
সুশ্রী	...	বিশ্রী।	স্থূল	...	সূক্ষ্ম।
অর্থী	...	প্রত্যর্থী।	প্রফুল্ল	...	ম্লান।
উৎকৃষ্ট	..	অপকৃষ্ট।	বিশুদ্ধ	...	অবিশুদ্ধ।
সুশীল	...	দুঃশীল।	সুজন	...	কুজন।
সরস	....	নীরস।	সাধু	...	অসাধু।
আহার	...	অনাহার।	অনুরক্ত	...	বিরক্ত।
সুগন্ধ	...	দুর্গন্ধ।	সুখী	...	অসুখী।
সুলভ	...	দুর্ল্লভ।	বিপদ	...	সম্পদ।
সুস্থ	...	অসুস্থ।	ন্যায়	...	অন্যায়।
বিনীত	...	অবিনীত।	ঊর্দ্ধ	...	অধঃ।
অলস	...	অনলস।	পাপ	...	পুণ্য।
প্রকৃতি	...	বিকৃতি।	শত্রু	...	মিত্র।

—ইত্যাদি।

(গ)—প্রতিশব্দ প্রয়োগ।

১। অগ্নি—অনল, পাবক, বহ্নি, কৃশানু, জ্বলন। বিভাবসু, বৈশ্বানর, শুচি, হুতাশন॥ উষর্বুধ, চিত্রভানু, দমুনাঃ, দহন। বীতিহোত্র, ধনঞ্জয়, শুক্র, হব্যবাহন॥

২। বায়ু—অনীল, সমীর, মরুৎ, আশুগ, পবন। পবমান, প্রভঞ্জন, বাত, সমীরণ॥ সদাগতি, গন্ধবহ, বিহগ, শ্বসন। নভস্বান্, ধূলিধ্বজ, মারুত, স্পর্শন॥

৩। জল—কমল, সলিল, বারি, ঘনরস, ক্ষীর। অমৃত, জীবন, অম্বু, মেঘপুষ্প, নীর॥ উদক, পুষ্কর, বন, আপঃ, অম্ভঃ, তোয়। ভুবন, পানীয়, কুশ, ইরা, অর্ণঃ, পয়ঃ॥

৪। পৃথিবী—অচলা, ধরিত্রী, ধরা, বসুধা, ধরণী। বিশ্বম্ভরা, ভূমি, স্থিরা, মেদিনী, অবনী॥ বসুন্ধরা, মহী, পৃথ্বী, ক্ষিতি, বসুমতী। রত্নগর্ভা, ভূতধাত্রী, ক্ষৌণী, গন্ধবতী॥

৫। আকাশ—গগন, অনন্ত, অভ্র, বিহায়ঃ, পুষ্কর। অন্তরীক্ষ, বিষ্ণুপদ, নভঃ, খ, অম্বর॥

৬। নদী—তরঙ্গিণী, শৈবলিনী, আপগা, তটিনী। স্রোতস্বতী, দ্বীপবতী, নিম্নগা, বাহিনী॥

৭। পর্ব্বত—শিখরী, অচল, অদ্রি, গোত্র, গিরি, ধর। শৈল, নগ, অগ, স্থির, কুলীর, ভূধর॥

৮। বৃক্ষ—মহীরুহ, অনোকহ, তরু, দ্রুম, নগ। বিটপী, পাদপ, শাখী, কুট, কুজ, অগ॥

৯। সমুদ্র—অর্ণব, জলধি, সিন্ধু, সাগর, বারিধি। পারাবার, রত্নাকর, অব্ধি, পয়োনিধি ॥ উর্ম্মিমালী, তিমিকোষ, পেরু, তোয়নিধি। যাদঃপতি, অকূপার, তারষ, উদধি ॥

১০। বন—অটবী, অরণ্য, দব, কান্তার, গহন। দুর্গম, জঙ্গল, দাব, বিপিন, কানন ॥

১১। বিদ্যুৎ—তড়িৎ, হ্লাদিনী, শম্পা, অস্থিরা, চঞ্চলা। ক্ষণপ্রভা, সৌদামিনী, বিদ্যুৎ, চপলা ॥

১২। সূর্য্য—আদিত্য, ভাস্কর, অর্ক, রবি, দিবাকর। তপন, সবিতা, ভানু, মিত্র, প্রভাকর ॥ মার্ত্তণ্ড, অরুণ, সুর, পতঙ্গ, তপন। সহস্রাংশু, অংশুমালী, ব্রধ্ন, বিরোচন ॥

১৩। চন্দ্র—হিমাংশু, চন্দ্রমা, ইন্দু, বিধু, শশধর। কলানিধি, নক্ষত্রেশ, শশী, ক্ষপাকর ॥

১৪। নক্ষত্র—তারকা, উডু, ঋক্ষ, তার, তারা ॥

১৫। মেঘ—জীমূত, নীরদ, অভ্র, ঘন, জলধর। বারিদ, পর্জ্জন্য, অব্দ, মেঘ, পয়োধর ॥

১৬। রাত্রি—রজনী, শর্ব্বরী, রাত্রি, ক্ষপা, নিশীথিনী। ক্ষণদা, ত্রিযামা, নিশা, তমী, তমস্বিনী ॥

১৭। সিংহ—মৃগেন্দ্র, পঞ্চাস্য, সিংহ, পারীন্দ্র, কেশরী। কণ্ঠীরব, পঞ্চশিখ, মৃগরাজ, হরি ॥

১৮। হস্তী—মাতঙ্গ, বারণ, ইভ, দন্তাবল, গজ। দ্বিরদ, কুঞ্জর, দন্তী, দ্বিপ, মতঙ্গজ ॥

১৯। সর্প—ভুজগ, ভুজঙ্গ, অহি, ফণী, বিষধর। সরীসৃপ,

আশীবিষ, ব্যাল, দর্ব্বীকর॥ বিলেশয়, ফণধর, বিষাস্য, উরগ। কুম্ভীনস, দীর্ঘপৃষ্ঠ, দ্বিজিহ্ব, পন্নগ॥

২০। বানর—মর্কট, প্লবঙ্গ, হরি, কপি, শাখামৃগ। প্লবঙ্গম, কলিপ্রিয়, বানর, প্লবগ॥

২১। ভ্রমর—দ্বিরেফ, মধুপ, ভৃঙ্গ, মধুকৃৎ, ভ্রমর। মধুব্রত, শিলীমুখ, অলি, মধুকর॥

২২ পক্ষী—শকুনি, পতগ, বাজী, পত্ররথ, খগ। পতত্রী, অন্তজ, দ্বিজ, পতঙ্গ, বিহগ॥

২৩। অশ্ব—ঘোটক, তুরগ, বাজী, তুরঙ্গম, পীতি। সৈন্ধব, গন্ধর্ব্ব, হয়, বাহ, অর্ব্বা, সপ্তি॥

২৪। কোকিল—কলকণ্ঠ, বনপ্রিয়, পিক, পরভৃত। গন্ধর্ব্ব, কোকিল, তাম্রাক্ষ, বসন্তদূত॥

২৫। কাক—বায়স, করট, ধ্বাঙ্খ, পিশুন, অরিষ্ট। বলিভুক্, পরভৃত, কাগ, বলিপুষ্ট॥

২৬। রাজ—পার্থিব, ভূমীন্দ্র, ভূপ, নৃপ, নরপতি। প্রজেশ্বর, দণ্ডধর, ভূপাল, ভূপতি॥

২৭। রাক্ষস—রাক্ষস, কর্ব্বূর, রক্ষ, ক্রব্যাদ, আশর। যাতুধান, সন্ধ্যাবল, যাতু, নিশাচর॥

২৮। অসুর—দৈতেয়, দনুজ, দৈত্য, দানব, দেবারি। দিতি-সুত, দেবরিপু, অসুর, ইন্দ্রারি॥

২৯। পণ্ডিত—বিদ্বান্, মনীষী, ধীর, ধীমান্, কোবিদ। বিচক্ষণ, দূরদর্শী, বিজ্ঞ, বিশারদ॥

৩০। গৃহ—নিলয়, অগার, গেহ, সদন, ভবন। মন্দির, আলয়, বস্তু্য, সদ্ম, নিকেতন।

৩১। অন্ধকার—তিমির, ধ্বান্ত, তমঃ, অন্ধকার।

৩২। অহঙ্কার—অভিমান, মদ, গর্ব্ব, দম্ভ, অহঙ্কার।

৩৩। ইচ্ছা—আকাঙ্ক্ষা, কামনা, ইচ্ছা, স্পৃহা, মনোরথ।

৩৪। কেশ—চিকুর, কুন্তল, কচ, ব্রজিন, মূর্দ্ধজ। শিরোরুহ, অস্র, আল, কেশ, শিরসিজ॥

৩৫। চক্ষু—লোচন, নয়ন, নেত্র, ঈক্ষণ, দর্শন।

৩৬। ধনুক—ধনু, চাপ, গুণী, কাণ্ড, কোদণ্ড, কার্ম্মুক।

৩৭। পত্র—পলাশ, ছদন, পত্রছদ, পর্ণ, দল।

৩৮। পদ্ম—কমল, নলিন, সহস্রপত্র, পঙ্কজ। রাজীব, অম্বুজ, পদ্ম, সারস, অম্ভোজ॥

৩৯। মনোহর—মনোজ্ঞ, শোভন, মঞ্জু, মঞ্জুল, সুন্দর। অভিরাম, চারু, রম্য, কান্ত, মনোহর॥

৪০। মস্তক—মস্তক, কপাল, মৌলি, শীর্ষ, উত্তমাঙ্গ। মূর্দ্ধা, শিরঃ, মুণ্ড, পুণ্ড্র, কপাল, বরাঙ্গ॥

৪১। মাংস—পিশিত, পলল, ক্রব্য, অস্রজ, আমিষ। পল, কীর, মাংস, জৈব, জাঙ্গল, তরস॥

৪২। যজ্ঞ—সব, মহ, মনু, হব, আহব, সবন। ক্রতু, মখ, ইষ্ট, যাগ, অধ্বর, হবন॥

৪৩। রক্ত—রুধির, অসৃক, অস্র, ক্ষতজ, শোণিত। ত্বগৃজ, কীলাল, শোণ, কুঙ্কুম, লোহিত॥

৪৪। বজ্র—কুলিশ, ভিদুর, শম্ব, দম্ভোলি, অশনি।

৪৫। শত্রু—সপত্ন, অরাতি, পর, দ্বিট্, শত্রু, বৈরি। প্রতিপক্ষ, পরিপন্থী, অভিঘাতী, অরি॥

৪৬। শীঘ্র—চপল, ত্বরিত, ক্ষিপ্র, আশু, লঘু, অর, দ্রুত, তূর্ণ, সত্বর।

৪৭। সর্ব্বদা—সন্তত, অনিশ, নিত্য, সদা, অবিরত। অজস্র, সর্ব্বদা, অশ্রান্ত, সতত॥

৪৮। স্ত্রী—নারী, বধূ, ভীরু, বামা, মহিলা, অঙ্গনা। সুন্দরী, অবলা, রামা, বনিতা, ললনা॥

রচনা-শিক্ষা।

বাক্য।

১। দুই বা বহু পদ একত্র গ্রথিত হইয়া পূর্ণ অর্থ প্রকাশ করিলে তাহাকে বাক্য বলে। যেমন—রাম হাসিতেছে। বাক্য রচনা করিতে হইলে অন্ততঃ একটি কর্ত্তা ও একটি ক্রিয়া থাকা প্রয়োজন। ক্রিয়াহীন বাক্য, বাক্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। 'তিনি বাটী' এই মাত্র বলিলে বাক্য হইতে পারে না। 'যাইতেছেন' এই ক্রিয়াপদ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা থাকিয়া যায়। আবার, কর্ত্তা ও ক্রিয়াপদ থাকিলেই যে বাক্য হইবে তাহা নহে; পদসমূহের যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন। সুতরাং 'জলে পুড়িতেছে' বলিলে জলের পোড়ান শক্তি না থাকায়, ইহা বাক্য হইতে পারে না। আবার, পদগুলি যেখানে সেখানে স্থাপন করিলে বাক্য হইতে পারে না। তাহাদের মধ্যে আসত্তি থাকা প্রয়োজন। 'তিনি গঙ্গা হইতে জল আনিয়াছেন' ইহা না বলিয়া যদি 'হইতে আনিতেছেন তিনি গঙ্গা নদী জল' এইরূপ বলা যায়, তাহা হইলে আসত্তি না থাকায়, ইহা বাক্য হইতে পারে না। সুতরাং আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিযুক্ত পদসমষ্টিকেই বাক্য বলিতে হইবে।

২। বাক্যের গঠন চারি প্রকার যথা—(১) বিধিবোধক (যেমন—সর্ব্বদা সত্য কহিবে)। (২) নিষেধাত্মক (যেমন—কথন কাহারও সহিত কলহ করিও না)। (৩) আদেশাত্মক (যেমন—তুমি তথায় শীঘ্র যাও)। (৪) প্রশ্নবোধক (যেমন—তুমি কি তথায় যাইবে)?

৩। প্রত্যেক বাক্যে দুইটি অংশ থাকে যথা—উদ্দেশ্য ও বিধেয়। যাহার সম্বন্ধে কিছু বলা যায়, তাহাকে উদ্দেশ্য এবং উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা বলা যায়, তাহাকে বিধেয় বলে। 'বালক হাসিতেছে' এই বাক্যটির মধ্যে 'বালক' উদ্দেশ্য ও 'হাসিতেছে' বিধেয়।

৪। উদ্দেশ্য দুই প্রকার—সরল ও প্রসারিত। যদি কর্তৃ-কারকে মাত্র একটি পদ থাকে, তাহা হইলে সরল এবং কর্তৃপদের পরিচয় দিবার জন্য যদি অন্যান্য পদ ইহার সহিত যুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রসারিত উদ্দেশ্য কহে।

সরল উদ্দেশ্য—	(১) বিশেষ্য—	বায়ু বহিতেছে।
	(২) সর্ব্বনাম—	আমি যাইতেছি।
	(৩) বিশেষণ—	ধার্ম্মিকেরাই সুখী।
	(৪) বাক্যাংশ—	মিথ্যা কথা বলা অনুচিত।

উল্লিখিত চারিটি বাক্যে নিম্নরেখ পদগুলি সরল উদ্দেশ্য।

প্রসারিত উদ্দেশ্য—	(১) বিশেষণ—	জ্ঞানী লোকেরাই সুখী।
	(২) পরিচয়-বোধক অন্য বিশেষ্য—	ভারত-গৌরবরবি জগদীশ-চন্দ্র বিজ্ঞান শাস্ত্রে অদ্বিতীয়।
	(৩) সম্বন্ধ পদ—	তাহার পুত্র আসিয়াছে।

প্রসারিত উদ্দেশ্য—

(৪) অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত— { রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।

(৫) উদ্ধৃত বাক্য— { 'অহিংসা পরম ধর্ম্ম' বৌদ্ধদিগের মূলনীতি।

উল্লিখিত বাক্যকয়টিতে নিম্নরেখ অংশগুলি প্রসারিত উদ্দেশ্য।

৫। বিধেয় দুই প্রকার—সরল ও প্রসারিত। একমাত্র ক্রিয়া থাকিলে সরল বিধেয় ও বিধেয়ের পূরণ ও পোষণ জন্য পদসমষ্টি প্রযুক্ত হইলে প্রসারিত বিধেয় হইয়া থাকে।

৬। যদি একটি বাক্যমধ্যে কর্ত্তার ক্রিয়া দ্বারা বক্তার মনোগত ভাব সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত না হয়, তাহা হইলে ঐ ক্রিয়ার পূরণ জন্য অন্য পদ প্রয়োগ করিতে হয়। 'তিনি কাটিয়াছেন' এই বাক্যটি অসম্পূর্ণ; সুতরাং 'গাছ' কি অন্য কোন কর্ম্মপদ প্রয়োগ না করিলে এই বাক্যটির অর্থ স্পষ্ট বুঝা যায় না। অতএব বিধেয়ের পূরণ জন্য কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ কারকের প্রয়োগ করিতে হয়। ক্রমিক উদাহরণ যথা—সে (ফল) কিনিতেছে; আমি (যষ্টি দ্বারা) প্রহার করিতেছি; রাজা (নিরন্নকে) অন্নদান করেন; সে (ব্যাঘ্র হইতে) ভয় পাইতেছে; যদু (কলিকাতায়) গিয়াছে।

৭। বাক্যের পূর্ণতাবিধান করিতে যেমন বিধেয়ের সহিত কারকের প্রয়োগ হয়, সেইরূপ অনেক স্থলে বিধেয়ের পোষণ জন্য সময়, প্রকার, হেতুবাচক প্রভৃতি ক্রিয়া-বিশেষণ ও অব্যয়ের প্রয়োগ হইয়া থাকে। ক্রমিক উদাহরণ যথা—আমি (অসময়ে)

তাহার সহিত দেখা করিয়াছি ; তিনি (কায়মনোবাক্যে) ঈশ্বরকে ডাকিতেছেন ; আমি তাহার সহিত (দেখা করিতে) যাইব ; সে তাহাকে (নাম ধরিয়া) ডাকিতেছে।

৮। দ্বিতীয় প্রকরণে উল্লিখিত বাক্য আবার সরল, জটিল ও যৌগিক ভেদে তিন প্রকার।

(ক)—সরল বাক্য।

যে বাক্যে একটিমাত্র কর্ত্তা ও একটিমাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাহাকে সরল বাক্য কহে। যথা—যদু যাইতেছে।

সরল বাক্য বিশ্লেষণ।

সরল বাক্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে :—

(ক) সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তাটি স্থির করিয়া তাহা উদ্দেশ্য স্থানে রাখ।

(খ) কর্ত্তার প্রসারিত অংশ দ্বিতীয় স্থানে রাখ।

(গ) ক্রিয়াটি স্থির করিয়া তাহা বিধেয় স্থানে রাখ।

(ঘ) ক্রিয়ার অন্যান্য কারক নির্ণয় করিয়া তাহা বিধেয়-পূরক স্থানে রাখ।

(ঙ) বাক্যমধ্যে ক্রিয়া-বিশেষণ প্রভৃতি কোন বিধেয়ের পোষক অংশ থাকিলে বিধেয়পোষক স্থানে রাখ।

নিম্নে দুইটি সরল বাক্যের বিশ্লেষণ-প্রণালী প্রদত্ত হইল :—

(১) রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপত্য-নির্ব্বিশেষে প্রজা পালন করিতে লাগিলেন।

(২) সমস্ত রাত্রি বিশ্রামের পর, প্রাতঃকালে আমাদিগের শরীর স্ফূর্ত্তিযুক্ত থাকে।

	উদ্দেশ্য।	উদ্দেশ্যের প্রসারিত অংশ।	বিধেয়।	বিধেয়-পূরক।	বিধেয়-পোষক।
(১)	রাম	রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া	পালন করিতে লাগিলেন	প্রজা	অপত্য-নির্ব্বিশেষে
(২)	শরীর	(১) আমাদের	থাকে	স্ফূর্ত্তিযুক্ত	(১) সমস্ত রাত্রি বিশ্রামের পর (২) প্রাতঃকালে

(খ)—জটিল বাক্য।

১। যে বাক্যে একটি প্রধান কর্ত্তা ও তাহার সমাপিকার সহিত আনুষঙ্গিক আরও এক বা ততোধিক বাক্য থাকে, তাহাকে জটিল বাক্য কহে। যথা—তোমাকে যাহা বলিয়াছি, তাহা তুমি অবশ্যই করিবে।

২। জটিল বাক্যের আনুষঙ্গিক বাক্য তিন প্রকার যথা—বিশেষ্য বাক্য, বিশেষণ বাক্য ও ক্রিয়া-বিশেষণীয় বাক্য।

---

(১)—বিশেষ্য বাক্য।

১। যে বাক্য বিশেষ্যের মত ব্যবহৃত হইয়া ক্রিয়ার কোন কারকরূপে পরিগণিত হয়, তাহাকে বিশেষ্য বাক্য কহে। যথা—তুমি কিরূপে জানিলে আমি তথায় যাইব না? এস্থলে 'আমি…… যাইব না' এই বাক্যটি 'জানিলে' এই ক্রিয়ার কর্ম।

২। অনেক স্থলে বিশেষ্য বাক্যের পূর্ব্বে 'যে' এই অব্যয়ের প্রয়োগ হয়। যথা—পণ্ডিতেরা বলেন যে, ধার্ম্মিকেরাই সুখী। কোন কোন স্থলে 'যে' শব্দ উহ্য থাকে। যথা—কে জানে, এরূপ ঘটিবে?

৩। কখন্, কোথায়, কিরূপ, কেন, কি, প্রভৃতি প্রশ্ন-বোধক শব্দের যোগেও বিশেষ্য বাক্য রচিত হইয়া থাকে। যথা—কখন্ ট্রেন ছাড়িবে জান কি? ইত্যাদি।

---

(২)—বিশেষণ বাক্য।

যে বাক্য বিশেষণের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়া বিশেষ্যের দোষ-গুণাদি অবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে বিশেষণ বাক্য বলে। বিশেষণ বাক্যের পূর্ব্বে 'যদ্' শব্দের কোন পদ থাকে এবং উহা কর্ত্তা কর্ম্ম প্রভৃতি কারকের বিশেষণ হয়। যথা—যাহা সাধারণের উপকারে আইসে, তাহাই কর। এস্থলে 'যাহা……আইসে' এই বাক্যটি 'তাহাই' এই পদের বিশেষণ।

---

(৩)—ক্রিয়া-বিশেষণীয় বাক্য।

১। যে বাক্য ক্রিয়ার বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহাকে ক্রিয়া-বিশেষণীয় বাক্য কহে। যথা—তুমি যেখানে থাকিবে, আমিও সেইখানে থাকিব। এস্থলে 'তুমি……থাকিবে' এই বাক্যটি 'থাকিব' এই ক্রিয়াকে বিশেষ করিয়া প্রকাশ করিতেছে বলিয়া ইহা ক্রিয়া-বিশেষণীয় বাক্য।

২। ক্রিয়া-বিশেষণীয় বাক্যকে সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—

(ক) সময়—আমি যখন বারাণসীতে ছিলাম, তখন বিশেষ যত্ন করিয়া বেদাধ্যয়ন করিয়াছি।

(খ) স্থান—যেখানে বাঘের ভয়, সেইখানেই রাত হয়।

(গ) প্রকার—চক্ষুর পক্ষে আলোক যেরূপ, বুদ্ধির পক্ষে বিদ্যাও সেইরূপ।

(ঘ) কারণ বা হেতু—তুমি বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জন কর নাই, সুতরাং এখন কষ্ট পাইবে।

জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ প্রণালী।

জটিল বাক্য বিশ্লেষণ করিতে হইলে প্রথমতঃ এই বাক্যটিতে কয়টি সরল বাক্য আছে, তাহা দেখিতে হইবে। পরে, যেটি প্রধান বাক্য, তাহার সহিত অন্যান্য বাক্যের কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহার উল্লেখ করিতে হইবে। সর্ব্বশেষে সরল বাক্য বিশ্লেষণের প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক বাক্যের বিশ্লেষণ করিলে সমস্ত জটিল বাক্যের বিশ্লেষণ করা ঠিক হইবে। যথা—তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্য নহে। এস্থলে 'তিনি বলিয়াছেন' এই বাক্য 'তাহা' এই পদের বিশেষণ, সুতরাং বাক্য বিশ্লেষণের সময় এই কথা উল্লেখ করিতে হইবে।

(গ)—যৌগিক বাক্য।

১। দুই বা ততোধিক প্রধান বাক্য পরস্পর অন্বিত হইয়া একটি বাক্যরূপে পরিগণিত হইলে তাহাকে যৌগিক বাক্য কহে।

যথা—বিদ্যা কুরূপের রূপ এবং নিরলঙ্কারের অলঙ্কার। এস্থলে 'বিদ্যা কুরূপের রূপ' এবং 'বিদ্যা নিরলঙ্কারের অলঙ্কার' এই দুইটি প্রধান বাক্য দ্বারা যৌগিক বাক্য গঠিত হইয়াছে।

২। যৌগিক বাক্য তিন প্রকারে অন্বিত হইয়া থাকে। যথা—

(ক) সংযোজক অন্বয়—তিনি আমাকে কিছু বলেন নাই এবং আমিও তাহা করি নাই।

(খ) সংকোচক অন্বয়—তুমি তথায় যাইতে পার, কিন্তু কাহারও সহিত কথা কহিতে পাইবে না।

(গ) হেতুবোধক অন্বয়—পিতা মাতার প্রতি সর্ব্বদা ভক্তি প্রদর্শন করিবে; কেননা, পিতা মাতা সন্তানের জন্য অনেক ক্লেশ স্বীকার করেন।

যৌগিক বাক্যের বিশ্লেষণ প্রণালী।

যৌগিক বাক্যের মধ্যে কয়টি প্রধান বাক্য আছে, তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। পরে প্রত্যেক প্রধান বাক্যের মধ্যে অন্য যে সমস্ত সরল ও জটিল বাক্য আছে, উল্লেখ করিয়া প্রত্যেকের সম্বন্ধ দেখাইতে হইবে। অবশেষে সরল বাক্যের প্রণালী অনুসারে প্রত্যেক বাক্যের বিশ্লেষণ করিতে হইবে।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

১। বাক্য কাহাকে বলে? 'তিনি চক্ষু দ্বারা শুনিতেছেন' ইহা কেন বাক্য নহে, যুক্তি দ্বারা বুঝাও।

২। বাক্য কয় প্রকার? প্রত্যেকেরই এক একটি উদাহরণ দাও।

৩। জটিল ও মিশ্র বাক্যের মধ্যে পার্থক্য কি? 'আমি তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা তুমি কর নাই কেন?' ইহা কোন্ প্রকারের বাক্য? এই বাক্যটির ক্রিয়া ও কর্ত্তার সহিত যে যে পদের যে প্রকার সম্বন্ধ আছে দেখাও।

৪। দুইটি সরল ও তিনটি মিশ্র বাক্য রচনা করিয়া প্রত্যেকেরই বিশ্লেষণ প্রণালী দেখাও।

বাক্য রচনার বিবিধ কৌশল।

(ক)—সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করিবার নিয়ম।

নিম্নলিখিত উপায়ে সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করা যায়। যথা—

(১) বিধেয়ের পূরক বাক্যাংশকে বাক্যে পরিণত করিয়া যথা—

সরল বাক্য—আমার দক্ষতার বিষয় তোমাকে কে বলিল?

জটিল বাক্য—আমি যে, দক্ষতা লাভ করিয়াছি, তাহা তোমাকে কে বলিল?

(২) উদ্দেশ্যের সম্প্রসারিত অংশকে বাক্যে পরিণত করিয়া যথা—

সরল বাক্য—বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইয়া তাঁহাকে বিষম কষ্টে পতিত হইতে হইল।

জটিল বাক্য—তিনি যখন বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হইলেন, তখন তাঁহাকে বিষম কষ্টে পতিত হইতে হইল।

(৩) বাক্যমধ্যে বিশেষণযুক্ত কর্ম্ম-অংশকে বাক্যে পরিণত করিয়া যথা—

সরল বাক্য—তিনি তাঁহার পিতার ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন।

জটিল বাক্য—তাঁহার পিতা যে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি পরিশোধ করিয়াছেন।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত সরল বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত কর :—

(১) বিপদ উপস্থিত হইলে ধৈর্য্যাবলম্বন করা উচিত।

(২) তাঁহার উক্তি সাদরে পরিগৃহীত হইবে।

(৩) আমি এই পুস্তকের লেখককে জানি।

(৪) তাঁহার পাওনা টাকা পরিশোধ করিব।

(৫) তাঁহার আগমনকাল জ্ঞাত নহি।

(খ)—সরল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করিবার নিয়ম।

(১) সংযোজক অব্যয় দ্বারা যথা—

সরল বাক্য—আমি যশোহর যাইয়া তাঁহাকে ভাল দেখিলাম।

যৌগিক বাক্য—আমি যশোহর যাইলাম এবং তাঁহাকে ভাল দেখিলাম।

(২) বা, অন্যথা প্রভৃতি বিয়োজক অব্যয় দ্বারা যথা—

সরল বাক্য—বিপন্মুক্ত হইতে হইলে ঈশ্বরকে ডাকা উচিত।

যৌগিক বাক্য—ঈশ্বরকে ডাক, নতুবা বিপন্মুক্ত হইতে পারিবে না।

(৩) হেতুবোধক বাক্যাংশকে একটি নিরপেক্ষ বাক্যে পরিণত করিয়া যথা—

সরল বাক্য—দরিদ্রতা-নিবন্ধন তিনি বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই।

জটিল বাক্য—তিনি দরিদ্র ছিলেন, একারণ বাল্যে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতে পারেন নাই।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত সরল বাক্যগুলিকে জটিল বাক্যে পরিণত কর :—

(১) একটি ব্যাঘ্রকে আসিতে দেখিয়া তিনি পলায়ন করেন।

(২) আমি তথায় যাইয়া তাঁহাকে নিরাপদ মনে করিলাম।

(৩) অসুস্থতা-নিবন্ধন তিনি আরব্ধ-কার্য্য শেষ করিতে পারেন নাই।

(গ)—জটিল বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিবার নিয়ম।

(১) 'যে' অব্যয় দ্বারা আরব্ধ অপ্রধান বাক্যকে একটি-মাত্র উদ্দেশ্যে পরিণত করিয়া যথা—

জটিল বাক্য—ইহা দুঃখের বিষয় যে, তিনি অল্প বয়সে মরিয়াছেন।

সরল বাক্য—তাঁহার অল্প বয়সে মৃত্যু দুঃখের বিষয়।

(২) উদ্দেশ্যের বিশেষণ বাক্যকে একটিমাত্র বিশেষণে পরিণত করিয়া যথা—

জটিল বাক্য—যে মানবেরা ধর্ম্মপরায়ণ, তাহারাই সুখী।

সরল বাক্য—ধর্ম্মপরায়ণ মানবেরাই সুখী।

(৩) সকর্ম্মক ক্রিয়ার কর্ম্মের বিশেষণ বাক্যকে বাক্যাংশে পরিণত করিয়া যথা—

যৌগিক বাক্য—তাহার কোন্ তারিখে জন্ম হইয়াছে, আমাকে বল।

সরল বাক্য—তাহার জন্মতারিখ আমাকে বল।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর :—

(১) যখন সূর্য্য অস্ত যায়, তখন তাহারা বাটী যায়।

(২) যে সমস্ত বালক পাঠে মনোযোগী, তাহারাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

(৩) তুমি আমার যে উপকার করিয়াছ, তাহা আমি জীবনে ভুলিব না।

(ঘ)—জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করিবার নিয়ম।

জটিল বাক্যকে যৌগিক বাক্যে পরিণত করিবার বিশেষ কোন নিয়ম নাই। জটিল বাক্যের অন্তর্গত অপ্রধান বাক্যকে নিরপেক্ষ বাক্যে পরিণত করিলেই যৌগিক বাক্য হয়। নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) জটিল বাক্য—যদিও তিনি অসুস্থ, তাঁহার কার্য্য করিবার শক্তি আছে।

যৌগিক বাক্য—তিনি অসুস্থ সত্য; কিন্তু তাঁহার······ আছে।

(২) জটিল বাক্য—আমি তাহাকে দেখি নাই বলিয়াই কি চিনিতে পারিব না?

যৌগিক বাক্য—আমি তাহাকে দেখি নাই সত্য; কিন্তু তাই বলিয়াই কি চিনিতে পারিব না?

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত জটিল বাক্যগুলিকে যৌগিক বাক্যে পরিণত কর :—

(১) যদিও তাহার বুদ্ধি নাই, ধর্ম্মজ্ঞান আছে ত?

(২) আমি পারিব না বলিয়াই কি আমাকে প্রহার করিবে?

(৩) তুমি যদি এ কার্য্য কর, পরিণামে সুখী হইবে।'

(ঙ)—যৌগিক বাক্যকে সরল বাক্যে পরিণত করিবার নিয়ম।

(১) সমাপিকা ক্রিয়াবিশিষ্ট একটি প্রধান বাক্যকে অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশে পরিণত করিয়া যথা—

যৌগিক বাক্য—দশরথ পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইলেন এবং শীঘ্রই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন।

সরল বাক্য—দশরথ পুত্রশোকে অতিশয় কাতর হইয়া শীঘ্রই মৃত্যু····· হইলেন।

(২) একটি বাক্যকে 'ব্যতীত' প্রভৃতি পদের যোগে বাক্যাংশে পরিণত করিয়া যথা—

যৌগিক বাক্য—তিনি যে কেবল ধন দান করিয়াছিলেন এমন নহে, পরন্তু আরও অনেক সংকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

সরল বাক্য—তিনি ধন দান ব্যতীত আরও অনেক সংকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

(৩) প্রধান বাক্যের একটিকে হেতুবোধক বাক্যাংশে পরিণত করিয়া যথা—

যৌগিক বাক্য—তিনি দরিদ্র ছিলেন, একারণ পুত্রের পড়া শুনার ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই।

সরল বাক্য—তিনি দরিদ্রতা-নিবন্ধন পুত্রের······পারেন নাই।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত যৌগিক বাক্যগুলিকে সরল বাক্যে পরিণত কর:—

(১) তোমার উক্তির উপযুক্ত প্রমাণ দাও, নতুবা শাস্তি পাইবে।

(২) তিনি বড় অসুস্থ ছিলেন, এজন্য আমার কার্য্য করিতে পারেন নাই।

(৩) আমি তাহাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি, কিন্তু সে আমার কথায় আদৌ কর্ণপাত করে নাই।

(চ)—যৌগিক বাক্যকে জটিল বাক্যে পরিণত করিবার নিয়ম।

(১) দুইটি নিরপেক্ষ বাক্যের মধ্যে একটির পূর্ব্বে 'যদি' প্রভৃতি অব্যয়ের যোগে যথা—

যৌগিক বাক্য—সত্য কথা বল, তোমার কোন ভয় থাকিবে না।

জটিল বাক্য—যদি সত্য কথা বল, তোমার······থাকিবে না।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত যৌগিক বাক্যগুলিকে জটিল বাক্যে পরিণত কর :—

(১) রোগীকে আমার নিকট পাঠাও, আমি তাহার পরীক্ষা করিব।

(২) তাহারা মূর্খ বটে, কিন্তু তাহাদের ধর্ম্মজ্ঞান আছে।

(৩) আমার বিদ্যা নাই, তাই বলিয়া কি আমায় তুচ্ছ করিবে?

(ছ)—বাক্য সংক্ষেপ।

বাক্যমধ্যে অনর্থক শব্দ প্রয়োগ করা অনুচিত। যতদূর সম্ভব, অল্প কথায় মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিলে সকল বিষয়েই সুবিধা। অকারণ বাক্যের কলেবর বৃদ্ধি করিলে সৌন্দর্য্য নষ্ট হয়। 'মনোহর হৃদয়ানন্দদায়ক নৈসর্গিক শোভা' লেখা কর্ত্তব্য নহে; কারণ, দুইটি বিশেষণই প্রায় একার্থবোধক।

কিরূপ প্রণালীতে বাক্য সংক্ষেপ করা যায়, তাহার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল:—

(ক) দীর্ঘ বাক্যাংশকে একটি বিশেষণ পদে পরিণত করিয়া যথা—

(১) যাঁহারা খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা কত?

(সংক্ষিপ্ত)—খ্রীষ্ট-ধর্ম্মাবলম্বিগণের সংখ্যা কত?

(২) যে সমস্ত লোক সন্তরণ বিষয়ে পটু, তাহারা প্রায় জলে নিমগ্ন হয় না।

(সংক্ষিপ্ত)—সন্তরণপটু লোকেরা......হয় না।

(খ) সমাস দ্বারা যথা—

(১) তিনি কানন মধ্যে একটি মন্দির দেখিলেন, তথায় মানবের সমাগম ছিল না।

(সংক্ষিপ্ত)—তিনি কানন মধ্যে মানব-সমাগমহীন একটি মন্দির দেখিলেন।

(২) আমি যতদিন বাঁচিয়া থাকিব, তোমার সেবা করিব।

(সংক্ষিপ্ত)—আমি যাবজ্জীবন তোমার সেবা করিব।

(৩) রাম, কি করা কর্ত্তব্য স্থির করিতে না পারিয়া যাহা লোকে দেখে নাই, কিংবা শুনে নাই, এরূপ নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছিলেন।

(সংক্ষিপ্ত)—রাম কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এরূপ অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব নৃশংস আচরণ করিয়াছিলেন।

(৪) রাম চরিত শ্রবণ করিলে মনে এরূপ আনন্দের উদ্ভব হয় যে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

(সংক্ষিপ্ত)—রাম-চরিত শ্রবণে মনে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্ভব হয়।

(গ) কৃৎ ও তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে যথা—

(১) যাহা অতি কষ্টে নিবারণ করা যায়—দুর্নিবার।

(২) যাহা অমৃতের ন্যায় আচরণ করে—অমৃতায়মান।

(৩) যে দীর্ঘকাল জীবন-ধারণ করে—দীর্ঘজীবী।

(৪) যাহাতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়—হৃদয়-বিদারক।

(৫) যাহা মর্ম্ম স্পর্শ করে—মর্ম্মস্পর্শী।

(৬) যাহা লোক মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায় না—অলৌকিক।

(৭) যে আপনাকে হনন করে—আত্মঘাতী।

—ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

উপরি-উক্ত প্রণালী অনুসারে নিম্নলিখিত বাক্যগুলি সংক্ষেপে প্রকাশ কর:—

(১) আমি তোমার নিকট এরূপ ঋণে আবদ্ধ যে, তাহা আর পরিশোধ করা যাইতে পারে না।

(২) উপরে যে বিষয়ের উল্লেখ করা হইল, তাহা যে প্রথম আলোচনা করিতেছি, তাহাতে দৃষ্ট হয় না।

(৩) এসিয়ায় যে সকল পর্ব্বত হইতে অগ্ন্যুৎপাত হয়, তাহার উল্লেখ কর।

(৪) যে সকল প্রণালী পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাই অবলম্বন করা উচিত।

(৫) তিনি যাহাতে অধিক ব্যয় হয়, এমন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন।

(৬) যে সকল বিষয় অধ্যয়ন করা হইয়াছে, তাহার পুনরালোচনা করা উচিত।

(৭) যে সকল ঔষধের পরীক্ষা করা হইয়াছে, তাহাকে সেবন করিতে দেওয়া উচিত।

(৮) যত দিন দাঁত থাকে, তত দিন লোকে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে না।

(৯) তাহার বয়স যখন বার বৎসর, তখন তাহার পিতার মৃত্যু হয়।

(১০) আমার যদি প্রাণান্ত হয়, তাহা হইলেও তাহার কোন অনিষ্ট করিব না।

(জ)—একার্থবোধক দুইটি পদের যোজনা।

কখন কখন একার্থবোধক দুইটি পদ একত্র বাক্যমধ্যে প্রযুক্ত হইয়া বাক্যের সৌন্দর্য্য বিধান করিয়া থাকে। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

(১) তাহার প্রতি আমার মায়া-মমতা নাই। (২) দুর্ভিক্ষের সময় দীন-দরিদ্রকে অন্ন দান করা কর্ত্তব্য। (৩) তাহাদের আকার-প্রকার দেখিলেই রুগ্ন বলিয়া বোধ হয়। (৪) মহানুভব ব্যক্তিমাত্রেই আমাদের শ্রদ্ধা-ভক্তির পাত্র। (৫) ভাল কাপড়-চোপড় পরিলেই সভ্য-ভব্য হয় না। (৬) অনেকেই সাধু-সন্ন্যাসীকে ভক্তি করেন। (৭) তিনি কষ্টে-সৃষ্টে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। (৮) অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখিলে আপদ-বিপদের সময় সাহায্য হয়। (৯) গণ্য-মান্য লোকেরা প্রায়ই পরোপকারে রত থাকেন। (১০) রোগে তাহার শরীর জীর্ণ-শীর্ণ হইয়াছে।

(ঝ)—লুপ্ত পদপূরণ।

বাক্যমধ্যে কোন কোন পদ লুপ্ত থাকিলে, উপযুক্ত পদ-যোজনা দ্বারা তাহার পূর্ণতা বিধান করা যাইতে পারে। লুপ্ত পদ পূরণের কোন বিশেষ নিয়ম নাই। অর্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া যুক্তির সাহায্যে লুপ্ত স্থান পূর্ণ করিতে হয়।

নিম্নে কতিপয় নিয়ম প্রদত্ত হইল :—

(১) বাক্যের প্রথমে লুপ্ত পদ থাকিলে তাহা সম্বোধন-সূচক অব্যয়, সম্বোধন, অধিকরণ কারক, সর্ব্বনাম, কর্ত্তা কিংবা কর্ত্তার বিশেষণ হইতে পারে।

(২) দুইটি একই কারকের মধ্যে অনুক্ত পদ থাকিলে তাহা প্রায়ই অব্যয় হয়।

(৩) কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ, বিশেষণ কিংবা ক্রিয়াপদের পূর্ব্ব পদ অনুক্ত থাকিলে তাহা প্রায়ই উহাদের বিশেষণ হইয়া থাকে।

(৪) বিশেষণ পদের পরবর্ত্তী পদ অনুক্ত থাকিলে তথায় প্রায়ই বিশেষ্য প্রয়োগ করিতে হয়। বাক্যটির পূর্ব্বাপর ভালরূপ বিবেচনা করিয়া বিভক্তি নির্ণয় করিতে হয়।

(৫) শেষ পদ অনুক্ত থাকিলে তাহা ক্রিয়া, নতুবা বিধেয়-বিশেষণ হয়।

(৬) ক্রিয়ার পূর্ব্ব পদ বিশেষণ হইলে, হয় তাহা ক্রিয়া-বিশেষণ, নতুবা অধিকরণ কারক হইবে।

(৭) কোন যৌগিক বাক্যের পূর্ব্বে 'যদি' 'যদ্যপি' প্রভৃতি অব্যয় থাকিলে পর বাক্যের প্রথমে 'তবু' 'তবে' অথবা 'তাহা হইলে' প্রভৃতি সাপেক্ষিক অব্যয় প্রয়োগ করিতে হয়।

নিম্নে কয়েকটি বাক্যের অনুক্ত পদ বন্ধনীর মধ্যে প্রদত্ত হইল :—

(১) (হে) ভগবান্, সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ডের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান কর।

(২) (মাতৃ-স্বরূপিণী) ভিক্টোরিয়া প্রজা-হিতে (সর্ব্বদা) রত ছিলেন।

(৩) মাধব (এবং) গোপাল এই কার্য্য করিয়াছে।

(৪) তিনি (মৃদু-মধুর) পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন।

(৫) চরিত্রের পবিত্রতা (রক্ষা) করা মানবের (একান্ত) কর্ত্তব্য।

(৬) তিনি (অতি) ধীরে অগ্রসর হইতেছেন।

(৭) ভরত রামের পাদমূলে প্রণত (হইলেন)।

(৮) সুখস্পর্শ (সমীরণ) সেবন করিলে শরীর শীতল হয়।

(৯) আমি তোমার জন্য (অনেক) ক্লেশ সহ্য করিয়াছি।

(১০) তিনি গোপালের সহিত (বাটী) গিয়াছেন।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে অনুক্ত স্থলগুলি পূর্ণ কর :—

(১) যাহার—নাই, তাহার জীবন ধারণ বিড়ম্বনা—

(২) ঘোটক—পঁচিশ ত্রিশ বৎসর বাঁচিয়া—

(৩) তাহারা—দ্রুতবেগে যাইতে পারে না।

(৪) সারস পক্ষীর—পিতামাতার—যত্ন বহুকালাবধি প্রচলিত—

(৫) অধিকাংশ লোককেই—পরিশ্রমে ধন উপার্জ্জন করিতে—

(৬) সে ব্যক্তি—সত্য কহিলেও—মিথ্যা মনে করিয়া—করে।

(৭) পরের—করিয়া আপনার ইষ্ট সাধন করা—অন্যায় কার্য্য।

(৮) সত্যবাদীকে—আদর—বিশ্বাস করিয়া থাকে।

(৯) নিন্দার কারণ—কথনও নিন্দা করা কর্ত্তব্য নহে।

(ঞ)—একার্থবোধক বাক্য বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ।

একার্থবোধক বাক্য বিভিন্ন প্রকারে প্রকাশ করা যাইতে পারে। নিম্নে কতিপয় উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

১। 'তিনি মৃত্যু-মুখে পতিত হইয়াছেন' এই বাক্যটিকে নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

(খ) তিনি মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

(গ) তিনি জীব-লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন।

(ঘ) তিনি নশ্বর দেহ পাত করিয়াছেন।

(ঙ) তাঁহার জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়াছে।

(চ) তাঁহার ভবের খেলা সাঙ্গ হইয়াছে।

(ছ) তিনি লোকান্তরিত হইয়াছেন।

(জ) তিনি পরলোকে গমন করিয়াছেন।

(ঝ) তাঁহার কাল হইয়াছে।

(ঞ) তিনি কালগ্রাসে পতিত হইয়াছেন।

(ট) তিনি সকলের মায়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন।

(ঠ) তিনি মহা-প্রস্থান করিয়াছেন।

(ড) তিনি চির-নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন।

(ঢ) তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছে।—ইত্যাদি।

২। 'শোকের অধীন হইলে লোকের জ্ঞান থাকে না' এই বাক্যটিকে নিম্নলিখিত উপায়ে ব্যক্ত করা যাইতে পারে :—

(ক) শোকের অধীন হইলে জ্ঞান অন্তর্হিত হয়।

(খ) হৃদয় শোকাচ্ছন্ন হইলে জ্ঞানের প্রভাব বিলুপ্ত হয়।

(গ) হৃদয়ে শোকের আবির্ভাব হইলে জ্ঞানের তিরোভাব হয়। —ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে যে কয়টি উপায়ে সম্ভব ব্যক্ত কর :—

(ক) ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

(খ) বাণিজ্য জাতীয়-উন্নতির মূল।

(গ) তিনি শোকে অতিশয় কাতর হইয়াছেন।

(ঘ) আলস্য মনুষ্যের অশেষবিধ দুঃখের কারণ।

(ঙ) চৌর্য্যাদিরূপ অন্যায় উপায়ে ধন উপার্জ্জন করা অতীব অকর্ত্তব্য।

(চ) কর্ত্তব্যপরায়ণতা ভিন্ন কেহই প্রকৃত মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে না।

(ট)—বাক্যের কলেবর বৃদ্ধি।

একটি সরল বাক্যের (যাহার মধ্যে মাত্র একটি কর্ত্তা ও একটি ক্রিয়া আছে) সহিত অন্যান্য কারকের পদ যুক্ত করিয়া বাক্যের আয়তন বর্দ্ধিত করা যাইতে পারে। নিম্নে প্রণালী প্রদর্শিত হইল :—

সম্বোধন।	কর্ত্তা।	নির্দ্ধার।	বিশেষণ।	হেতু।	সম্বন্ধ।	অধিকরণ।	অপাদান।	করণ।	কর্ম্ম।	ক্রিয়া।
	শ্যাম	...	...	...	...	...	...	...	...	লইলেন।
	শ্যাম	...	...	...	...	...	...	...	পুরস্কার	লইলেন।
	শ্যাম	...	...	...	...	...	...	স্বহস্তে	পুরস্কার	লইলেন।
	শ্যাম	...	...	...	...	...	বিশ্ববিদ্যালয় হইতে	স্বহস্তে	পুরস্কার	লইলেন।
	শ্যাম	...	...	...	সভ্যগণের	সমক্ষে	বিশ্ববিদ্যালয় হইতে	স্বহস্তে	পুরস্কার	লইলেন।
	শ্যাম	...	...	সৌভাগ্য হেতু	সভ্যগণের	সমক্ষে	বিশ্ববিদ্যালয় হইতে	স্বহস্তে	পুরস্কার	লইলেন।
	শ্যাম	...	অধিক	সৌভাগ্য হেতু	সভ্যগণের	সমক্ষে	বিশ্ববিদ্যালয় হইতে	স্বহস্তে	পুরস্কার	লইলেন।
	শ্যাম	আমা অপেক্ষা	অধিক	সৌভাগ্য হেতু	সভ্যগণের	সমক্ষে	বিশ্ববিদ্যালয় হইতে	স্বহস্তে	পুরস্কার	লইলেন।
হে বালক	শ্যাম	আমা অপেক্ষা	অধিক	সৌভাগ্য হেতু	সভ্যগণের	সমক্ষে	বিশ্ববিদ্যালয় হইতে	স্বহস্তে	পুরস্কার	লইলেন।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

উল্লিখিত প্রণালীতে নিম্নলিখিত বাক্যগুলির আয়তন বর্দ্ধিত কর:—

(১) তিনি খাইলেন। (২) আমি চলিলাম। (৩) তাহার যাওয়া হইবে না। (৪) রাম হাসিতেছে। (৫) গোপাল গিয়াছে।

(ঠ)—বাক্য-গ্রন্থন।

একটি বাক্যের পদগুলি যদি বিশৃঙ্খলভাবে সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে ঐ পদগুলি যথাস্থানে স্থাপন করাকে বাক্য-গ্রন্থন বলে। প্রভাবে, অনেক, আমাদের, হইয়াছেন, স্বাবলম্বন, দেশেও, মহাত্মা, বরেণ্য, লোক-সমাজের। এই নয়টি পদ বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত থাকাতে ইহাতে কোন বাক্য হইতে পারে না; সুতরাং এ গুলিকে উপযুক্তভাবে স্থাপন করিলে বাক্যটি এইরূপ দাঁড়াইবে। যথা—আমাদের দেশেও অনেক মহাত্মা স্বাবলম্বন-প্রভাবে লোক-সমাজের বরেণ্য হইয়াছেন।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত পদগুলি যথাস্থানে সংস্থাপন করিয়া বাক্য রচনা কর:—

(১) করা, দোষ, বড়, চুরি। (২) কখনও, সহিত, না, করিও, কলহ। (৩) সময়, হইলে, হওয়া, না, এই, স্বাবলম্বী,

উত্তরকালে, দুর্ঘট। (৪) ধৈর্য্য, প্রকৃষ্ট, ও, এবং, পুরুষত্ব, উপায়, সহিষ্ণুতা, লাভের, সম্পদ। (৫) বস্তুতঃ, না, করিলে, কখনই, জীবিকা, পরিশ্রম, এরূপ, নিরক্ষর, না, সংস্থানে, হইত, কৃষককুল, সমর্থ।

(ড)—সরল ও ব্যস্ত বর্ণনা।

গোপাল কি করিতেছে, জানিবার জন্য মাধবকে গোপালের নিকট পাঠাইলাম। মাধব যাইয়া গোপালকে জিজ্ঞাসা করাতে, গোপাল উত্তর করিল, 'আমি ভাত খাইতেছি'। এখন মাধব আমার নিকট গোপালের এই উক্তি দুই প্রকারে ব্যক্ত করিতে পারে। যথা—

(১) গোপাল বলিল 'আমি ভাত খাইতেছি।'

(২) গোপাল বলিল যে, 'সে ভাত খাইতেছে।'

প্রথমোক্ত বর্ণনাকে সরল ও শেষোক্ত বর্ণনাকে ব্যস্ত বর্ণনা কহে।

সরল বর্ণনা—সরল বর্ণনায় বক্তার উচ্চারিত বাক্যগুলি অপরিবর্ত্তিতভাবে রাখিয়া 'বলিলেন' 'বলিয়াছিলেন' প্রভৃতি বাক্যদ্বারা আরম্ভ করিয়া বক্তার উক্তি পরবাক্যের চিহ্নে (" ") চিহ্নিত করিতে হয়।

ব্যস্ত বর্ণনা—বক্তার উক্তি অন্য ব্যক্তি দ্বারা উল্লিখিত হইলে প্রায়ই অতীত কালের ক্রিয়া দ্বারা আরম্ভ করিয়া 'যে' অব্যয় প্রয়োগকরতঃ বক্তার উক্তিতে যে সর্ব্বনাম ও ক্রিয়া থাকে, তাহার পরিবর্ত্তন করিতে হয়। ব্যস্ত বর্ণনায় সর্ব্বনামের পরিবর্ত্তন নিম্নলিখিত উপায়ে হইয়া থাকে। যথা—

(ক) আরম্ভসূচক ক্রিয়ার কর্ত্তা যে পুরুষ, সরল বর্ণনায় উত্তম পুরুষকে সেই পুরুষে লইতে হয়। যথা—

সরল—আমি গোপালকে বলিয়াছিলাম, আমি বড় রুগ্ন।

ব্যস্ত—আমি গোপালকে বলিয়াছিলাম যে, আমি বড় রুগ্ন।

(খ) আরম্ভসূচক ক্রিয়ার কর্ম্ম যে সর্ব্বনাম, সরল বাক্যের মধ্যম পুরুষকে সেই সর্ব্বনামের পুরুষে লইতে হয়। যথা—

সরল—তুমি আমাকে বলিয়াছিলে "তুমি বড় ধূর্ত্ত।"

ব্যস্ত—তুমি আমাকে বলিয়াছিলে যে, আমি বড় ধূর্ত্ত।

(গ) সরল বর্ণনার তৃতীয় পুরুষ ব্যস্ত বর্ণনার তৃতীয় পুরুষই থাকে, কোন পরিবর্ত্তন হয় না। যথা—

সরল—সে আমাকে, তোমাকে অথবা তাহাকে বলিয়াছিল, "সে অতি ধার্ম্মিক"।

ব্যস্ত—সে আমাকে, তোমাকে অথবা তাহাকে বলিয়াছিল যে, সে বড় ধার্ম্মিক।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত সরল বর্ণনাগুলিকে ব্যস্ত বর্ণনায় পরিণত কর:—

(১) বালক বলিল, "আমি যাই নাই"। (২) সে বলিল, "তুমি কেমন আছ"। (৩) মাধব জিজ্ঞাসা করিল, "বাপু! তোমরা যশোহর যাইবে"? (৪) বিমলা কহিলেন, "গজপতি! ইষ্টদেবের নাম জপ"।

বিবিধ বিষয়।

(ক)—বিরাম চিহ্ন।

বাঙ্গালা ভাষায় নিম্নলিখিত দশটি চিহ্ন ব্যবহৃত হয়ঃ—

কমা (,), সেমিকোলন্ (;), কোলন্ (:), দাঁড়ি (।), প্রশ্নবোধক (?), আশ্চর্য্যবোধক (!), কোষ্ঠ (   ), ড্যাস্ (—), কোটেশন্ বা পরবাক্য চিহ্ন ("   "), ইত্যাদি চিহ্ন (&c)।

(,)—কমা।

১। কর্ত্তৃপদের অব্যবহিত পরে যদি সমাপিকা ক্রিয়া না থাকিয়া অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত আরও অনেক পদ থাকে, তাহা হইলে কর্ত্তৃপদকে কমা দ্বারা পৃথক্ করা উচিত। যথা—রাম, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া যে কীর্ত্তিলাভ করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয়।

২। অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশ কর্ত্তার পূর্ব্বে থাকিলে তাহা কমা দ্বারা পৃথক্ করা উচিত। যথা—

লক্ষ্মণের এই বিনয়পূর্ণ কাতরবাক্য শ্রবণ করিয়া, রাম কহিলেন, বৎস! যাহা বলিতে ইচ্ছা হয়, স্বচ্ছন্দে বল।

৩। মিশ্র বাক্য কমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়া উচিত। যথা—

তুমি দীনের সন্তান বটে, কিন্তু আমি কখনও তোমার তুল্য সুবোধ ও ধর্ম্মভীত বালক দেখি নাই।

৪। একটি জটিল বাক্যে যে কয়টি বাক্য থাকে, তাহাদিগকে কমা দ্বারা বিচ্ছিন্ন করা উচিত। যথা—

কথিত আছে, কোন সময়ে দুর্ব্বৃত্ত অসুর সকল, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, সনাতন ধর্ম্মের মূলোচ্ছেদনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

৫। যে কোন কারকেই হউক না কেন, অনেকগুলি বিশেষ্য পদ একযোগে থাকিলে, কমা দ্বারা ভাগ করা উচিত। যথা—

রাম, শ্যাম, গোপাল এই কার্য্য করিয়াছে।

৬। পত্রাদিতে কাহাকেও সম্বোধন করিতে হইলে সম্বোধন চিহ্ন দ্বারা চিহ্নিত না করিয়া কমা দ্বারা চিহ্নিত করা উচিত। যথা—

প্রিয় গোপাল, বহু দিন হইতে তোমার কোন পত্র পাই না।

(;)—সেমিকোলন্।

১। ভিন্ন ভিন্ন বাক্যের মধ্যে খুব নিকট সম্বন্ধ থাকিলে, উহাদিগকে সেমিকোলন্ দ্বারা পৃথক্ করিতে হয়। যথা—

সকল দেশেই ন্যায়বান্ ব্যক্তি পূজিত হন; সকল দেশেই অন্যায়াচারী পরপীড়োপজীবী ঘৃণিত হয়।

(:)—কোলন্।

বাঙ্গালা ভাষায় কোলনের প্রয়োগ বড় দেখা যায় না। সাধারণতঃ কোলন্ ও ড্যাস্ একত্রে (:—) প্রয়োগ হয়। যথা—

নিম্নলিখিত বাক্যটির ব্যাখ্যা কর :—

(।)—দাঁড়ি ।

পূর্ণ বাক্যের পর দাঁড়ি দিতে হয়। যথা—ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

(?)—প্রশ্নবোধক ।

প্রশ্নবোধক বাক্যের শেষে প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিতে হয়। যথা—

তুমি কি বাটী গিয়াছিলে ?

(!)—আশ্চর্য্যবোধক ।

আশ্চর্য্য, হর্ষ, বিষাদ, ভয়, বিস্ময় ও সম্বোধনসূচক বাক্যে এইরূপ চিহ্ন (!) ব্যবহৃত হয়। যথা—

মহারাজ ! আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, ক্ষমা করিয়া আমার প্রাণদান করুন্।

( )—কোষ্ঠ ।

বাক্যের মধ্যে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিতে হইলে তাহা কোষ্ঠ চিহ্ন দ্বারা ব্যক্ত করিতে হয়। যথা—

ভিক্টোরিয়া (যাঁহার রাজ্যমধ্যে সূর্য্য অস্ত যাইত না) সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালিনী।

(—)—ড্যাস্।

সহসা বাক্যে ভঙ্গ দিতে কিংবা জোর দিতে হইলে এইরূপ চিহ্ন (—) স্থাপন করিতে হয়। যথা—

আমার বিশ্রামের,—দীর্ঘকাল বিশ্রামের একান্ত প্রয়োজন।

(“ ”,—কোটেশন্।

অন্যের বাক্য উদ্ধৃত করিতে হইলে এইরূপ চিহ্ন (“ ”) ব্যবহার করিতে হয়। যথা—

“অন্যের নিকট তুমি যেরূপ ব্যবহার কামনা কর, অন্যের প্রতিও তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিও”—(যীশু খ্রীষ্টের এই উক্তি বড়ই উপদেশপ্রদ)।

(&c)—এট্‌সেট্রা।

ইত্যাদি শব্দ না লিখিয়া এইরূপ চিহ্ন (&c) ব্যবহার করিতে হয়। যথা—

নিমিত্ত অর্থে ধাতুর উত্তর ইতে প্রত্যয় হয়। যথা—বলিতে, যাইতে, শুইতে &c.

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে যথোপযুক্ত চিহ্ন দ্বারা বিভক্ত কর :—

(১) এই পশুর আঁকার দেখিতে অতি সুন্দর শরীর দীর্ঘ লঘু ও বলিষ্ঠ চক্ষু সতেজ

(২) কোন বস্তু অল্প কালের মধ্যেই তাপ বিকীরণ করিয়া শীতল হয় যথা তৃণ পত্র কাচ

(৩) জগদীশ্বরের কি আশ্চর্য্য কৌশল

(৪) প্রাচীনেরা ইহাকে বিদ্রুমলতা লতামণি বা রত্নবৃক্ষ কহিয়া গিয়াছেন

(৫) অতএব কি ভদ্র কি ইতর কি ধনী কি নির্ধন কি বালক কি বৃদ্ধ কি নর কি নারী সকলেরই ঈদৃশ সুখদায়ক বিদ্যার অনুশীলন করা উচিত

(খ)—অশুদ্ধি ও অপপ্রয়োগ ।

বালকেরা অনেক সময় অযথা শব্দ, কিংবা ব্যাকরণদুষ্ট পদের প্রয়োগ করিয়া স্ব স্ব রচনাকে দূষিত করিয়া থাকে। এইজন্য নিম্নে চারি প্রকারের অশুদ্ধি প্রদর্শিত হইল ।

(১) বর্ণাশুদ্ধি—দুর্ণাম, গগণ, ফেণ, ফাল্গুণ, মৃণ্ময়, বান, গন, গুন, পন, বনিক, প্রনাম, অর্পন, অপরাহ্ন, পরায়ন, পুরষ্কার, সুস্পষ্ট, পুস্প, পরিস্কার, সন্মত, সন্মান, সন্মুখ, ঋণগ্রস্থ, জাগ্রত, চর্ব্বচোষ্য, উচ্ছন্ন, শঙ্কট, জাগরুক, জ্যোতীন্দ্র, সুরধনী, ঘনিষ্ট, পিচাশ, কালীদাস, জলসিঞ্চন, যোগিন্দ্র, শশীভুষণ, স্বরস্বতী, প্রজ্জ্বলিত, নূন্যাধিক, পর্য্যটক, পৈত্রিক-সম্পত্তি, ইত্যাদি ।

উল্লিখিত পদগুলি শুদ্ধ করিয়া লিখিলে যথাক্রমে এইরূপ হইবে ঃ—

দুর্নাম, গগন, ফেন, ফাল্গুন, মৃন্ময়, ঋণ, গণ, গুণ, পণ, বণিক, প্রণাম, অর্পণ, অপরাহ্ণ, পরায়ণ, পুরস্কার, সুস্পষ্ট, পুষ্প, পরিষ্কার, সম্মত, সম্মান, সম্মুখ, ঋণগ্রস্ত, জাগ্রৎ, চর্ব্বচুষ্য, উৎসন্ন, সঙ্কট, জাগরূক, জ্যোতিরিন্দ্র, সুরধুনী, ঘনিষ্ঠ, পিশাচ, কালিদাস, জল-

সেচন, যোগীন্দ্র, শশিভূষণ, সরস্বতী, প্রজ্বলিত, ন্যূনাধিক, পর্য্যা-টক, পৈতৃক-সম্পত্তি ইত্যাদি।

(২) কৃৎ তদ্ধিত ঘটিত অশুদ্ধি—দাশরথী, বর্নিতব্য, গৃহীতা, পক্ক, বাহ্যিক, মাধুর্য্যতা, ধৈর্য্যতা, আধিক্যতা, ঐক্যতা, বাহুল্যতা, যাবদীয়, সততা, সখ্যতা, ব্যবহার্য্যনীয়, লাঘবতা, ভাগ্যমান্, সৌজন্যতা, প্রবর্ত্ত হইল, মান্যনীয়, মৈত্রতা, সৌন্দর্য্যতা, অসহ্যনীয়, ভাষমান, ব্যবসা, পরিত্যজ্য ইত্যাদি।

শুদ্ধ—দাশরথি, বর্ণয়িতব্য, গ্রহীতা, পক্ব, বাহ্য, মাধুর্য্য, ধৈর্য্য, আধিক্য, ঐক্য, বাহুল্য, যাবতীয়, সত্তা, সখ্য, ব্যবহার্য্য, লঘুতা, ভাগ্যবান্, সৌজন্য, প্রবৃত্ত হইল, মাননীয়, মৈত্র, সৌন্দর্য্য, অসহ-নীয়, প্লবমান, ব্যবসায়, পরিত্যাজ্য ইত্যাদি।

(৩) সন্ধিঘটিত অশুদ্ধি—পশ্বাধম, মনহর, মনোকষ্ট, দুরাবস্থা, অধ্যায়ন, মনমোহন ইত্যাদি।

শুদ্ধ—পশ্বধম, মনোহর, মনঃকষ্ট, দুরবস্থা, অধ্যয়ন, মনো-মোহন ইত্যাদি।

(৪) সমাসঘটিত অশুদ্ধি—হাওড়াভিমুখে, ইহাজনিত, দিবারাত্রি, নিরাশা, গুণীগণ, সশঙ্কিত, পক্ষী-শাবক, নিরোগী, নিরপরাধী, সবিনয়পূর্ব্বক, সাবধানপূর্ব্বক, হস্তীগণ, মহিমাবর, মহাত্মাগণ, ভ্রাতাগণ ইত্যাদি

শুদ্ধ—হাওড়ানগরাভিমুখে, এতজ্জনিত, দিবারাত্র, নিরাশ, গুণিগণ, সশঙ্ক, পক্ষি-শাবক, নীরোগ, নিরপরাধ, বিনয়পূর্ব্বক, সাবধানে, হস্তিগণ, মহিমবর, মহাত্মগণ, ভ্রাতৃগণ ইত্যাদি।

অন্যান্য অশুদ্ধি—অজ্ঞানিত, একত্রিত, মহারাজা, লজ্জাস্কর, সাবকাশ নাই, জ্ঞাতার্থে, মস্তপিণ্ড, সাক্ষী দেওয়া, আয়ত্তাধীন,

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ইতিপূর্ব্বে, ইতিমধ্যে, স্বত্বাধিকার, আগত শনিবার, নিন্দুক, আবশ্যকীয়, রূপসী, অসংখ্য প্রাণি সকল, সন্তোষ হইলাম, সুকেশিনী, নিরাপদেষু ইত্যাদি

শুদ্ধ—অজ্ঞাত, একত্র, মহারাজ, লজ্জাকর, অবকাশ নাই, জ্ঞানার্থে, যদ্যপি, সাক্ষ্য দেওয়া, আয়ত্ত, পরিষ্কৃত পরিচ্ছন্ন, ইতঃপূর্ব্বে, ইতোমধ্যে, স্বত্ব, আগামী শনিবার, নিন্দক, আবশ্যক, রূপীয়সী, অসংখ্য প্রাণী, সন্তুষ্ট হইলাম, সুকেশী, নিরাপৎসু ইত্যাদি।

অনুশীলনার্থ প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত বাক্যগুলিকে শুদ্ধ করিয়া লিখ :—

(১) আগত কল্য কলিকাতায় রওনা হইব। (২) সমুদয় পক্ষীগুলি কুলায় বসিয়া গান করিতেছে। (৩) তাহার সৌজন্যতা দেখিয়া তিনি সন্তোষ হইলেন। (৪) আমি বিচারকের প্রতি অতিশয় মান্য প্রদর্শন করি। (৫) তোমার পত্র না পাইয়া ভাবিতাছি। (৬) তিনি সাবধান পূর্ব্বক গমন করিয়াও পথ পিচ্ছিল প্রযুক্ত ভূতলে পতিত হইলেন। (৭) মিসর দেশ অত্যন্ত উর্ব্বরা। (৮) একমাত্র পতিব্রতা ভাবই সীতাতে মূর্ত্তিমতী। (৯) কেবল অদৃষ্টে নির্ভর করা নির্ব্বোধ ও কাপুরুষের কার্য্য। (১০) 'পাঠ্যাবস্থায় রাজনীতি আন্দোলন অনাবশ্যকীয়' গভর্ণমেণ্টের এ আদেশ শিরধার্য্য করা উচিত। (১১) এই বলিতে বলিতে আমি কলিকাতাভিমুখে গমন করিলাম।

(গ)—বাঙ্গালা ভাষায় বিদেশীয় শব্দ।

অন্যান্য ভাষা হইতে যে সকল শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল :—

(১) ইংরাজী হইতে—জজ, মাজিষ্ট্রেট্, ডেপুটী, হাইকোর্ট, আফিস, স্কুল, কলেজ, প্রাইমারী, মাইনর, পাশ, ফেল, সেক্রেটারী, মাষ্টার, বেঞ্চ, নম্বর, আপিল, ডিক্রী, ডিস্‌মিস্, ম্যানেজার, পুলিশ, পিয়ন, উইল, জেল, ম্যাপ্, কমিটী, লংক্লথ, সার্ট, কোট, কুইনাইন্, পুলটীস্, পাউডার, কলেরা, হিষ্টিরিয়া, পমেটম্, ইয়ারিং, চেন্, বল্, ব্যাট্, মার্ব্বল, লেমনেড্ টেলিগ্রাফ্, বোতল, গ্লাস্, পেন্, পেন্‌সিল, শ্লেট্, নিব্, ষ্টীমার, টিন্, চেয়ার, পার্শ্বেল, মাইল, বাক্স, নোট ইত্যাদি।

(২) আরবী ও পারস্য হইতে—আদালত, ফৌজদারী, কাছারী, হাকিম, হুকুম, উকিল, মোক্তার, প্যায়দা, থানা, দারোগা, সালিস, মামলা মোকদ্দমা, নিলাম, জরিমানা, আইন, খালাস, নকল, দাবি, দাওয়া, জমি, খাজনা, মুনিব, রায়ত, নায়েব, সেলামী, মালিক, দখল, আমল, হাল, বকেয়া, সরকার, দলিল, দাখিলা, খরচ, বাকি, খত, দস্তখত, হিসাব, চালান, রসিদ, দাগ, কবালা, তারিখ, মাহিনা, পরগণা, বাদাম, বেদানা, আঙ্গুর, নিমক, সাহেব, বিবি, ফকির, নবাব, বাজার, হুক্কা, আমদানি বাজাদার, কাগজ, দোয়াত, তামাসা, ইস্তক, দাঙ্গা, খোরাকি, খোরপোষ, আসল, সুদ, একুন, বাহাদুর, মতলব, তদারক ইত্যাদি।

অন্যান্য ভাষা হইতে—ফিরিঙ্গি, বিসকিট্ (ফরাসী); কর্ক, নিগ্রো (স্পেন); বারেন্দা (পর্টুগিজ); গেজেট্, কোম্পানি (ইতালী)।

(ঘ)—প্রবাদ বাক্য।

১। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। (২) তেলা মাথায় তেল দেওয়া। (৩) ভস্মে ঘি ঢালা। (৪) ঢাকী শুদ্ধ বিসর্জ্জন। (৫) যাক প্রাণ, থাক মান। (৬) হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। (৭) চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী। (৮) যেমন বাপ তেমনি বেটা। (৯) দুষ্ট গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভাল। (১০) গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল। (১১) নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হেসে। (১২) উলুবনে মুক্তা ছড়ান। (১৩) দশ-চক্রে ভগবান ভূত। (১৪) ধান ভান্তে শিবের গীত। (১৫) নাচ্‌তে না জান্‌লে উঠানের দোষ। (১৬) যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল। (১৭) নির্গুণ মানুষের তিন গুণ রাগ। (১৮) শস্তার তিন অবস্থা। (১৯) ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। (২০) নাই মামা চেয়ে কাণা মামা ভাল। (২১) অসারের তর্জ্জন গর্জ্জন সার। (২২) সৎসঙ্গে স্বর্গবাস, অসৎ সঙ্গে সর্ব্বনাশ। (২৩) ধরি মাছ, না ছুঁই পানি। (২৪) নিজের ভিক্ষা পরকে দিয়া দৈবজ্ঞ বেড়ায় মাথায় হাত দিয়া ইত্যাদি।

রচনাসম্বন্ধে সাধারণ উপদেশ।

১। বঙ্গভাষায় বাক্যের প্রথমে কর্ত্তৃপদ ও সর্ব্বশেষে ক্রিয়া পদ স্থাপন করিতে হয়।

২। ক্রিয়ার অব্যবহিত পূর্ব্বেই প্রায় কর্ম্ম পদ থাকিবে।

৩। উক্ত নিয়মের কোন কোন স্থলে ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। যথা—আমাকে তিনি কহিলেন ইত্যাদি।

৪। প্রশ্ন, কৌতুক, বিস্মক্তি বা অহঙ্কারাদি প্রকাশস্থলে

কোন কোন সময় অগ্রে ক্রিয়াপদ ও পরে কর্ত্তা বা কর্ম্ম থাকে। যথা—ইহাতে হবে কি? বলিতে পার তুমি সকলই ইত্যাদি।

৫। বাক্যমধ্যে নিম্নলিখিত কয় স্থলে কর্ত্তৃপদ উহ্য থাকে। যথা—(ক) কথনার্থ ধাতুর বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগে—"তাহাদিগকে গ্রহ্ বলে" ('পণ্ডিতেরা' এই কর্ত্তা উহ্য)। (খ) উত্তম ও মধ্যম পুরুষের প্রয়োগে—"করিয়াছি, করিয়াছ" (এই স্থলে 'আমি' ও 'তুমি' এই দুই কর্ত্তা উহ্য)। (গ) নিকটবর্ত্তী বাক্য দ্বারা কর্ত্তার প্রতীত হইলে—"তাহার জ্ঞান নাই, গুরুজনকে অমান্য করে" (এ স্থলে 'সে' কর্ত্তা উহ্য)।

৬। করণপদকে কর্ম্মের পূর্ব্বে বসাইতে হইবে। যথা—কুঠার দ্বারা বৃক্ষ ছেদন করিতেছে।

৭। ক্রিয়াপদের অব্যবহিত পূর্ব্বে অপাদান কারক স্থাপন করিবে।

৮। কাল ও স্থানবাচক অধিকরণপদ প্রায়ই বাক্যের প্রারম্ভে বসিবে।

৯। সম্বন্ধপদকে, যাহার সহিত সম্বন্ধ, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে বসাইবে।

১০। সম্বোধনপদকে প্রায়ই বাক্যের প্রথমে বসাইবে।

১১। কতকগুলি নাম একত্র নির্দ্দেশ করিতে হইলে, যে নামগুলিতে অপেক্ষাকৃত অল্প বর্ণ, তাহাদিগকে যথাক্রমে পূর্ব্বে স্থাপিত করিবে। যথা—গো, মেষ, মহিষ ইত্যাদি।

১২। বিশেষণ পদ প্রায়ই বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে, কিন্তু স্থল-বিশেষে পরেও বসে।

১৩। ক্রিয়াবিশেষণ স্থাপনের বিশেষ নিয়ম নাই। শ্রুতি-মাধুর্য্য ঠিক রাখিয়া বসাইবে।

১৪। বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের মধ্যে যেটি বিশেষ লক্ষ্য, তাহাকে সর্ব্বাগ্রে স্থাপন করিবে। যথা—জ্ঞানার্জ্জনই তাঁহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য।

১৫। কতকগুলি পদের সহিত অন্য কতকগুলি পদের নিয়ত সম্বন্ধ আছে। যথা—যদি—তবে; বরং—তথাপি, তথাচ; যত—তত; বটে—কিন্তু; যদ্যপি—তথাপি; যেখানে—সেখানে; যাহা—তাহা; অপেক্ষা—বরং; যখন—তখন।

১৬। যদি একই ক্রিয়াপদের তিনটি পুরুষের তিনটি কর্ত্তৃপদ থাকে, তবে উত্তম পুরুষের কর্ত্তৃপদ সর্ব্বপ্রথমে, মধ্যম পুরুষের কর্ত্তৃপদ দ্বিতীয় স্থানে ও প্রথম পুরুষের কর্ত্তৃপদ সর্ব্বশেষে বসিবে এবং ক্রিয়াটি উত্তম পুরুষের অনুরূপ হইবে। যথা—আমি, তুমি এবং রাম তথায় যাইতেছি; কিন্তু বাক্যে মধ্যম ও প্রথম পুরুষ থাকিলে, ক্রিয়াটি মধ্যম পুরুষের অনুরূপ হইবে। যথা—তিনি এবং তুমি তথায় গিয়াছিলে।

১৭। একই ক্রিয়ার বিবিধ কর্ত্তা হইলে, শেষোক্ত দুইটির মধ্যে এবং, ও, প্রভৃতি সংযোজক অব্যয় যোগ করিতে হয়। যথা—রাম, শ্যাম, গোপাল এবং হরি যাইতেছে।

১৮। দুই বা বহু পদের মধ্যে একই বিভক্তি যুক্ত হইলে, কেবলমাত্র শেষপদে বিভক্তি যোগ করিতে হয়। যথা—রাম, শ্যাম এবং গোপালের সহিত যাইব।

১৯। একটি বাক্যে দুইটি পর্য্যন্ত অসমাপিকা ক্রিয়া প্রয়োগ করা যাইতে পারে, তাহার অধিক হইলে শ্রুতিকটু-দোষ জন্মে।

২০। বিনা প্রয়োজনে বিশেষণ প্রয়োগ করা উচিত নহে এবং অলঙ্কার প্রয়োগ করিতে সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

২১। মনের ভাব সংক্ষেপে ব্যক্ত করা উচিত। ভাবের আধিক্য না থাকিলে একই ভাব বারংবার ব্যক্ত করিবে না।

২২। এক পদের বহু বিশেষণ প্রয়োগ করিলে শ্রুতি-কটু-দোষ হয়।

২৩। এবে, কভু, হেরি, তব, মম, যবে, নেহারি প্রভৃতি শব্দ সকল পদ্যেই ব্যবহৃত হয়। গদ্যে কখনও ব্যবহৃত হয় না।

২৪। অশ্লীল বা অপ্রচলিত আভিধানিক শব্দ প্রয়োগ করিবে না।

২৫। অতিশয় নীচ কিংবা গ্রাম্য ভাষা প্রয়োগ দ্বারা রচনাকে দূষিত করিও না।

২৬। এক বিষয়ক রচনার মধ্যে অন্য বিষয়ের অবতরণা বড়ই দোষাবহ।

২৭। সর্ব্বত্র সাধু-ভাষা প্রয়োগ সঙ্গত নহে। ভাষা যতই সরল হইবে, ততই শ্রুতিমধুর হইবে।

প্রবন্ধ রচনা।

আমরা এই পুস্তকে প্রবন্ধকে সাধারণতঃ সাত ভাগে বিভক্ত করিলাম। যথা—(ক) বস্তু-বিষয়ক। (খ) স্থান-বিষয়ক। (গ) উদ্ভিদ-বিষয়ক। (ঘ) প্রাণী-বিষয়ক। (ঙ) জীবন-চরিত-বিষয়ক। (চ) কাল-বিষয়ক। (ছ) গুণ ও ক্রিয়া-বিষয়ক।

(ক)—বস্তু-বিষয়ক রচনা।

বস্তু-বিষয়ক প্রবন্ধ এই কয়টি বিষয় লইয়া বর্ণনা করিতে হয়। যথা—(১) যে যে উপাদানে গঠিত; কোথায় পাওয়া যায়; আকৃতি। (২) উপকারিতা, গুণ ও ব্যবহার।

কাচ।

আমাদের দেশে বহুকালাবধি কাচ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। ইহা, বালি ও এক প্রকার ক্ষার সংযোগে প্রস্তুত হয়। কথিত আছে, একদা কোন জাহাজ সমুদ্র-গমনকালে এক সৈকত-পুলিনে নিশাযাপন করিতে বাধ্য হয়। আরোহিগণ অরণ্য হইতে কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া ঐ সৈকত-পুলিনে রন্ধনক্রিয়া নির্ব্বাহ করে। পর দিন তাহারা চুল্লীমধ্যে এক সুন্দর পদার্থ দেখিতে পায়। এই অদ্ভুত পদার্থ কাচ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। এইরূপে কাচের সৃষ্টি হইয়াছে।

আমরা নানাবর্ণের কাচ দেখিতে পাই। অগ্নির উত্তাপে কাচ গলিয়া গেলে যে বর্ণ মিশ্রিত করা যায়, কাচও সেই বর্ণের হয়। গলিত অবস্থায় কাচ ইচ্ছামত আকারে ঢালা হইয়া থাকে। পরে শীতল হইলে উহা কঠিন হইয়া উঠে।

কাচের গুণ অনেক। ইহা অতি স্বচ্ছ পদার্থ। ইহার ভিতর দিয়া আলো প্রবেশ করিতে পারে বলিয়া, আমরা ইহা দ্বারা নানারকমের আয়না প্রস্তুত করি। কাঁসা, পিত্তলাদির মত ইহাতে কলঙ্ক পড়ে না ;—ইহা সর্ব্বদাই মসৃণ ও উজ্জ্বল থাকে। এই জন্য সভ্যসমাজে ইহার যথেষ্ট আদর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার একটি মহৎ দোষ ভঙ্গপ্রবণতা ; অর্থাৎ ইহা সামান্য আঘাতেই ভাঙ্গিয়া যায় এবং একবার ভাঙ্গিলে ইহাকে আর যোড়া দেওয়া যায় না। যদিও কাচ ভঙ্গপ্রবণ, তথাপি এক হীরক ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্যের সাহায্যে ইহাকে কাটা যায় না। কাচের আর একটি গুণ এই যে, ইহার এক ধারে অগ্নির উত্তাপ দিলে অন্য ধারে উত্তাপ সঞ্চালিত হয় না।

কাচ আমাদের অনেক উপকারে আইসে। ইহা গলাইয়া ঝাড়, লণ্ঠন, শিশি, বোতল, গ্লাস ও নানা রকমের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। গৃহে সূর্য্যালোক প্রবেশ করাইবার জন্য আমরা ইহা জানালায় ব্যবহার করিয়া থাকি।

কর্পূর।

তোমরা সকলেই কর্পূর দেখিয়াছ ; কিন্তু ইহা কোথায় উৎপন্ন হয়, বোধ করি, অনেকেই তাহা জান না। প্রশান্ত মহাসাগরে সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো ও জাপান নামক যে তিনটি দ্বীপ আছে, তথায়

এবং চীনদেশে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, উহার অন্তর্গত আঠাই কর্পূর।

আমরা সচরাচর যে কর্পূর ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা জাপান দেশ হইতে আইসে। জাপানীরা কর্পূর বৃক্ষের আঠা লইয়াই ক্ষান্ত থাকে না; উহারা বৃক্ষের মূল ও স্কন্ধ প্রভৃতি সমুদায় অংশ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া একটি মুখ-সরু ও তলদেশ প্রশস্ত লৌহ-পাত্রে স্থাপন করে। পরে কিঞ্চিৎ জল লৌহপাত্রে রাখিয়া, তাহার মুখ বন্ধ করিয়া অগ্নির উত্তাপ দিতে থাকে। অগ্নিতাপে কর্পূর, বৃক্ষখণ্ড হইতে বাষ্পাকারে পরিণত হইয়া, লৌহপাত্রের মুখে সঞ্চিত হয় এবং জমাট বাঁধিয়া থাকে। জাপান-দেশীয় কর্পূর, চীন-দেশীয় কর্পূরের ন্যায় উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্ নহে।

কর্পূর দেখিতে অতি শুভ্র ও উজ্জ্বল। ইহা অতিশয় লঘু, বাতাস লাগিলেই উড়িয়া যায়; এই জন্য লোকে ইহাকে সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখে। উড়িয়া যাইবার ভয়ে অনেকে ইহাতে গোল-মরিচ মিশ্রিত করিয়া রাখেন। কর্পূরকে এক প্রকার তৈলবৎ পদার্থ বলা যাইতে পারে। ইহা জলের সহিত মিশ্রিত হয় না; কিন্তু তৈল ও মদের সহিত মিশিয়া যায়। ইহার দাহিকা-শক্তি অত্যন্ত প্রবল; জ্বলন্ত কর্পূর জলে ফেলিয়া দিলেও নির্ব্বাপিত হয় না।

কর্পূর আমাদের অনেক উপকারে আইসে। ইহার গন্ধ অতি মনোহর, এজন্য পানীয় জল ও তাম্বূলাদিতে আমরা ইহা ব্যবহার করিয়া থাকি। অজীর্ণ ও কলেরা প্রভৃতি রোগে কর্পূর একটি মহৌষধ। ইহা দ্বারা দুর্গন্ধ নষ্ট হইয়া থাকে।

গন্ধক।

গন্ধক একটি আকরিক পদার্থ। এসিয়া মহাদেশের অন্তর্গত নেপাল, পারস্য ও যাবা প্রভৃতি দেশের আকরে গন্ধক পাওয়া যায়। ইউরোপের মধ্যে সিসিলি ও আইস্‌ল্যাণ্ড দ্বীপেও ইহা প্রচুর পরিমাণে জন্মে। আকর হইতে তুলিবার সময় ইহা বিশুদ্ধ ও বিমিশ্র এই দুই প্রকার অবস্থায় দেখা যায়; কিন্তু আগ্নেয়-পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে ইহা প্রায়ই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। মিশ্রিত অবস্থায় ইহার সহিত হরিতাল, সীস, দস্তা প্রভৃতি মিশ্রিত থাকে। পরে উপযুক্ত তাপ প্রয়োগ দ্বারা ইহাকে বিশোধিত করা হয়।

গন্ধক দেখিতে পীতবর্ণ। ইহা কাচের ন্যায় কঠিন ও ভঙ্গ-প্রবণ এবং সামান্য উত্তাপেই গলিয়া যায়। উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার বর্ণও ক্রমশঃ কৃষ্ণ হইতে থাকে; পরিশেষে চিটা গুড়ের আকার প্রাপ্ত হয়। আরও উত্তাপ দিলে, ইহা ঈষৎ রক্তবর্ণ ধারণ করে, তখন ইহা হইতে এক প্রকার আরক্তিম বাষ্প নির্গত হইয়া থাকে। ইহা জল বা অন্য কোন তরল পদার্থের সহিত গলে না; কিন্তু গর্জ্জন বা ভার্পিন তৈলে ফেলিয়া দিলে গলিয়া যায়।

গন্ধক দ্বারা আমাদের অনেক উপকার সাধিত হয়। ইহা দ্বারা দেশলাই প্রস্তুত করা আমাদের দেশে বহুকালাবধি প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গন্ধকে নানাবিধ ঔষধ প্রস্তুত হয়। ইংরাজেরা ইহা দ্বারা গন্ধক-দ্রাবক প্রস্তুত করিয়া রসায়ন-বিদ্যার অনেক উন্নতিসাধন করিয়াছেন;—এই দ্রাবককে সাধারণতঃ সল্‌ফিউরিক ষ্ট্যাসিড্ কহে। আমরা যে তুঁতে ব্যবহার করি, তাহা গন্ধক-দ্রাবক ও তাম্র এই উভয় দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া প্রস্তুত

হইয়া থাকে। গন্ধক-দ্রাবক ও লৌহ মিশ্রিত করিয়া অগ্নির উত্তাপ দিলে হীরাকষ প্রস্তুত হয়।

লেড্ (উড্) পেন্সিল।

বালকগণ, তোমরা সকলেই লিখিবার সময় লেড্ বা উড্ পেন্সিল ব্যবহার করিয়া থাক; কিন্তু ইহা কিরূপ প্রণালীতে নির্ম্মিত হয়, তাহা বোধ করি, জান না। তোমাদের বিশ্বাস, ইহা সীস দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। যে ধাতু দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয়, তাহা দেখিতে ঠিক সীসের মত; এই জন্যই বোধ হয়, তোমাদের এইরূপ ধারণা হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই ধাতু সীস নহে। ইহাকে 'প্লাম্বেগো' ধাতু বলে। কয়লা ও লৌহের সংমিশ্রণে ইহা উৎপন্ন হয়। ইংলণ্ডের অন্তর্গত কাম্বারল্যাণ্ড নামক প্রদেশের বরোভেল্ নামক স্থানের খনিতে এই ধাতু প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সিংহল দ্বীপেও প্লাম্বেগো ধাতুর খনি দৃষ্ট হয়।

পেন্সিলের বহিরাবরণের জন্য সাধারণতঃ দেবদারুজাতীয় এক প্রকার কাষ্ঠ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে 'সিডার' বৃক্ষ বলে। ইহা অতিশয় নরম ও স্থায়ী। পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ইহা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে পেন্সিলের জন্য চন্দনকাষ্ঠই অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লিখিবার জন্য যখন আমরা কলম ও কালি ব্যবহার না করি, তখন লেড্ পেন্সিল ব্যবহার করিয়া থাকি। ইহা দ্বারা লিখন-ক্রিয়া সহজ হয়; চিত্রকর ও সূত্রধরেরা ইহা দ্বারা যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই পেন্সিলের সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াই

বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের লিখনকার্য্য ও অন্যান্য নানা প্রকার লিখনের বিশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে।

লবণ।

আমাদের জীবনধারণের জন্য যে সকল বস্তুর প্রয়োজন, তন্মধ্যে লবণের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। ইহা পৃথিবীর নানা প্রদেশে প্রাপ্ত হওয়া যায়; বিশেষতঃ অস্ট্রিয়া, পোলণ্ড, ইংলণ্ড, আরব ও ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।

আমরা সচরাচর যে লবণ ব্যবহার করিয়া থাকি, তাহা খনি হইতে আইসে। খনিজ লবণ প্রস্তরের ন্যায় শক্ত; ইহা স্তরে স্তরে থাকে। পাথুরিয়া কয়লার খনি যেরূপ খনন করা হয়, লবণের খনিও সেইরূপে খনন করা হয়। ইংলণ্ডের চিসায়ারের পর্ব্বত-সমূহে এবং ভারতবর্ষের অন্তর্গত পঞ্জাবপ্রদেশের খনিতে প্রচুর পরিমাণে লবণ পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত যত লবণের স্তরের কথা জানা গিয়াছে, তন্মধ্যে অস্ট্রিয়ার অন্তর্গত গেলিসিয়ার স্তরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পোলণ্ডের অন্তর্গত উইলিজকা নামক স্থানে একটি বিখ্যাত লবণের খনি আছে। ঐ খনি এক মাইলেরও অধিক দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ মাইল প্রশস্ত।

সমুদ্র এবং উৎস হইতেও লবণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সমুদ্রের জল বাষ্পাকারে পরিণত করিয়া লবণ সংগ্রহ করা হইত; কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট লবণের ব্যবসায় একচেটিয়া করিয়া লওয়ায়, বর্ত্তমান সময়ে ঐরূপ প্রণালীতে লবণ সংগ্রহ করিলে আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইতে হয়।

লবণ আমাদের বিশেষ প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহা দ্বারা অনেক খাদ্য-দ্রব্য ও ব্যঞ্জন সুস্বাদু করা হয়। নানা প্রকার মাংস ও মৎস্য যাহাতে পচিয়া যাইতে না পারে, তজ্জন্য লবণ মাখাইয়া রাখা হয়। বস্তুতঃ, পচা নিবারণ করিবার পক্ষে লবণের আশ্চর্য্য ক্ষমতা আছে। লবণের দ্বারা অনেক সময় জমির সারের কার্য্যও সাধিত হয়। সাবান ও কাপড়কাচা সোডা প্রস্তুত করিতেও লবণের প্রয়োজন। আফ্রিকা ও আরবদেশের লোকেরা লবণের বৃহৎ বৃহৎ খণ্ড সকল গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণস্বরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

(খ)—স্থান-বিষয়ক রচনা।

স্থানবিষয়ক প্রবন্ধ এই কয়টি বিষয় লইয়া বর্ণনা করিতে হয়। যথা—(১) স্থানের নাম (নামের সহিত কোনরূপ ঐতিহাসিক ঘটনা কিংবা কিম্বদন্তী থাকিলে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে)। (২) অবস্থিতি—প্রদেশ ও জেলার নাম, কোন্ নদীর তীরে, সমতল ক্ষেত্রে বা সমুদ্রতীরে। (৩) আয়তন—দৈর্ঘ্য, বিস্তার, ক্ষেত্রফল, তন্মধ্যস্থ রাস্তার পরিমাণ, লোকসংখ্যা ইত্যাদি। (৪) বিশেষ বিবরণ—ঔষধালয়, সেতু, রেলওয়ে প্রভৃতি। (৫) ইতিহাস—প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ। (৬) উপসংহার।

(নগরসম্বন্ধীয়)—কলিকাতা।

ইংরাজাধিকৃত ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা। কি জন্য এই নগরীর নাম কলিকাতা হইল, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। এ সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত; সুতরাং সকল মতের উপর নির্ভর না করিয়া, আমরা এ প্রবন্ধে মাত্র 'কালিঘাট হইতেই

কলিকাতা নামের সৃষ্টি হইয়াছে’ এই মতটি উল্লেখ করিলাম। কলিকাতা নগরীকে চব্বিশ পরগণার মধ্যে গণ্য করিতে হইবে। ইহা হুগলী নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে এই স্থানের অধিকাংশই নিবিড় অরণ্যে সমাকীর্ণ ছিল। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজের সুশাসনগুণে, এই স্থানের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যেরও অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এখন ইহার উত্তরে বাগবাজারের খাল, পূর্ব্ব দিকে সারকিউলার রোড্, দক্ষিণে সারকিউলার রোড ও আলিপুর এবং পশ্চিমে হুগলী নদী। সম্প্রতি কলিকাতা-মিউনিসিপালিটি, সহরতলীকেও কলিকাতার সীমার মধ্যে গণ্য করিয়া লইয়াছেন।

কলিকাতার দৈর্ঘ্য প্রায় চারি ক্রোশ, বিস্তার দুই ক্রোশ এবং পরিধি প্রায় দশ ক্রোশ হইবে। সুবিশাল হুগলী নদীর তীরবর্ত্তী বলিয়া, ইহা ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বিখ্যাত বাণিজ্যপ্রধান স্থান। রাজ্য ও ব্যবসায়-সংক্রান্ত অনেক কার্য্যালয় এখানে প্রতিষ্ঠিত আছে বলিয়া, বিভিন্ন স্থানের অধিবাসিবৃন্দ কলিকাতাকে একপ্রকার আবাসভূমি করিয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইহার লোকসংখ্যা সহরতলীসমেত আট কি নয় লক্ষ হইবে। কলিকাতার মধ্যে অনেক প্রশস্ত রাজপথ আছে; তন্মধ্যে এই কয়টিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যথা—কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট্, ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, চিৎপুর রোড, সার্কিউলার রোড, বহুবাজার ষ্ট্রীট্, বীডন ষ্ট্রীট্, গ্রে ষ্ট্রীট্, কলেজ ষ্ট্রীট্ ইত্যাদি।

কলিকাতার মধ্যে দ্রষ্টব্য বিষয় বিস্তর আছে। সমস্ত বিষয়ের উল্লেখ করিলে প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া, আমরা এস্থলে মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করিলাম। যথা—(১) ইডেন উদ্যান।

(২) হাই-কোর্ট। (৩) ছোট আদালত। (৪) জেনারল পোষ্ট-আফিস। (৫) বাণ হাউস। (৬) রেলওয়ে আফিস। (৭) মেট্‌কাফ্ হল। (৮) টাঁকশাল। (৯) প্রেসেডেন্সি কলেজ, স্কটিশ্ চার্চ্চ কলেজ, মেট্রপলিটান্ কলেজ ও রিপণ কলেজ ইত্যাদি। (১০) মেডিক্যাল কলেজ, মেয়ো হস্‌পিট্যাল, ক্যাম্বেল হস্‌পিটাল ইত্যাদি। (১১) গঙ্গার পোল। (১২) বিখ্যাত ঠাকুর-বাবুদের বাড়ী প্রভৃতি। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক সুদৃশ্য পদার্থ আছে। এ সমস্ত দর্শনে দর্শকমাত্রেরই মনপ্রাণ বিমুগ্ধ হয়। কলিকাতা নগরীর ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ইংরাজের কৃপায় আমরা অল্পায়াসেই জানিতে পারি। ইংরাজেরা বাণিজ্য-উপলক্ষে বঙ্গদেশে আসিয়া, প্রথমে বালেশ্বর ও পরে হুগলী নামক স্থানে বাণিজ্য-কুঠী স্থাপন করেন। তৎপরে, বাঙ্গালার তদানীন্তন সুবাদার নাজিম-উল্লার নিকট হইতে তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিয়া লয়েন। এই তিনখানি গ্রাম লইয়া বর্ত্তমান কলিকাতা নগরীর সৃষ্টি হইয়াছে।

কলিকাতাসম্বন্ধে উপরে যে বিবরণ প্রদত্ত হইল, তাহা সামান্য মাত্র। যদি ইহার প্রথম অবস্থা হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সম্যক্ পর্য্যালোচনা করা যায়, তাহা হইলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে যে, একদা যাহা শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্যে পরিগণিত ছিল, মানব-বুদ্ধি-প্রভাবে অল্পকালের মধ্যে তাহা কিরূপ বিভবপ্রভবের শীর্ষস্থানে অধিরোহণ করিয়াছে। বস্তুতঃ, কলিকাতা নগরীর আদিম অবস্থার সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিলে, ইংরাজের অলৌকিক শক্তিমত্তার যথেষ্ট পরিচয় পাইতে পারি।

(জেলাসম্বন্ধীয়)—যশোহর।

বাঙ্গালার অন্তর্গত প্রেসিডেন্সি বিভাগে যে ছয়টি জেলা আছে, তন্মধ্যে যশোহর অন্যতম। ইহা কোন্ সময় কাহাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ; তবে এইমাত্র বলা যায় যে, বাঙ্গালায় যে কয়টি প্রাচীন জেলা আছে, তন্মধ্যে যশোহরের নামও উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার সম্বন্ধে 'যশ হরণ করে বলিয়া' যে কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাও সন্দেহজনক।

যে স্থান লইয়া যশোহর নগরটি গঠিত হইয়াছে, তাহা ভৈরব নদের দক্ষিণতীরে অবস্থিত। ইহার দৈর্ঘ্য প্রায় এক ক্রোশ এবং বিস্তার কিঞ্চিন্ন্যূন অর্দ্ধক্রোশ হইবে। এই নগরের পরিধি অনুমান চারি মাইল। যশোহরের প্রধান রাস্তা পাঁচটি। ইহার উত্তরে ভৈরবনদ, পূর্ব্বে নীলগঞ্জ, দক্ষিণে চাঁচড়া এবং পশ্চিমে পুরাতন কস্‌বা। লোকসংখ্যা অনুমান পঁচিশ হাজার।

যশোহর নগরে রাজ-সংক্রান্ত কার্য্যালয় ভিন্ন আরও অনেক উল্লেখযোগ্য প্রাসাদশ্রেণী আছে। ডাক্তার-খানা, মিউনিসিপাল আফিস, পোষ্ট-আফিস, রেলওয়ে ষ্টেশন, লোন আফিস, জিলা ও সম্মিলনী স্কুল প্রভৃতি যশোহরের প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য পদার্থ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কোন্ সময় কাহা কর্ত্তৃক এই নগরটি প্রথম সংস্থাপিত হয়, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ; তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, ইংরাজ-অধিকারের পূর্ব্বে কোন হিন্দুরাজা কর্ত্তৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বর্ত্তমান সময়ে ভৈরব নদটি শুষ্কপ্রায় হওয়ায়, যশোহরের স্বাস্থ্যের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়াছে। দুরন্ত ম্যালেরিয়া

ব্যাধির প্রবল আক্রমণে ইহার অধিবাসিবৃন্দ অনেক সময় বিশেষ ক্লেশ পাইয়া থাকেন। মিউনিসিপ্যালিটির কর্ম্মচারিগণের ঐকান্তিক যত্নপ্রভাবে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক প্রশমিত হইয়াছে। যশোহরের চিনি ও খর্জ্জুর-গুড়ের কারখানা প্রসিদ্ধ।

(গ্রামসম্বন্ধীয়)—পিঙ্গলা।

ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত পিঙ্গলা একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। ইহার উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ আছে যে, মুসলমান বাদসাহের শাসনসময়ে ভূষণা পরগণার জমিদার 'পিঙ্গল' নামক কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক বারাসিয়া নদীর চরে এই গ্রাম সংস্থাপিত হয়।

ফরিদপুরের প্রায় ষোল ক্রোশ দক্ষিণে এই গ্রাম বারাসিয়া নদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। ইহার উত্তরে কাশীয়ানী। পূর্ব্বে পাবনীয়ার বিল এবং দক্ষিণে বরাসুর।

পিঙ্গলা দৈর্ঘ্যে প্রায় এক মাইল এবং ইহার বিস্তার অর্দ্ধ মাইল হইবে। গ্রামের মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত দুইটি প্রধান রাস্তা আছে। রাস্তার উভয় পার্শ্বেই লোকের বসতি। গ্রামের লোকসংখ্যা প্রায় পাঁচ শত। তন্মধ্যে হিন্দু অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় চারি শত। অবশিষ্ট মুসলমান।

এই গ্রামের হিন্দু অধিবাসীর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। ইঁহারাই সর্ব্বাপেক্ষা শিক্ষিত, বর্দ্ধিষ্ণু এবং সঙ্গতিপন্ন। কতিপয় বিদ্যোৎসাহী ব্রাহ্মণের অধ্যবসায় ও অর্থব্যয়ে এখানে একটি উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; কিন্তু দুঃখের বিষয়,

কয়েকজন নীচমনাঃ স্বার্থান্ধ লোকের শক্রতাচরণে বিদ্যালয়টি অল্প দিনের মধ্যেই উঠিয়া গিয়াছে। গ্রামের মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়টি দ্বারা বালকগণের প্রথম শিক্ষার বিশেষ সুবিধা ছিল; কিছুদিন পূর্ব্বে সে বিদ্যালয়টিও উঠিয়া গিয়াছিল। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়া উচ্চ-ইংরাজী বিদ্যালয়ের সুযোগ্য প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভবদেব ভট্টাচার্য্য বি, এ, ও অন্যান্য কতিপয় ভদ্র মহোদয়গণের ঐকান্তিক চেষ্টায় পুনরায় সেই বিদ্যালয়টি সংস্থাপিত হইয়াছে।

গ্রামে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত একটি দেবালয় আছে। তথায় প্রতি বৎসর পূজা উপলক্ষে নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। অধিবাসিবৃন্দের অনেকের অবস্থা স্বচ্ছল না হইলেও উদরান্ন সংস্থানের জন্য কাহাকেও প্রায় অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয় না। তাঁহারা সকলেই ধর্ম্মভীরু এবং রাজভক্ত। গ্রামের মধ্যে দস্যু, তস্করের সংখ্যা বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্প। অধিবাসিগণের একটি বিশেষ গুণ এই যে, ইহাঁরা পরস্পরের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি-সম্পন্ন।

গ্রামের নৈসর্গিক দৃশ্য মন্দ নহে; কিন্তু বংশকুঞ্জের সংখ্যা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায়, স্থানটি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অস্বাস্থ্যকর হইয়াছে। ম্যালেরিয়া ও কলেরার প্রকোপ সময়ে সময়ে অত্যন্ত প্রবল হওয়ায়, অনেক লোকের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়া থাকে। সুজলা বারাসিয়া নদীটি শুষ্ক হওয়াতেই এরূপ দুরবস্থা সংঘটিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ফরিদপুরের সদাশয় ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের অনুকম্পায় যদি এই স্থানে একটি পুষ্করিণী খনন করা যায়, তাহা হইলে গ্রামের স্বাস্থ্য অপেক্ষাকৃত ভাল হইতে পারে, ইহা অনেকেরই বিশ্বাস।

(গ)—উদ্ভিদ-বিষয়ক রচনা।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি অবলম্বন করিয়া উদ্ভিদ বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে হয়। যথা—(১) উৎপত্তি, জাতি ও শ্রেণীবিভাগ; বীজ বা কলমের জন্ম; আকার, এবং অবয়ব কিরূপে উৎপাদিত ও বর্দ্ধিত হয়; নৈসর্গিক শোভা। (২) কোথায় পাওয়া যায়। (৩) বিশেষ বিবরণ—উপকারিতা ও অপকারিতা প্রভৃতি।

নারিকেল বৃক্ষ।

যে সমস্ত বৃক্ষ দ্বারা মনুষ্যের মহোপকার সাধিত হয়, তন্মধ্যে নারিকেল অন্যতম। ফল হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া এই বৃক্ষের উৎপত্তি হয়। ইহার কলম হয় না। এই বৃক্ষের কাণ্ড সরল ও শিরোভাগ দীর্ঘ-পত্র-বিশিষ্ট। ইহা যখন সম্পূর্ণ বর্দ্ধিত হয়, তখন দৈর্ঘ্যে ৬০।৭০ হাত পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। নারিকেলের অঙ্কুর উদ্গমে মনুষ্যের ক্লেশ স্বীকার করিতে হয় না। ঝুনা নারিকেল কিছুদিন গৃহে রাখিয়া দিলেই তাহা হইতে অঙ্কুর উদ্গত হইয়া থাকে।

এই বৃক্ষ প্রায়ই লবণাক্ত দেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মিয়া থাকে। যে স্থানের জল লবণাক্ত নহে, তথায় ইহা রোপণ করিলে তাদৃশ দীর্ঘ হয় না। এজন্য সমুদ্র-তীরবর্ত্তী স্থানসমূহের বৃক্ষই অধিকতর দীর্ঘ হইয়া থাকে। নিম্ন-বঙ্গ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজ এবং পূর্ব্ব-উপদ্বীপের অনেক স্থানেই এই বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

নারিকেল বৃক্ষ দ্বারা আমাদের অনেক উপকার সাধিত হয়। ইহার ফল পরম উপাদেয় ও রুচিরোচক। ফলের মধ্যে যে জল থাকে, তাহা সুমিষ্ট ও তৃষ্ণা-নিবারক। ইহার শাঁস শুষ্ক করিয়া আমরা তৈল প্রস্তুত করিয়া থাকি। খোলের দ্বারা হুঁকা, বাজীর

উপকরণাদি প্রস্তুত হয়। ফলের উপরিভাগস্থ ছাল দ্বারা রজ্জু ও শয্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। পত্রের কাটি দ্বারা সম্মার্জ্জনী প্রস্তুত করিয়া থাকি। ইহার কাণ্ড দ্বারা যাতায়াতের সেতু এবং বাসগৃহের খুঁটি প্রস্তুত হয়। এতদ্ভিন্ন ইহার ফলের শাঁস হইতে আমরা নানা প্রকার মিষ্টান্নের উপকরণ প্রাপ্ত হই। ফলতঃ, নারিকেল বৃক্ষের সমস্ত অঙ্গই আমাদের প্রয়োজনে লাগিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, নিকটে উচ্চ নারিকেল বৃক্ষ থাকিলে বজ্রপাতের আশঙ্কা থাকে না।

নারিকেল বৃক্ষ সচরাচর আট বা দশ বৎসরে ফলবান্ হয় এবং এক শত বৎসরের অধিক কালও বাঁচিয়া থাকে।

ধান্য।

ধান্য এক প্রকার শস্য। যে সমস্ত উদ্ভিদ্ ফল পাকিলে মরিয়া যায়, তাহাদের সাধারণ নাম ওষধি। সুতরাং ধান্যও ওষধি-শ্রেণীর অন্তর্গত।

ধান্য প্রধানতঃ তিন প্রকার। যথা—ষাষ্টিক, আশু ও হৈমন্তিক। ষাষ্টিকধান্য চৈত্র ও বৈশাখ মাসে, আশুধান্য বর্ষাকালে এবং হৈমন্তিকধান্য কার্ত্তিক হইতে পৌষ মাসের মধ্যে উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমোক্ত ধান্য ষাট দিনের মধ্যে জন্মে বলিয়া, উহাকে ষাষ্টিকধান্য কহে। ইহার সাধারণ নাম বোরোধান। হৈমন্তিক ধান্যকে সাধারণতঃ আমনধান বলা হইয়া থাকে।

ধান্যের বীজ বপন করিয়া কিছুকাল প্রক্রিয়াবিশেষ অবলম্বন করিলে গাছ জন্মে। অনন্তর ঐ গাছগুলিতে ফল হইয়া পাকিয়া

উঠিলে গাছ কাটিয়া লইয়া, কোন স্থানে ছড়াইয়া দিয়া, তদুপরি গরু বা অন্য কোন জন্তু পুনঃ পুনঃ চালাইয়া দিলে, ঐ জন্তুর পদাঘাতে ধানগুলি গাছ হইতে পৃথক্ হইয়া মাটিতে পড়িয়া যায়। পরে ঐ ধান রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া গৃহে সঞ্চিত করিয়া রাখে। শুষ্ক-ধান্য জলপূর্ণ বৃহৎ পাত্রে সিদ্ধ করিয়া পুনশ্চ রৌদ্রে শুষ্ক করিলে সিদ্ধ ধান্য হয়। প্রথমোক্ত ধান্যের তণ্ডুলকে আতপ তণ্ডুল এবং শেষোক্ত ধান্য হইতে যে তণ্ডুল পাওয়া যায়, তাহাকে সিদ্ধ তণ্ডুল কহে। ষাষ্টিক ও আশুধান্যের তণ্ডুল অপেক্ষা হৈমন্তিক ধান্যের তণ্ডুল উৎকৃষ্ট, সুস্বাদু ও লঘুপাক। তণ্ডুলের আকৃতি, স্বাদ ও ঘ্রাণভেদে উহার নামও নানাবিধ, তন্মধ্যে এই গুলিই সমধিক প্রসিদ্ধ। যথা—বালাম, দাদখানি, মুগী, গোপালভোগ, বাদ-সাহভোগ ইত্যাদি।

তণ্ডুল পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যজাতিরই খাদ্য। ইহাকে বঙ্গবাসীর একমাত্র খাদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তণ্ডুল সিদ্ধ করিয়া যে খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহাকে অন্ন বা ভাত কহে। শর্করা ও দুগ্ধসংযোগে তণ্ডুল হইতে নানা প্রকার সুখাদ্য পিষ্টক ও পরমান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(ঘ)—প্রাণী-বিষয়ক রচনা।

প্রাণী বিষয়ক বর্ণনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি বর্ণনা করিতে হয়। যথা—(১) আকার, অবয়ব, বল ও গতি। (২) জন্মস্থান; কোন্ দেশের কোন্ অংশে জন্ম; স্বদেশজাত কিংবা বিদেশ হইতে আনীত। (৩) প্রকৃতি; বন্যাবস্থায় ধরিবার ও পোষ মানাইবার উপায়; চরিত্র, বুদ্ধি ও তৎ-সংক্রান্ত কোন গল্প। (৪) মনুষ্যের কি কি উপকারে লাগে। (৫) উপসংহার।

অশ্ব।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে অশ্বও আমাদের বিশেষ উপকারী। ইহার আকার দীর্ঘ ও দেখিতে অতি সুন্দর, চক্ষু সতেজ, স্কন্ধ ও পুচ্ছ লম্বমান্ কেশরে আবৃত এবং চারি পায়ে অখণ্ড খুর আছে।

পূর্ব্বকালে নানা দেশ হইতে নানা প্রকার অশ্ব আমাদের দেশে আনীত হইত। বাহ্লীক ও পারসীক প্রভৃতি বহুবিধ অশ্ব পূর্ব্বকালীন রাজন্যবর্গের প্রধান সম্পত্তি ছিল। বার্ব্বরি ও তুরস্ক-দেশীয় অশ্বই সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী। স্পেন্ ও ডেন্মার্কে নানাবর্ণের অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। আরবদেশীয় অশ্ব সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ ও স্থূলাকার। ব্রহ্মদেশের অশ্ব ক্ষুদ্রকায় হইলেও বিলক্ষণ কর্ম্মক্ষম। ইংলণ্ডদেশীয় অশ্ব অতিশয় বলবান্ ও সাহসী।

অশ্ব তৃণভোজী পশু। ইহারা তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে বটে, কিন্তু গোরুর ন্যায় রোমন্থ করে না। মানবজাতি নানা কৌশলে ইহাদিগকে বন হইতে ধরিয়া আনে এবং অত্যল্প-কালের মধ্যেই ইহারা অত্যন্ত বশীভূত হইয়া উঠে।

অশ্ব দ্বারা মনুষ্যের মহোপকার সাধিত হয়। ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া লোকে নানাস্থানে গতায়াত করিয়া থাকে। অশ্ব, যুদ্ধের একটি প্রধান সহায়। শকটাদি চালনার জন্য সকল সভ্য-দেশেই অশ্বের প্রয়োজন হয়। শীকারিগণ ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া মৃগয়া করিয়া থাকেন। কোন কোন দেশে হল-চালনার জন্যও অশ্ব ব্যবহৃত হয়।

অশ্ব একাকী থাকিতে ভালবাসে না। যখন ইহারা অরণ্যে

বাস করে, তখন চারি পাঁচ শত একত্রে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করে। ইহারা সচরাচর পঁচিশ ত্রিশ বৎসর পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকে।

পক্ষী।

পক্ষিজাতি দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের সমুদয় শরীর পালকে আবৃত এবং এই পালকগুলি নানা বর্ণে চিত্রিত। ইহাদের শরীর লঘু এবং দুই পার্শ্বে দুইখানি পক্ষ আছে, তাহাদের সাহায্যে ইহারা ইচ্ছামত শূন্যমার্গে উড়িয়া বেড়ায় এবং এক দেশ হইতে অন্য দেশে চলিয়া যায়। কোন কোন পক্ষীর পুচ্ছ এরূপ সুন্দর যে, অনেকে তাহা টুপীতে ব্যবহার করিয়া থাকেন।

পক্ষীদের দুই পা। ইহাদের দন্ত নাই, খাদ্যদ্রব্য গিলিয়া উদরস্থ করে। ইহারা অণ্ড প্রসব করে এবং সেই অণ্ড উপযুক্ত উত্তাপে ফুটিয়া গেলে ছানা বাহির হয়।

দেশভেদে নানা আকৃতির ও নানা প্রকৃতির পক্ষী দেখিতে পাওয়া যায়। শ্যেন, উৎক্রোশ প্রভৃতি কতকগুলি শীকারী পক্ষী আছে, তাহাদের সাহায্যে লোকে অন্য পক্ষী ধরিয়া থাকে। হংস, সারস, পানীকৌড়ী প্রভৃতি পক্ষিজাতিকে জলচর পক্ষী বলে। শুক, শালিক ও ময়নাজাতীয় পক্ষী, শিক্ষা প্রাপ্ত হইলে মনুষ্যের ন্যায় কথা বলিতে পারে।

পক্ষীরা দেখিতে যেমন সুন্দর, ইহাদের কণ্ঠস্বরও তেমনি মধুর। কতকগুলি পক্ষীর স্বর কর্কশ বটে, কিন্তু অধিকাংশ পক্ষীর স্বরই সুমিষ্ট। গৃহপালিত পক্ষীর মধ্যে শুক, শালিক, কপোত, ময়না, কুক্কুট ও হংস প্রধান। আমোদের জন্য অনেক

লোক পক্ষী পুষিয়া থাকে। কয়েকজাতীয় পক্ষীর মাংস ও ডিম্ব মনুষ্যেরা ভক্ষণ করে।

কোন কোন পক্ষীর পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি ও সন্তান-বাৎসল্য অতিশয় প্রবল। সারস পক্ষীর বৃদ্ধ পিতামাতার প্রতি ভক্তি বহু-কালাবধি প্রচলিত আছে। পক্ষীরা শাবকগুলি যতদিন উড়িতে না পারে, ততদিন তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে করিয়া রাখে এবং বিপদ্ হইতে রক্ষা করে।

পক্ষীরা প্রায়ই বাসা নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। অনেক পক্ষী এরূপ মনোহর বাসা নির্ম্মাণ করে যে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। কোন কোন পক্ষী বৃক্ষকোটরে কিংবা ভূমির মধ্যে গর্ত্ত করিয়া বাস করে।

মধুমক্ষিকা।

যত প্রকার শ্রমশীল নিকৃষ্ট প্রাণী আছে, তন্মধ্যে মধুমক্ষিকাই প্রধান। ইহারা দিনের বেলায় পুষ্পে পুষ্পে মধু সংগ্রহ করে;—এক মুহূর্ত্তও নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকে না। মধুমক্ষিকা এক প্রকার ক্ষুদ্র পতঙ্গ। ইহাদের দেহ দুই খণ্ডে বিভক্ত; ঐ দেহ একমাত্র চর্ম্মদ্বারা সংযুক্ত এবং বর্ণ প্রায়ই তাম্র ও ধূসর হইয়া থাকে।

মধুমক্ষিকারা অতি কৌশলে নিজ নিজ বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বৃক্ষের শাখায় কিংবা পুরাতন দেওয়ালে ইহাদের বাসস্থান নির্ম্মিত হয়। এই বাসস্থান আকারে বৃহৎ, কিন্তু অতিশয় লঘু। ইহাতে অসংখ্য গর্ত্ত থাকে;—প্রায় প্রত্যেক গর্ত্তে এক

একটি ডিম্ব জন্মে। অল্প দিনের মধ্যে ঐ সকল ডিম্ব হইতে পোকাগুলি বাহির হয় এবং উহাদের পদ ও পক্ষ উঠে। পরে উহারা মৌমাছির আকার ধারণ করে।

ভারতবর্ষের অনেকস্থানে এবং রুশিয়া ও জর্ম্মাণি দেশস্থ অরণ্যে অনেক মধুমক্ষিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মৌচাক হইতে আমরা মধু ও মোম পাইয়া থাকি। মধু অতি সুমিষ্ট এবং অনেক ঔষধে প্রযুক্ত হয়। মোমের দ্বারা বাতি ও ক্ষত রোগের প্রতিকারক এক প্রকার মলমও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(ঙ)—জীবন-চরিত-বিষয়ক রচনা।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া জীবন-চরিত-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখিতে হয়। যথা—(১) জন্ম ও শৈশবকাল; সময়, স্থান, পিতামাতার নাম, বংশ-বিবরণ ও লালনপালন। (২) বিদ্যাশিক্ষা। (৩) জীবনের প্রধান প্রধান কার্য্য। (৪) মৃত্যু;—কোথায়, কি ভাবে এবং কি রোগে। (৫) চরিত্র-সমালোচনা। (৬) উপসংহার।

মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া।

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে মে, ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী লণ্ডন নগরের অদূরবর্ত্তী কেন্‌সিংটন্ রাজপ্রাসাদে মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডের অধিপতি তৃতীয় জর্জ্জের চতুর্থ পুত্র এড্‌ওয়ার্ড তাঁহার পিতা এবং জর্ম্মাণির অন্তর্গত সেক্‌স্‌কোবার্গের সিল্‌ফিল্‌ডের অধীশ্বরের দুহিতা মেরি লুসি তাঁহার মাতা।

যে সকল সদ্‌গুণনিচয়-প্রভাবে ভিক্টোরিয়া বিশ্বব্যাপ্ত প্রজা-পুঞ্জের হৃদয়ে ভক্তি ও প্রীতির আসন সংস্থাপন করিতে সমর্থ

হইয়াছিলেন,—যে ধর্ম্মপ্রবণতা ও বুদ্ধিমত্তার গৌরবে তিনি বিদ্বৎ-সমাজে পূজ্য হইয়াছিলেন এবং যে লোকহিতৈষণাগুণে তিনি জগতের শীর্ষস্থানীয়া, সে সমুদায় গুণরাশির জন্য তিনি পবিত্র দেব-স্বভাব জনক-জননীর নিকটই ঋণী।

পঞ্চম বর্ষ বয়সেই ভিক্টোরিয়ার বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ হয়। এই সময় তিনি পূতাত্মা পাদ্রী ডেভিসের পবিত্র শিক্ষার অধীন হন। উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সুশিক্ষার গুণে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই তিনি বিবিধ ভাষায় ও নীতিশাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করেন। ইংরাজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ, ইটালীয়, লাটিন্ ও গ্রীক্ ভাষায় তিনি সবিশেষ ব্যুৎপন্না হন। এতদ্ভিন্ন গণিতশাস্ত্র, সঙ্গীত, উদ্ভিদ্ এবং চিত্র বিদ্যায়ও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ হইয়াছিল।

সপ্তদশবর্ষ বয়ঃক্রমকালে দেশ-প্রচলিত প্রথানুসারে ভিক্টোরিয়া খ্রীষ্টধর্ম্মে দীক্ষিতা হইয়া ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। রাজ্যপ্রাপ্তির অল্পকাল পরেই দেশীয় রীত্যনুসারে অতুলনীয় সমারোহের সহিত তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

বাল্য-জীবনে ভিক্টোরিয়া মাতুল-পুত্র রাজকুমার এল্‌বার্ট ভিক্টরের সহিত একত্র লালিত-পালিত হইয়াছিলন। পরে তাঁহার সহিত ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারি তিনি পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হন। এল্‌বার্টের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল; প্রত্যেক কার্য্যই তিনি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া নির্ব্বাহ করিতেন। ভিক্টোরিয়ার আটটি সন্তান জন্মে; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র এড্‌ওয়ার্ড আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্। ইনি সুশাসনগুণে উপযুক্ত মাতার উপযুক্ত সন্তান বলিয়া সর্ব্বত্র বিশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের সিপাহী-বিদ্রোহ প্রশমিত হইলে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারতের সাম্রাজ্য-ভার গ্রহণ করেন।

১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার রাজত্বের অর্দ্ধ-শতাব্দী কাল পূর্ণ হয়; তদুপলক্ষে তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যমধ্যে সর্ব্বত্রই বিপুল সমারোহের সহিত জুবিলী-উৎসব সম্পন্ন হইয়াছিল। এই উৎসবে ভারতীয় প্রজাপুঞ্জ যেরূপ অকপট রাজভক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, তাহা সচরাচর প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রজাপুঞ্জকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া মাতৃস্বরূপিণী ভিক্টোরিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন।

মহারাণী ভিক্টোরিয়ার কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও প্রজাবাৎসল্য জগতে অতি দুর্লভ। বিপুল সাম্রাজ্যের একাধিপত্য লাভ করিয়া, তিনি কর্ত্তব্য-সাধনে যেরূপ তৎপরতা ও নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের ইতিহাসে জ্বলন্ত-অক্ষরে চিরদিনের জন্য প্রতিফলিত থাকিবে;—ভবিষ্যতের গাঢ় অন্ধকারে তাহা কদাচ বিলীন হইবার নহে। শক্তি-পরিচালনায় তিনি যেরূপ পরিণাম-দর্শিতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা জগতের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক রাজারই অনুকরণযোগ্য। পরের দুঃখ দেখিলে ভিক্টোরিয়ার কোমল-হৃদয় সহজেই বিগলিত হইত। তিনি কত শত দয়ার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে যথেষ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষমা-গুণের জন্যও ভিক্টোরিয়া সাধারণের বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্রী। বস্তুতঃ, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বগুণসম্পন্না রমণী পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিরল। তাঁহার মৃত্যুকালে সমগ্র জগৎ যেন শোকসাগরে নিমগ্ন হইয়াছিল; বিশেষতঃ ভারতীয় প্রজাপুঞ্জ তাঁহার অন্তর্ধানে গভীর

মনোবেদনা অনুভব করিয়াছিল। সুখের বিষয়, ভগবদ্‌কৃপায় তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট্। ইঁহার সুশাসনগুণে ও প্রজাবাৎসল্যে প্রকৃতিপুঞ্জ সন্তুষ্ট হইয়া, ভগবানের নিকট ইঁহার দীর্ঘজীবন কামনা করিতেছে।

সুলতান গিয়াসুদ্দীন।

যে সমস্ত মুসলমান ভূপতি বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ন্যায়পরতাগুণে সুলতান গিয়াসুদ্দীন যথেষ্ট প্রতিপত্তি লাভ করেন। তিনি বাল্যকালে অতিশয় মেধাবী এবং পাঠে অনুরক্ত ছিলেন। যে শিক্ষাপ্রভাবে তিনি উত্তরকালে আদর্শ-নৃপতিরূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন, উপযুক্ত শিক্ষকের প্রযত্নে বাল্যেই তাহার বীজ তদীয় মানসক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল। তিনি কদাচ আলস্যের অধীন হন নাই।

ন্যায়পরায়ণতা ও রাজবিধানের প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ প্রদর্শন-হেতু সুলতান গিয়াসুদ্দীন লোকসমাজে সবিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, একদা শর-পরিচালনা অভ্যাস করিবার সময় হঠাৎ তাঁহার হস্তচ্যুত একটি শর কোন দুঃখিনী বৃদ্ধার পুত্রের শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহার বিনাশ সাধন করে। শোকাতুরা বৃদ্ধা, ধর্ম্মাধিকরণে বিচারকের নিকট রাজার নামে অভিযোগ আনয়ন করে। বিচারক ন্যায়পরায়ণ ছিলেন। অপরাধী স্বয়ং রাজা, ইহা জানিয়াও তাঁহাকে বিচারালয়ে উপ-স্থিত হইবার জন্য তিনি আদেশ প্রদান করিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে রাজা বিচারালয়ে উপস্থিত হইলে, বিচারক তৎকালীন রাজ-

বিধানানুসারে রাজার প্রতি উপযুক্ত অর্থদণ্ডের ব্যবস্থা করিলেন। গিয়াসুদ্দীন দ্বিরুক্তি না করিয়া, তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধাকে নির্দ্দিষ্ট অর্থ প্রদান করিলেন। প্রচলিত রাজবিধানের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তিনি যে ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় দিলেন, ইতিহাসে ইহার উপমা বিরল। বস্তুতঃ, লোকসমাজে যে ব্যক্তি যে পরিমাণে ন্যায়-পরায়ণ, তাঁহার মহত্ত্বও সেই পরিমাণে অধিক। ১২১৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতান গিয়াসুদ্দীনের মৃত্যু হয়।

গৌতম বুদ্ধ।

খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৬২৩ অব্দে নেপালের অন্তঃপাতী কপিলবাস্তু নগরে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম শুদ্ধোদন ও মাতার নাম মহামায়া। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র জননীর মৃত্যু হওয়ায়, বুদ্ধ বিমাতা গৌতমীর প্রযত্নে লালিত হন।

পঞ্চমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে বুদ্ধ, উপযুক্ত শিক্ষকের হস্তে ন্যস্ত হন। অচিরকালমধ্যে তিনি নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া উঠিলেন। পুত্রের এতাদৃশ বিদ্যানুরাগ ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, পিতা শুদ্ধোদনের আহ্লাদের আর সীমা রহিল না; কিন্তু শাস্ত্রজ্ঞান অপেক্ষা বুদ্ধের ধর্ম্মানুরাগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যে ধর্ম্মপ্রবণতার জন্য তিনি উত্তরকালে মহতী কীর্ত্তি অর্জ্জনে সমর্থ হইয়াছিলেন, বাল্যেই তাহার সূচনা দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি দিন দিন সংসারের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিয়া, ভোগ-লালসায় বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন।

পুত্রের এবংবিধ অনাসক্তি নিরীক্ষণ করিয়া, পিতা শুদ্ধোদন বড়ই ব্যথিত হইলেন। একমাত্র বংশধরের এত অল্পবয়সে এরূপ বৈরাগ্য নিরীক্ষণ করিলে কোন্ পিতা স্থির হইয়া থাকিতে পারেন? তিনি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, পুত্রকে সংসারে আবদ্ধ করিবার জন্য অসামান্য রূপ-লাবণ্যবতী গোপানাম্নী এক কন্যার সহিত তাঁহার উদ্বাহক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন।

বিবাহের কয়েক বৎসর পরে, বুদ্ধদেবের এক সুলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। পুত্রমুখদর্শনে বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য বিদূরিত হইবে বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস ছিল; কিন্তু যে ধর্ম্মবীজ বাল্যে তাঁহার মানস-ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল, তাহা উপযুক্ত কারণসত্ত্বেও উৎপাটিত হওয়া দূরে থাকুক, কালসহকারে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতে লাগিল। একদিন পরিচারকসমভিব্যাহারে উদ্যানভ্রমণকালে, সংসারে জীবের ক্লেশাধিক্য নিরীক্ষণ করিয়া, তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত বৈরাগ্য অধিকমাত্রায় প্রকটিত হইয়া উঠিল। সুযোগ বুঝিয়া, একদিন নিশীথসময়ে তিনি সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া অন্তর্হিত হইলেন। কি পিতার অকৃত্রিম স্নেহ, কি একমাত্র পুত্র-বাৎসল্য, কি পতিব্রতা প্রণয়িনীর পবিত্র প্রণয়, কিছুতেই তাঁহাকে সংসারে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিল না।

তিনি নানা স্থানে বিচরণ করিয়া, নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেন সত্য; কিন্তু কিছুতেই জীবনের প্রকৃত রহস্য নির্দ্ধারণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তিনি বুঝিলেন, ব্রাহ্মণ-নির্দ্দিষ্ট তপশ্চরণ ও ব্রত-যজ্ঞাদিতে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভের আশা কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না, সেই জন্য যোগ-সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এবার তাঁহার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইল।

তিনি বহু গবেষণার পর স্থির করিলেন, সংসারে জন্মগ্রহণ দুঃখের মূল এবং জরা মরণ হইতে উদ্ধার পাইলেই মুক্তি লাভ হয়। স্ত্রী, পুরুষ, ইতর, ভদ্র সকলেই ধর্ম্মার্জ্জনে তুল্যাধিকারী, অহিংসা পরমধর্ম্ম ইত্যাদি। অশীতি বর্ষ বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তাঁহার ধর্ম্মমত সর্ব্বত্র সমাদৃত না হইলেও তিনি চরিত্রের যে আদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য। অতুল বিভব ও সুবিশাল রাজ্যের একাধিপত্য, নির্ব্বিকারচিত্তে অবহেলা করিয়া, ভিক্ষোপজীবী সন্ন্যাসীর ন্যায় ধর্ম্মের রহস্য উদ্ঘাটনে তিনি যেরূপ কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তাঁহার নিঃস্বার্থ বিশ্বপ্রেম জগতে অতুলনীয়। গৌতম বুদ্ধের ন্যায় নিঃস্বার্থ পরহিতৈষিতা, বিশুদ্ধ বৈরাগ্য, প্রবল ধর্ম্মানুরাগ ও আপামর সাধারণের প্রতি সমভাবে আসক্তি জগতের ইতিহাসে দুর্ল্লভ। বস্তুতঃ, এরূপ মহাপুরুষের আবির্ভাবে ভারতবর্ষ চিরদিনই গৌরবান্বিত থাকিবে।

রেগুলাস্।

খ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বে ইতালীর অন্তঃপাতী রোম নগরে রেগুলাস্ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাতার অবস্থা তাদৃশ স্বচ্ছল না থাকায়, তাঁহাকে তৎকালোচিত উপযুক্ত শিক্ষালাভ করিতে কঠোর ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। তিনি উপযুক্ত সমরনৈপুণ্য লাভ করিয়া, কালসহকারে রোমের সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কার্থেজের সহিত রোমের সমর-সংঘটিত হইলে

রেগুলাস্ অসাধারণ রণ-কৌশল প্রদর্শন করা সত্ত্বেও শত্রুহস্তে বন্দী হন।

ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিন কার্থেজের প্রতি সুপ্রসন্ন রহিলেন না; অচিরকালমধ্যে তাহার পতনদশা সমুপস্থিত হইল। কার্থেজ-বাসিগণ, রোমানদিগের সহিত কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া বুঝিতে পারিল যে, যদি শীঘ্র রোমের সহিত সন্ধি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে তাহাদের পতন অনিবার্য্য। এই ভাবিয়া তাহারা সন্ধি-সংক্রান্ত কথোপকথনের জন্য রেগুলাসকে রোমানদিগের নিকট প্রেরণ করিল এবং এইরূপ অঙ্গীকারে আবদ্ধ করিল যে, যদি রোমের সহিত সন্ধি স্থাপিত না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে পুনরায় কারাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হইবে। রেগুলাস্ অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া কার্থেজদূত-সমভিব্যাহারে রোমনগরে উপনীত হইলেন। তিনি নিতান্ত অপরিচিতের ন্যায় রোমান্ সভাসদ্‌বর্গকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন,—"হে সভাগণ! আমি কার্থেজবাসি-গণের দাস; প্রভুগণের আদেশে আপনাদের সহিত সন্ধিস্থাপন ও বন্দী-বিনিময়ের জন্য আসিয়াছি।" এই কথা বলিয়া তিনি প্রস্থানোদ্যত হইলে, রোমকর্ত্তৃপক্ষ অতীব মর্ম্মাহত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন,—"বন্ধুবর! আপনি কি জন্য প্রস্থান করিতেছেন?—সভায় থাকিয়া সন্ধিসম্বন্ধে আমাদিগকে সুমন্ত্রণা প্রদান করুন"। স্থিরমতি রেগুলাস্ তাহাতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন না। অবশেষে, কার্থেজদূতগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে সভায় যোগদান করিতে বাধ্য হইলেন।

অতঃপর সভাগণের অনুরোধে রেগুলাস্ পুনরায় বলিতে লাগিলেন,—"সভ্যগণ! আমার মতে কার্থেজের সহিত আপনাদের

সন্ধি স্থাপন করা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, বর্ত্তমান সময়ে তাহার যেরূপ শোচনীয় অবস্থা, তাহাতে পতন অনিবার্য্য; সুতরাং সন্ধি স্থাপিত হইলে, কার্থেজবাসিগণ নূতন শক্তি সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতে আপনাদের ঘোর অনিষ্টাচরণ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, বন্দী-বিনিময় দ্বারা আপনাদের কিছুমাত্র লাভ নাই; কারণ, রোমান-দিগের মধ্যে আমি একজনমাত্র বন্দী। বিশেষতঃ, এক্ষণে আমি যেরূপ রোগগ্রস্ত, তাহাতে অচিরকালমধ্যে মৃত্যু আমার অবধারিত; সুতরাং আমার বিনিময়ে বহুসংখ্যক সবল ও সুস্থকায় কার্থেজবাসিগণকে মুক্তি প্রদান করিলে আপনাদের শত্রুদলের পুষ্টিসাধিত হইবে। এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া আপনারা সন্ধিস্থাপনে বিরত থাকুন"। রেগুলাসের এই যুক্তিপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ সন্ধিপ্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া দিলেন।

অনন্তর রোমের প্রধান পুরোহিত আসিয়া রেগুলাসকে বুঝা-ইতে লাগিলেন যে, "কার্থেজবাসিগণ যখন বলপূর্ব্বক আপনাকে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ করিয়াছে, তখন কোন ক্রমেই আপনার সে অঙ্গীকারপাশে আবদ্ধ হওয়া কর্ত্তব্য নহে।" তাহা শুনিয়া রেগুলাস্ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—"মহাশয়! আপনি কি জন্য আমাকে এরূপ অপযশের ভাগী করিতে প্রয়াসী হইতেছেন? আমি মৃত্যুভয় অপেক্ষা জ্ঞানকৃত পাপের অনুশোচনাকে অধিকতর ভয় করিয়া থাকি। আমি যখন সত্যপাশে আবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি, তখন আমার ভাগ্যে যাহাই ঘটুক, আমাকে কার্থেজনগরে যাইতেই হইবে।"

সাধ্বী নারী ও নিরাশ্রয় শিশুসন্তানের করুণ-ক্রন্দন এবং

সুহৃদ্বর্গের সনির্ব্বন্ধ-অনুরোধ, এ সমস্তই উপেক্ষা করিয়া স্থিরমতি রেগুলাস্ কার্থেজগণসমভিব্যাহারে কার্থেজনগরে বন্দীবেশে গমন করিলেন। অচিরকালমধ্যে তথায় তাঁহার মৃত্যু সংঘটিত হইল।

রেগুলাস্ কঠোর কারাক্লেশ উপেক্ষা করিয়া যেরূপ সত্যনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তাহার তুলনা জগতে বিরল। "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি" ইহার জ্বলন্ত নিদর্শন আমরা রেগুলাসের জীবনে দেখিতে পাই।

গিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধে যে মহানুভবের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, তিনি একটি সামান্য পল্লীগ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যদিও তাঁহার গুণগরিমা সাধারণ্যে প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি তিনি যে একজন আদর্শ-চরিত্রের লোক ছিলেন, ইহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। এইজন্য তাঁহার জীবনীর কিয়দংশ আমরা প্রচার করিলাম।

ফরিদপুর জিলার অন্তঃপাতী পিঙ্গলা গ্রামে বাঙ্গালা ১২৪৩ সালে গিরীশচন্দ্র এক দরিদ্র পরিবারের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য। ইঁহারা হরিদাসপুরের বিখ্যাত কাঞ্জিলাল-বংশোদ্ভব।

অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে গিরীশচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হয়। যদিও তাঁহার জননী পুত্রের বিদ্যাশিক্ষার জন্য অতিমাত্র ব্যগ্র হইয়া-

ছিলেন, তথাপি দরিদ্রতানিবন্ধন তাঁহার সে আশা পূর্ণ হইল না। তিনি উপায়ান্তর না দেখিয়া, গ্রাম্য-বঙ্গবিদ্যালয়ে পুত্রের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলেন। তিন চারি বৎসর মধ্যে গ্রাম্য বিদ্যালয়ের পাঠ সাঙ্গ করিয়া, গিরীশচন্দ্রকে সাংসারিক ক্লেশমোচনে মনোযোগী হইতে হইল এবং তজ্জন্য তিনি এক আত্মীয়ের শরণাপন্ন হইলেন। ইহার দুই তিন বৎসর পরে তিনি নাজিরের কর্ম্মে নিযুক্ত হন। পরে, কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেরেস্তাদারের পদে উন্নীত হইলেন; কিন্তু এই পদে তাঁহাকে অধিক দিন কার্য্য করিতে হইল না; কোন আত্মীয়ের পরামর্শে অবিলম্বে ওকালতী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইল। এই পরীক্ষায় বিশেষ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া, তিনি ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত মুকসুদপুর ও তৎপরে ভাঙ্গার চৌকিতে ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত হন।

বিশেষ দক্ষতার সহিত চল্লিশ বৎসরের অধিককাল ওকালতী কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া গত ১৩১৩ সালের ফাল্গুন মাসে গিরীশচন্দ্র পরলোক গমন করেন।

তিনি বিপুল ধনের অধিকারী না হইলেও যে সচ্চরিত্রতার গুণে সকলের বরেণ্য হইয়াছিলেন, তাহা প্রকৃতই প্রশংসনীয় ও অনুকরণযোগ্য। জীবনে তাঁহাকে কেহ কোন দিন আলস্যে কালাতিপাত করিতে দেখে নাই। মিথ্যাচরণ, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি যে সমস্ত দোষে বঙ্গদেশ বর্ত্তমান সময়ে প্লাবিত, তাহা গিরীশচন্দ্রের ছায়াকেও স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় নাই। শত্রু মিত্র সকলের প্রতি তাঁহার সমান অনুরাগ ও প্রীতি ছিল;—তাঁহার প্রতি কেহ কোন দিন বিরক্ত হইয়াছে, আমরা এরূপ কথা কখন শুনি নাই। প্রকৃতপক্ষে, গিরীশচন্দ্র অতি মহৎ অন্তঃকরণ লইয়া জন্মগ্রহণ

করিয়াছিলেন। যদি তিনি কোন নগরের অধিবাসী হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার যশঃ-সৌরভে দিগ্‌দিগন্ত ব্যাপ্ত হইত। এক নিভৃত পল্লীর দরিদ্র-কুটীরে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, দূরবর্ত্তী স্থানের কেহ তাঁহার তত্ত্ব রাখে নাই; কিন্তু আমরা স্বচক্ষে তাঁহার ক্রিয়া-কলাপ নিরীক্ষণ করিয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছি। তাঁহার অকপট ব্যবহারে কি বিচারকমণ্ডলী, কি অর্থী-প্রত্যর্থিগণ, কি আপামর-সাধারণ, সকলেই মুগ্ধ হইতেন। বস্তুতঃই, তিনি অতি পুণ্যাত্মা লোক ছিলেন। সমস্ত জীবনে দুইবারের অধিক তাঁহাকে কেহ রোগ ভোগ করিতে দেখে নাই এবং তাহাও অতি অল্পক্ষণমাত্র স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও যেরূপ স্বাস্থ্যসম্পন্ন ছিলেন, বর্ত্তমান সময়ে বাস্তবিকই তাহা বিস্ময়প্রদ। এরূপ মহাত্মার তিরোভাবে তাঁহার স্ব-গ্রাম ও তৎসন্নিহিত স্থান-সমূহের গৌরব-রবি চিরদিনের মত যে অস্তমিত হইয়াছে, একথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। তবে, গিরীশচন্দ্র যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণযোগ্য ও শিক্ষার স্থল।

(চ)—কাল-বিষয়ক রচনা।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া কাল-বিষয়ক রচনা লিখিতে হয়। যথা—(১) কালের বর্ণনা ও নৈসর্গিক দৃশ্য। (২) কালের কার্য্য। (৩) কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য; অপব্যবহারের ফলাফল।

প্রাতঃকাল।

নৈশ-অন্ধকারের তমোময় আবরণ ভেদ করিয়া সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রভাত সময়ের আবির্ভাব হয়। এ সময় প্রকৃতি এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করে। পূর্ব্ব দিকের কি অপূর্ব্ব শোভাই হয়!—

নবীন-রাগ-রঞ্জিত প্রভাকরের রক্তিম-আভায় গগনমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠে। অত্যুন্নত পর্ব্বতশৃঙ্গ ও সমুন্নত পাদপনিচয়ের অগ্রভাগ সুবর্ণবর্ণে রঞ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পুষ্পভারাবনত লতা সকল প্রভাত-পবনে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া মানবের মন-প্রাণ হরণ করে। মন্দগতি প্রাতঃ-সমীরণ সুগন্ধি কুসুম সকলের সৌরভ বহন করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে।

নিদ্রাজনিত জড়তা ত্যাগ করিয়া জীবকুল জাগিয়া উঠে;—বৃক্ষশাখায় বিহঙ্গমগণ সুমধুর সঙ্গীতে দিবার আগমন ঘোষণা করে;—কাননে নানাজাতীয় জীব-জন্তু, জলে জলচর প্রাণী, লোকালয়ে মনুষ্যগণ ও সর্ব্বত্র কীট-পতঙ্গাদি পর্য্যন্ত জাগরিত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়;—রাখাল গরুর পাল লইয়া মাঠের দিকে ধাবিত হইতে থাকে;—পল্লীতে কৃষকদল হলচালনা প্রভৃতি কার্য্যে রত হয়;—শিশুগণ পাঠে মনোনিবেশ করে এবং গ্রামবাসীরা সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যাপৃত হয়।

প্রাতঃকালে মানবের চিত্ত প্রশান্ত থাকে;—নিদ্রাবসানে অন্তঃকরণ যেন নূতন হইয়া পুনর্ব্বার কার্য্যে সক্ষম হয়। অনেক স্বাস্থ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের মতে প্রাতঃকালই চিন্তাশক্তি প্রসারের উপযুক্ত সময়। ইতর-জীবমাত্রেই এ সময় স্ব স্ব কার্য্যে মনোনিবেশ করে; কিন্তু যে মানব রাত্রিজাগরণ করিয়া প্রভাতে গাঢ় নিদ্রায় মগ্ন হয়, তাহার ন্যায় মূর্খ আর নাই। এরূপ আচরণে অনেকেই কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়। প্রাতঃকালীন ভ্রমণে যে কিরূপ স্বাস্থ্যলাভ হয়, ইহা তাহারা জানে না বলিয়াই এরূপ কার্য্য করিয়া থাকে।

মধ্যাহ্নকাল।

দিবসের মধ্যভাগকে সাধারণতঃ মধ্যাহ্নকাল বলা হইয়া থাকে। দিবার এই সময়ে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তাপ বেশী, এইজন্য এ সময় চিত্তের অবসাদ জন্মে। বোধ হয়, এই কারণে আমাদের দেশে পূর্ব্বে মধ্যাহ্নকালে কার্য্যে নিযুক্ত হইবার বিধি ছিল না; কিন্তু ইংরাজের কার্য্য-প্রণালীতে এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। এখন প্রাতঃকাল ও সায়াহ্নে কার্য্যারম্ভের উপযুক্ত সময় নির্দ্দিষ্ট না হইয়া, সচরাচর নয়টা বা দশটার সময় কার্য্য আরম্ভ করিয়া অপরাহ্ন পাঁচটা বা ছয়টা পর্য্যন্ত চলিয়া থাকে। এই নিয়মে অনেক উপকার হইয়াছে বলিতে হইবে। প্রথম উপকার—দিবানিদ্রা নিবারণ;—দিবানিদ্রা স্বাস্থ্য-নিয়ম-বিরোধী। দ্বিতীয় উপকার—আহারের সময় নির্দ্দিষ্ট থাকে; কিন্তু গ্রীষ্মকালে উল্লিখিত সময়ে পরিশ্রম করা এ দেশবাসীদিগের পক্ষে অসুবিধাজনক।

সমস্ত ঋতুর মধ্যে গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নই ভয়ানক। এ সময় প্রচণ্ড-মার্ত্তণ্ডের প্রখর-তাপে লোকের কার্য্য করিবার শক্তি সেরূপ থাকে না;—গৃহের বাহিরে গমন করা ক্লেশকর হইয়া উঠে। পিপাসায় লোক অবসন্ন হয়; বায়ু সেবনের জন্য লোকে নানারূপ কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। সমস্ত জীবই যেন এ সময় অতিমাত্র অবসন্ন হইয়া পড়ে। সুশীতল জলাশয়ে অবগাহনের জন্য জীবমাত্রেরই স্পৃহা জন্মে। আহারান্তে অনেক নিষ্কর্ম্মা লোক বিশ্রামসুখ লাভের জন্য নিদ্রাদেবীর শরণাপন্ন হন।

এই ভয়ঙ্কর সময়ে মরুভূমির মধ্যে উষ্ট্রারোহী মানবগণের ক্লেশের সীমা থাকে না। উপরে প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড, নিম্নে অগ্নিকণবর্ষী

বালুকার প্রভাব এবং চতুর্দ্দিকে অগ্নিসম উত্তপ্ত সমীরণস্পর্শে তাহাদের অতিমাত্র দুর্দ্দশা ঘটিয়া থাকে। কোথাও বিন্দুমাত্র জল নাই,—পিপাসায় তাহাদের কণ্ঠদেশ শুষ্ক হইয়া যায়; কিন্তু কষ্টসহিষ্ণু আরবীয় বণিক্‌গণের সহিষ্ণুতাকে ধন্যবাদ! তাহারা এই ভয়ানক সময়েও বাণিজ্যকার্য্যে ব্যাপৃত থাকে।

সায়ংকাল।

সায়ংকাল অতি মনোহর। সূর্য্যদেব সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর যেন পশ্চিমগগনে বিশ্রাম লাভের জন্য অস্তমিত হন। আকাশ-মণ্ডল ঈষৎ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া সহসা মলিন মূর্ত্তি ধারণ করে এবং উহার স্থানে স্থানে এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের আবির্ভাব দৃষ্ট হয়। উত্তাপ-সন্তপ্ত সমীরণ স্নিগ্ধ ও সুখসেব্য হইয়া উঠে। পক্ষিগণ স্ব স্ব কুলায়ে প্রত্যাবর্ত্তন করে। মৃগাদি নিরীহ প্রাণিনিচয় ভয়শূন্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে থাকে। পেচক, বাদুড়, শৃগাল ও অন্যান্য রাত্রিচর প্রাণিগণ আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত হয়।

এই সময় গ্রামে ও নগরে এক বিষম ব্যস্ততা পরিদৃষ্ট হয়। গ্রামে, গো-বৎসাদি গৃহপালিত পশু সকল প্রান্তর হইতে গৃহে ফিরিয়া আইসে; কৃষকগণ গ্রাম্য-সঙ্গীতে প্রান্তর মুখরিত করিয়া ক্লান্তদেহে আলয়াভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করে। রমণীগণ জলাশয় হইতে পূর্ণকলস কক্ষে আনয়ে আইসে এবং গৃহে সন্ধ্যালোক প্রদান করে। দেবালয়ের শঙ্খ-ঘণ্টা-রবে চতুর্দ্দিক আনন্দিত হইয়া উঠে।

নগরস্থ রাজপথে ভারবাহী শকট সকল দ্রুতগতিতে গমনাগমন করে। ধনবান্ নাগরিকেরা অত্যুৎকৃষ্ট যানারোহণে সায়ংকালীন সুশীতল সমীরণ সেবনে বহির্গত হন। প্রতি পথে ও প্রতি ভবনে আলোকমালা জ্বলিয়া উঠে। সমস্ত দিনের পরিশ্রমে অবসন্ন মানব সকল কেহ সন্ধ্যা-বন্দনা, কেহ উপাসনা এবং কেহ বা নানাবিধ আমোদানুষ্ঠানে রত হয়। বস্তুতঃ, এই সায়ংকাল অতি মনোহর! এ সময় কি গ্রাম, কি নগর সর্ব্বত্র সকল প্রাণীকেই বিশ্রামার্থ আলয়াভিমুখে যাইতে ব্যগ্র বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়।

(ছ)—গুণ ও ক্রিয়া-বিষক রচনা।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লইয়া গুণ ও ক্রিয়া-বিষয়ক রচনা লিখিতে হয়। যথা—(১) সংজ্ঞা। (২) উপকার। (৩) উন্নতি। (৪) উপসংহার।

ভক্তি, স্নেহ ও প্রীতি।

দেবতা, পিতামাতা, রাজা ও শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি অনুরাগই ভক্তি। এই অনুরাগের মূলে সেবা, অর্চ্চনা, বন্দনা প্রভৃতি নানাবিধ অনুষ্ঠান নিহিত রহিয়াছে। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের যথারীতি সাধন না করিয়া কেবলমাত্র মুখে গুরুজনের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করিলে ভক্তি প্রদর্শিত হয় না। আত্ম-নিবেদনই ভক্তির প্রধান অঙ্গ। যাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিলে ভক্তির পূর্ণতা বিধান হয়। যাহাতে গুরুজনের প্রীতি, তৃপ্তি ও সুখশান্তি জন্মিতে পারে, তদ্রূপ

ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলেই উপযুক্ত ভক্তি প্রদর্শন করা হয়। এই জন্য সেবা শুশ্রূষা প্রভৃতি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করা আবশ্যক।

যেমন গুরুজনের প্রতি অনুরাগকে ভক্তি, সেইরূপ সেবক-জনের প্রতি অনুরাগকে স্নেহ ও সমব্যক্তির প্রতি অনুরাগকে প্রীতি বলে। সুতরাং, ভক্তি, স্নেহ ও প্রীতি এক অনুরাগ-মূলক; কেবল পাত্রবিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয়। মৌখিক-ভক্তি যেমন কার্য্যকরী নহে; সেইরূপ, স্নেহ ও প্রীতি কেবল মৌখিক হইলে চলিবে না; ইহাতেও আন্তরিকতা ও সাধনার প্রয়োজন। পুত্র, কন্যা, কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ভগিনী, প্রজা, ছাত্র, ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই স্নেহের পাত্র; ইহাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

ঈশ্বর-ভক্তি।

আমরা ইতস্ততঃ যে সমস্ত পদার্থ দেখিতে পাই, সে সমুদায় কোথা হইতে আসিল,—কাহার সৃষ্টি? ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত কর, দেখিতে পাইবে, অসীম গগনমণ্ডল সূর্য্য, চন্দ্র ও অসংখ্য নক্ষত্রে খচিত; ইহারা সকলেই আলোক, উত্তাপ, সৌন্দর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের আধার; পার্শ্বে নদ নদী, হ্রদ সরোবর; পুরোভাগে অভ্রভেদী তুঙ্গ-শৃঙ্গধর এবং বিশালবক্ষঃ বারিধি। মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বজ্র প্রভৃতি যে সকল নৈসর্গিক ব্যাপার প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠিত হইতেছে, সে সমস্ত কোথা হইতে আসিল?—কে তাহাদিগকে সৃষ্টি করিল?

সুকুমার শিশুর সুন্দর মুখমণ্ডলে কুসুমের হাস্যচ্ছটায় এবং স্নিগ্ধ মাধুর্য্যে কাহার মাধুর্য্য প্রকাশ পাইতেছে? অবশ্য ইহাদের একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন ;—তিনি ঈশ্বর। তিনিই সমস্ত জীবের মঙ্গলবিধান করেন।

যিনি আমাদের এত উপকারক, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিলেই ভক্তি প্রদর্শিত হয়। মানবজন্ম পরিগ্রহ করিয়া যদি কৃতজ্ঞতা-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দাও, তাহা হইলে তোমার মনুষ্যত্ব থাকিবে না। পরমেশ্বর জীবগণের মঙ্গল-বিধান না করিলে কেহ এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয় না ; সুতরাং, এরূপ মঙ্গলময়ের প্রতি ভক্তিপ্রদর্শনে যাহারা বিরত থাকে, তাহারা নিতান্তই নরাধম ও হেয়। তুমি হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীষ্টান্ হও, তোমার একজন সৃষ্টিকর্ত্তা অবশ্যই আছেন। তিনি এক, অনাদি এবং অনন্ত। তিনি যেমন আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ, তোমাদিগকে এবং অন্যান্য সমস্ত জীবকেও সৃষ্টি করিয়াছেন ; সুতরাং আমাদের সকলেরই ঈশ্বর এক,—তিনি ভিন্ন নহেন। আমাদের উপাসনার প্রণালী ভিন্ন হইলেও আমরা সেই একেকেই লক্ষ্য করিয়া আরাধনা করিয়া থাকি ; অতএব আমাদের সকলেরই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করা একান্ত কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের প্রতি যাহার ভক্তি নাই, তাহার কোন জীবের প্রতিই অনুরাগ জন্মিতে পারে না ;—তাহার প্রীতি ও অনুরাগের কোন মূল্যই নাই ;—তাহার ধর্ম্মপ্রবণতা অসার ও ভিত্তিহীন।

মাতৃ ও পিতৃভক্তি।

মাতৃ ও পিতৃভক্তি ঈশ্বরভক্তির অনুরূপ। ঈশ্বর যেমন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জনয়িতা, মাতাপিতাও সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের কর্ত্তা। যাঁহাদের কৃপায় আমরা এই সংসারে আসিলাম, যাঁহাদের স্নেহগুণে এই দেহের সৃষ্টি ও পুষ্টিসাধিত হইয়াছে, যাঁহাদের সাহায্য না পাইলে আমাদের এই জীবন কোন্ কালে অনন্তে মিশিয়া যাইত, তাঁহাদের প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন মানব-জীবনের একটি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ পরোপকার ও স্নেহানুরাগ অতি দুর্লভ, কেবল একমাত্র পিতামাতাতেই ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জন্যই শাস্ত্রে পিতৃমাতৃ-আরাধনা শ্রেষ্ঠধর্ম্ম বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

যাঁহারা প্রতিনিয়ত তোমার কল্যাণের জন্য ব্যস্ত, তাঁহাদের তুল্য বন্ধু আর নাই। ঈশ্বর যেমন জীবগণের অযাচিত প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন, পিতামাতাও সেইরূপ আমাদের অযাচিত প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। দিন নাই, ক্ষণ নাই, অনুদিন, অনুক্ষণ, তোমার হিতের জন্য কাতরকণ্ঠে ভগবানের নিকট আর কে প্রার্থনা করিয়া থাকেন?—কে তোমার জন্য সমুদায় স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে সক্ষম? তুমি সামান্য অসুস্থ হইলেও কাহার হৃদয় বিচলিত হয়?—কাহার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না? তিনিই মাতা,—তিনিই পিতা। তাঁহারাই প্রত্যক্ষ-দেবতা। তুমি তাঁহাদের নিকট যে ঋণে আবদ্ধ, তাহা সমস্ত জীবন-বিনিময়েও পরিশোধ করিতে পারিবে না; কেবলমাত্র তাঁহাদের প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি প্রদর্শন করিলে ঋণের কথঞ্চিৎ প্রতিদান হইতে পারে।

পিতা মাতার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে হইলে তাঁহাদের নির্দেশবর্ত্তী হওয়া সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ন্যায় অন্যায় বিচার না করিয়া তাঁহারা যখন যে আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করা প্রত্যেক সন্তানেরই কর্ত্তব্য। পিতৃভক্তির জন্য জগতে ভীষ্মদেব ধন্য, উদ্দালক-তনয় শ্বেতকেতু বিশেষ বরেণ্য এবং মাতৃভক্তির জন্য মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডার বিখ্যাত। পৃথিবীতে যাঁহারাই মহাপুরুষ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মাতৃভক্তি ও পিতৃভক্তির জন্য বিখ্যাত।

রাজভক্তি।

হিন্দু শাস্ত্রকারগণ রাজাকে দেবতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। রাজা না থাকিলে দুষ্টমতি বলীয়ান্‌গণের প্রভাবে কেহই নিরাপদে বাস করিতে পারিত না। দুর্ব্বলের প্রতি অযথা অত্যাচার নিবারণ করেন বলিয়া, রাজা আমাদের সকলেরই মহোপকারক। পাষণ্ডগণের হস্ত হইতে নিরাপদে ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও স্ত্রী পুত্র লইয়া নির্ভয়ে বাস করিবার একমাত্র সহায় রাজা। এইজন্যই সকল দেশে রাজার অবস্থিতি নিতান্ত আবশ্যক।

প্রজাবর্গের মঙ্গল বিধানের জন্য রাজা অকাতরে অশেষ পরি শ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করেন, তজ্জন্য আমরা সকলেই তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ ও ঋণী। সুতরাং, এরূপ মহোপকারক দেবভাবাপন্ন মহোদয়ের প্রতি অভক্তি প্রদর্শনে কেবল যে আমাদিগকে ইহকালে

নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তাহা নহে ; পরন্তু, পরকালেও আমাদিগকে তজ্জন্য নিমিত্তভাগী হইতে হয়।

বাল্যকাল হইতেই রাজভক্তির বীজ শিশুগণের মানসক্ষেত্রে উপ্ত হওয়া কর্ত্তব্য। বিদ্যাশিক্ষার সহিত ইহা শিক্ষার অঙ্গীভূত হইলে ভবিষ্যতে কেহই রাজার প্রতি আর বিদ্বেষভাবাপন্ন হইতে পারে না। বর্ত্তমান সময়ে দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ বৃটিশ-কেশরী সম্রাট্ সপ্তম এড্ওয়ার্ড আমাদের রাজা। প্রজা-সাধারণের হিতার্থে তিনি নিয়তই তৎপর। আমরা যেমন তাঁহার প্রতি ভক্তিপরায়ণ হইব, তেমনি তাঁহার হিতের জন্য সর্ব্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করাও আমাদের কর্ত্তব্য। রাজার ন্যায় রাজপ্রতিনিধিও সর্ব্বত্র সম্মান ও ভক্তির পাত্র। আমাদের হিতসাধনের জন্য তিনিও সর্ব্বদা তৎপর থাকেন। শিশুগণ, তোমরা কখনও দুষ্ট লোকের প্ররোচনায় রাজা কিংবা রাজপ্রতিনিধির প্রতি বিদ্বেষ-ভাব পোষণ করিও না ; ইহা ধর্ম্ম ও শাস্ত্র বিরোধী।

বিনয়।

যে সমস্ত গুণের অধিকারী হইলে মানব বিদ্বৎ-সমাজে সমাদৃত হয়, বিনয় তন্মধ্যে একটি প্রধান। অন্যান্য গুণে বঞ্চিত হই-য়াও মানব যদি কেবলমাত্র এই গুণের অধিকারী হয়, তাহা হইলেও সে সকলের নিকট সম্মানার্হ। আমরা যতই বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন হই না কেন, যদি এই গুণের অধিকারী না হই, তাহা হইলে আমাদিগকে লোকের নিকট ঘৃণাস্পদ হইতে হয়। বিনয়ী

ব্যক্তি কথনও আত্মশ্লাঘা করিয়া স্বীয় জিহ্বাকে কলুষিত করে না। বিদ্বান্ ব্যক্তি বিনয়গুণে ভূষিত হইলে মণিকাঞ্চনের যোগ হয়। এই জন্যই কালিদাস, নিউটন্ প্রভৃতি পণ্ডিতমণ্ডলী এত সমাদৃত ও পূজ্য। ইঁহারা অসামান্য বিদ্যাগৌরবে ভূষিত হইয়াও যেরূপ বিনয়গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। ইঁহারা ফলসম্ভারাবনত সুরসাল পাদপের ন্যায় সকলেরই আদরণীয়।

অনেক সময় আমরা মনে করি, "আমার যুক্তি অকাট্য ও মত অভ্রান্ত"। গ্রন্থেও অনেক গ্রন্থকার এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে পশ্চাৎপদ হন নাই; কিন্তু তাঁহারা ভাবেন নাই যে, তাঁহাদের জ্ঞান ও দূরদর্শিতার সীমা অতি অল্প। এরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা লোকসমাজে হাস্যাস্পদ ভিন্ন প্রশংসনীয় হইতে পারেন না। জ্ঞান অসীম, মানবগণ এই অসীম জ্ঞানের কণিকামাত্র অর্জ্জন করিয়া দম্ভ প্রকাশ করিলে তাহা লোকের নিকট অসহনীয় বলিয়াই বোধ হয়। এই জন্যই শাস্ত্রে আত্মশ্লাঘা অকর্ত্তব্য-বোধে পরিহার করিবার বিধি দৃষ্ট হয়।

প্রকৃতপক্ষে, লোক যতই বিনয়ী হন, তাঁহার অন্যান্য সদ্‌গুণনিচয় পরিস্ফুট হইবার ততই সুযোগ ঘটে; কেননা, যিনি আপনাকে যত অজ্ঞ মনে করেন, তাঁহার জানিবার শক্তি ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। এইজন্য আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিনয়ী হওয়া কর্ত্তব্য।

রচনার বিষয়।

[শিক্ষক মহাশয়গণ নিম্নলিখিত বিষয়গুলি হইতে এক একটি লইয়া সময়ে সময়ে বালকদিগকে রচনা লিখিতে দিবেন।]

বস্তু-বিষয়ক।

(১) বস্ত্র। (২) লাক্ষা। (৩) পাথুরিয়া কয়লা কিরূপে জন্মে ও তাহার উপকারিতা। (৪) ব্যোমযান কি ? এবং কি প্রকারে ঊর্দ্ধে উঠে। (৫) গঙ্গার পোল। (৬) আল্‌কাতরা—উৎপত্তি ও কার্য্য। (৭) পারদ—আকৃতি, প্রকৃতি ও ব্যবহার। (৮) মুদ্রাযন্ত্রের উপকারিতা। (৯) সংবাদপত্র ও তাহার উপকারিতা। (১০) দস্তা ও টিন। (১১) চন্দ্র ও সূর্য্য। (১২) দারুচিনি ও কাবাবচিনি। (১৩) রেলের গাড়ী। (১৪) কাগজ। (১৫) জল। (১৬) বায়ু। (১৭) যত প্রকার তৈল দেখিয়াছ, তাহাদের উপকারিতা। (১৮) দিগ্‌দর্শন যন্ত্র ও তাহার উপকারিতা। (১৯) ধাতু—প্রকার ও উপকারিতা। (২০) রেশম।

উদ্ভিদ-বিষয়ক।

(১) কাঁটাল বৃক্ষ। (২) তাম্বুলী লতা। (৩) নারিকেল বৃক্ষ। (৪) খর্জ্জুর বৃক্ষ। (৫) গোধূম। (৬) বংশ—উপকারিতা ও

অপকারিতা। (৭) আনারস। (৮) নানাবিধ তরকারী—তাহাদের উপকারিতা ও অপকারিতা। (৯) দাড়িম্ব। (১০) তেঁতুল।

প্রাণী-বিষয়ক।

(১) হস্তী। (২) গণ্ডার। (৩) শূকর। (৪) ভল্লূক। (৫) শৃগাল। (৬) সর্প। (৭) গরু। (৮) গর্দ্দভ। (৯) কুক্কুর। (১০) ময়ূর। (১১) শকুনি। (১২) মধুমক্ষিকা। (১৩) তৈলপায়িক (তেলাপোকা)। (১৪) উইপোকা। (১৫) ইন্দুর। (১৬) হরিণ। (১৭) বানর। (১৮) কুম্ভীর। (১৯) মৎস্য। (২০) কচ্ছপ। (২১) হংস। (২২) কুক্কুট। (২৩) রেশমকীট।

স্থান-বিষয়ক।

(১) তোমরা যে গ্রামে বাস কর, তাহার বর্ণনা। (২) গড়ের মাঠ। (৩) শিয়ালদহের ষ্টেশন। (৪) হিমালয় ও তৎসন্নিহিত স্থান। (৫) তোমরা যে বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কর, তাহার বর্ণনা। (৬) প্রান্তর। (৭) বারাণসী। (৮) ১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিনের ঝড়ে তোমাদের গ্রাম যেরূপ অবস্থায় পরিণত হইয়াছে,

তাহার বর্ণনা। (৯) তোমাদের নিকটবর্ত্তী বাজারের বর্ণনা। (১০) তোমাদের দৃষ্ট কোন তীর্থের বর্ণনা।

জীবনচরিত-বিষয়ক।

(১) তোমাদের গ্রামস্থ কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জীবনী। (২) আকবরের জীবন-চরিত। (৩) রামচন্দ্রের জীবনী। (৪) আল্‌ফ্রেডের জীবনী।

কাল-বিষয়ক।

(১) রাত্রিকাল। (২) গ্রীষ্মকাল। (৩) বর্ষাকাল। (৪) শীতকাল। (৫) বসন্তকাল। (৬) ইতিহাস পাঠের উপকারিতা। (৭) ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল। (৮) ইংরাজ-শাসনকালে ভারতবর্ষের কি কি উপকার সাধিত হইয়াছে। (৯) বঙ্গদেশের ঋতুবর্ণনা। (১০) বিক্রমাদিত্যের শাসনকাল।

গুণ ও ক্রিয়া-বিষয়ক।

(১) শিক্ষকের প্রতি ভক্তি। (২) ভ্রাতৃস্নেহ (৩) দয়া। (৪) চরিত্র। (৫) ক্রোধ। (৬) লোভ। (৭) সত্যবাদিতা। (৮) চৌর্য্য ও তাহার ফল। (৯) অধ্যবসায়।

(১০) ক্ষমা। (১১) একাগ্রতা। (১২) সংসর্গ। (১৩) মাদকদ্রব্য ও তাহার অপকারিতা। (১৪) প্রভুভক্তি। (১৫) কৃতজ্ঞতা। (১৬) সন্তোষ। (১৭) জীবের প্রতি ব্যবহার। স্বাবলম্বন। (১৮) মিতব্যয়িতা। (১৯) দান। (২০) বাণিজ্যের উপকারিতা। (২১) পরনিন্দা ও আত্মশ্লাঘা। (২২) পরোপকার। (২৩) পাপী ও পুণ্যাত্মার জীবন। (২৪) সদ্‌গ্রন্থ পাঠের উপকারিতা।